# আকালের দেশ

সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক



নট্ট কোম্পানীর যাত্রাদলে অভিনীত



শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে এম. এ. বি. টি.

সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা (৬)

 মূল্য ২৲ দুই টাকা

( ৬ষ্ঠ মুদ্রণ—১৩৫৯ )

## —উৎসর্গ—

অহিংসা অসহযোগ মন্ত্রের ঋষি,

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব

মহাত্মা গান্ধীর

চরণ স্মরণে—

# —প্রকাশিত নাটকাবলী—

ব্রজেন্দ্রকুমার দে এম.এ বি.টি প্রণীত

আকালের দেশ ২৲
চণ্ডমুকুল ২৲

পূর্ণচন্দ্র দাস প্রণীত

সোনার বাংলা ২৲

শিবদুর্গা অপেরায় অভিনীত

স্বাধীনতা ২৲

মতিলাল ঘোষ ও সৌরীন্দ্র প্রণীত

ধরার মেয়ে ২৲

সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

চক্র ছায়া ২৲
পলাশীর পরে ২৲
মাটীর মা ২৲
ধর্ম্মবল ২৲
আত্মাহুতি ২৲
ব্যথার পূজা ২৲
গ্রহশান্তি ২৲
শাপ মুক্তি ২৲

কার্ত্তিকচন্দ্র দাস প্রণীত

ক্ষত্রপণ বা জয়দ্রথ বধ ২৲

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

প্রেমের অর্ঘ ২৲
ক্ষুদিরাম ২৲

জিতেন্দ্রনাথ বসাক প্রণীত

মানুষ ২৲
সিপাহী বিদ্রোহ ২৲
শকুন্তলা ২৲
বিদ্রোহী বাঙ্গালী ২৲
কাজলগড় ২৲

অঘোর বাবু প্রণীত

গয়াসুর ২৲
দাতাকর্ণ ১৷৹
শ্রীবৃন্দাবন ২৲
বেহুলা ৸৹
ন'দের নিমাই ১৷৹
রাবণ বধ ১৷৹

বিশ্বেশ্বর ধর প্রণীত

দুর্গেশ নন্দিনী ২৲
রাঠোর শিবাজী ২৲

প্রাপ্তিস্থান—সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী
১০৪এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

# ভূমিকা

'আকালের দেশ' প্রকাশিত হইল। কোন একটি বিশেষ আখ্যায়িকা অবলম্বনে নাটকখানি রচিত নয়। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে চোখের উপর যে শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছি, নিরন্ন জনসাধারণের হাহাকারে শাসকের যে ঔদাসীন্য ৩৫ লক্ষ বাঙ্গালীর মৃত্যু ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারই একটু প্রকাশ এই 'আকালের দেশ'। মানুষের সৃষ্ট এত বড় বিপর্য্যয়েও একটা বিদ্রোহের সুর ওঠে নাই, এই জড়তা জাতির ললাটে কলঙ্কের যে পঙ্কতিলক আঁকিয়া দিয়াছে, কোনদিন তাহা মুছিবার নয়। শাসকের সহিত নিরন্ন মানুষের, ধনিকের সহিত দরিদ্রের যে যুদ্ধ, তাহার একমাত্র অস্ত্র অহিংসা অসহযোগ ; ভারত আজ একথা স্বীকার করিয়া নিয়াছে, একদিন গোটা পৃথিবী এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইবে।

বানরীপাড়ায় জনৈক মুক্ত রাজবন্দী আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, নাটকের অঙ্কুর চরিত্রে আমি নেতাজীকে উদ্দেশ করিয়াছি কিনা? তাঁহাকে ও পাঠকবর্গকে আমি সবিনয়ে জানাইতেছি, নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে নেতাজীর কোন সম্বন্ধ নাই।

নাটকখানি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য নট্ট কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগণ, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত সূর্য্য দত্ত, যে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরঋণী। ইতি—

( গয়ঘর, ফরিদপুর ) শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

# পাত্র ও পাত্রীগণ

## পুরুষগণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ধনপতি | ... | ... | নন্দীপুরের রাজা |
| মণিকণ্ঠ | ... | ... | সুবর্ণপুরের রাজা |
| সুকণ্ঠ | ... | ... | মণিকণ্ঠের পুত্র |
| নীলকণ্ঠ | ... | ... | সুকণ্ঠের পুত্র |
| কর্ণপুর | ... | ... | মন্ত্রী |
| অঙ্কুর | ... | ... | মণিকণ্ঠের জ্ঞাতি |
| জনার্দ্দন, ভূষণ | ... | ... | উজানগাঁয়ের চাষী |
| মাণিক | ... | ... | জনার্দ্দনের ভাই |
| কর্দ্দম | ... | ... | সুকণ্ঠের ভৃত্য |
| বল্লভ | ... | ... | বাণীর পিতামহ |
| সুদর্শন | ... | ... | সেনাপতি |
| মাতঙ্গ | ... | ... | নাগরিক |

## স্ত্রীগণ

| | | | |
|---|---|---|---|
| বরুণা | ... | ... | নন্দীপুরের রাণী |
| মন্দাকিনী | ... | ... | সুবর্ণপুরের রাণী |
| বাণী | ... | ... | সুকণ্ঠের স্ত্রী |
| লক্ষ্মী | ... | ... | ধনপতির কন্যা |
| কৃশাঙ্গী | ... | ... | নাগরিকা |

হুগলী মুনিয়াদী-শিক্ষণ-বিদ্যালয়-

# আকালের দেশ

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

নন্দীপুর রাজপ্রাসাদ—লক্ষ্মীর কক্ষসন্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ। **গীত**

ফাগুন হাওয়া ডাক দিল রে, বাইরে এস রঙ্গিনি !
আঁখি মেল, আর থেকো না ঘরের কোণে বন্দিনী।
ভোরের পাখী আকুল তানে ডাকছে চ'লে আয়,
জগৎ জুড়ে মধুমাসের ঢেউ যে ব'য়ে যায় ;
ডাকছে কোকিল পলে পলে,
ফুটলো কুসুম দলে দলে,
সবায় তোরে খুঁজে মরে স্বাগত রাজনন্দিনি !

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। তোদের জ্বালায় কি ঘুমুবার যো নেই? রাতের আঁধার এখনো কাটে নি, এরি মধ্যে দাপাদাপি সুরু করেছিস্ ?

১মা সহচরী। করবো না ? আজ যে বসন্ত এলো।

লক্ষ্মী। বসন্ত তোদের জন্য, আমার জন্য নয়। আমার কোকিল বিনা-বসন্তেই ডাকবে।

১মা সহচরী। ওমা, রাজরাণী এদিকে আসছেন যে! চল—চল, পালিয়ে চল।

[ সহচরীগণের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। আমি তো কখনো বিয়ের কথা ভাবি নি! তবে কেন এ স্বপ্ন? আমার যেন বিয়ে হবে, বাবাকে ছেড়ে, মাকে ছেড়ে আজই আমায় স্বামীগৃহে যেতে হবে।

ধনপতি ও বরুণার প্রবেশ

ধনপতি। আমি বলছি, তোমার হার।

বরুণা। আমি বলছি তোমার।

ধনপতি। আমি যদি হারি, তোমার নামে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করবো।

বরুণা। আমি যদি হারি, তোমায় স্বর্ণপাদুকা গড়িয়ে দেবো।

ধনপতি। বেশ, জিজ্ঞাসা কর মেয়েকে।

বরুণা। কর জিজ্ঞাসা।

লক্ষ্মী। কি হয়েছে মা?

বরুণা। তোমার বাবার ভীমরতি হয়েছে।

ধনপতি। আমার না তোমার? তুই বল তো মা, কার কথা সত্যি? তুই অনেক শাস্ত্র পড়েছিস্, যা বলবি, তাই আমরা মেনে নেবো।

লক্ষ্মী। কথাটা কি?

ধনপতি। বল না!

বরুণা। কথাটা হ'চ্ছে, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কে?

ধনপতি। আমি বলছি, 'পিতা'।

বরুণা। আমি বলছি 'মা'।

লক্ষ্মী। আমার উত্তর শুনে কি সুখী হবেন বাবা?

ধনপতি। হবো মা, নিশ্চয়ই হবো। তুই মা আমার জ্ঞানে গুণে সরস্বতী তুই যা বলবি, তাই বেদবাক্য। দে মা আমার সমস্যার সমাধান ক'রে। বল্ মা নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় কে?

লক্ষ্মী। পিতাও নয়, মাতাও নয়, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পতি।

উভয়ে। পতি !

ধনপতি। তুমি কি রহস্য ক'চ্ছ লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। পিতামাতার সঙ্গে রহস্য ?

বরুণা। তবে এই তোমার শাস্ত্রের কথা ?

লক্ষ্মী। সব শাস্ত্র এক কথা বলে না মা! এ আমার মনের শাস্ত্র।

ধনপতি। ভেবে উত্তর দাও, লক্ষ্মী!

লক্ষ্মী। ভেবেই বলছি বাবা, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পতি।

বরুণা। আর মা, যে বুকের রক্ত জল ক'রে মানুষ করেছে ?

লক্ষ্মী। তিনি ধাত্রী।

বরুণা। কি বললি ? আমি তোর ধাত্রী ?

লক্ষ্মী। পরিচয়টা সহজ নয় মা। জগন্মাতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় জগদ্ধাত্রী নামে।

ধনপতি। আর পিতা, যে পৃথিবীর আলোক দেখিয়েছে ?

লক্ষ্মী। তিনি দুদিনের রক্ষক মাত্র।

ধনপতি। তুমি উন্মাদ হয়েছ লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী। না বাবা, আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ হ'য়েই বলছি, নারীর শ্রেষ্ঠ আশ্রয় পতি!

বরুণা। পতি যদি কদাচারী হয় ?

লক্ষ্মী। তবু তার বুকই নারীর পরম আশ্রয়। এত দাবী কারও উপর চলে না, এত নির্ভর কাউকে করা যায় না। নারী তুমি, তুমি তো জান মা, এমন বিশ্বাসের ক্ষেত্র আর নেই।

ধনপতি। কি আশ্চর্য্য! এতদিন খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি—

লক্ষ্মী। তুমি ভুল বুঝেছ বাবা, কেউ কাউকে খাওয়াতে পারে না, যে যার নিজের ভাগ্যেই খায়।

ধনপতি। বটে! আজ যদি তোমায় একটা ভিখারীর হাতে তুলে দিই, ভাগ্য তোমার আহার যোগাবে।

লক্ষ্মী। নিশ্চয়।

ধনপতি। ভেবে কথা বল, প্রগল্‌ভা বালিকা! আমায় বেশী উত্যক্ত করলে তোমায় ভিক্ষুকের হাতেই তুলে দেবো।

লক্ষ্মী। অদৃষ্টে থাকলে তাই হবে, তোমার ইচ্ছায় কিছুই হবে না। ভিখারিণী হওয়াই যদি আমার বিধিলিপি হয়, তুমি অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক দিয়েও আমায় রাজরাণী করতে পা'রবে না। আর যদি রাজরাণীই আমাকে হ'তে হয়, তুমি আমায় ভিক্ষুকের হাতে তুলে দিলেও রাজত্ব এসে আমার পায়ে গড়িয়ে পড়বে।

ধনপতি। উত্তম, তাহ'লে আজই তোমার ভাগ্য নির্ণীত হোক।

বরুণা। তার অর্থ?

ধনপতি। অর্থ? শোন রাণি, আমি এই মুহূর্ত্তে বাইরে গিয়ে যাকে প্রথম দেখবো, তার হাতেই ওকে সমর্পণ করবো।

বরুণা। তুমি কি পাগল হয়েছ রাজা? মেয়ে অবুঝ ব'লে আমরা তো অবুঝ হ'তে পারি না।

ধনপতি। অবুঝ নয় রাণি, এ জেনে শুনে আমায় অবজ্ঞা করা।

বরুণা। লক্ষ্মি! তোমার পিতার কাছে ক্ষমা চাও।

লক্ষ্মী। আমি কোন অন্যায় করি নি মা!

বরুণা নিশ্চয়ই করেছ। তুমি আমাদের মনে আঘাত দিয়েছ।

লক্ষ্মী। সে তোমাদের মনের দোষ, আমার দোষ নয়।

বরুণা। এখনও সংযত হও, লক্ষ্মী। নইলে ওর রোষানল থেকে আমিও তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না।

লক্ষ্মী। মানুষ আবার মানুষকে কবে রক্ষা করেছে? রক্ষাকর্ত্তা ভগবান্।

ধনপতি। তবে ভগবানই তোমায় রক্ষা করুন।

[ প্রস্থান।

বরুণা। দূর হ—দূর হ আমার সম্মুখ থেকে, অলক্ষী কোথাকার। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে ; আনুক একটা ভিখেরী ধ'রে, তোকে তার কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে এখুনি রাজবাড়ী থেকে দূর করে দেবো। বাপ-মা ওর কেউ নয়, কবে কোন্ নরক থেকে একটা পতি উঠে আসবে, সেই হলো ওর শ্রেষ্ঠ আশ্রয়।

লক্ষ্মী। কেন রাগ করছো মা? কথাটা তো হাতে হাতেই প্রমাণ হ'য়ে গেল ; একটা তুচ্ছ কথার জন্যে তোমরা তো অনায়াসেই আমাকে ঝেড়ে ফেলতে যাচ্ছ। তোমরা পিতামাতা ব'লেই এত সহজে আমার দায়িত্ব এমনি ক'রে এড়াতে পারলে, স্বামী তো কখনো তা পারবে না।

[ প্রস্থানোদ্যোগ।

ধনপতি ও জনার্দ্দনের প্রবেশ

ধনপতি। দাঁড়াও লক্ষ্মি, গ্রহণ কর তোমার সৌভাগ্যের ডালি।

বরুণা। রাজা, তুমি পিতা হ'য়ে কন্যার সর্ব্বনাশ করতে চাও?

ধনপতি। কন্যার কাছে যদি পিতার কোন প্রাপ্য না থাকে, পিতার কাছেও কন্যার কোন প্রাপ্য থাকতে পারে না।

জনার্দ্দন। মহারাজ! আমি বৈশ্য, হলকর্ষণ আমার জীবিকা। ধনুর্ব্বিদ্যাও আমি জানি। আমার দেশে বড় দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা। ক্ষুধার জ্বালায় মা-বোনকে চোখের উপর মরতে দেখেছি। বাকী আছে একটা ছোট ভাই, তারই জন্য চাকুরী খুঁজতে বেরিয়েছি। যদি দয়া হয়, আমাকে দাসত্বে গ্রহণ ক'রে আমার অভাগা ভাইটীকে বাঁচান।

ধনপতি। দয়া আমি করবো না যুবক! তবে তোমাদের এক বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমি কিঞ্চিৎ অর্থ দিতে পারি।

জনার্দ্দন। তাই দিন, তাই দিন।

ধনপতি। প্রতিদান দিতে হবে ভিক্ষুক!

জনার্দ্দন। ( চোখ দুটী জ্বলিয়া উঠিল ) ভিক্ষুক! ( সংযত হইয়া ) হ্যাঁ—তাই, আমি ভিক্ষুক। বলুন মহারাজ, কি প্রতিদান দিতে হবে?

ধনপতি। বলছি। কি নাম তোমার?

জনার্দ্দন। আমার নাম জনার্দ্দন। বলুন মহারাজ, কি প্রতিদান?

ধনপতি। আমার এই কন্যাকে তুমি গ্রহণ কর—এই প্রতিদান।

বরুণা। ( আর্ত্তস্বরে ) রাজা! রাজা!

ধনপতি। চুপ্।

জনার্দ্দন। ভিক্ষার জন্য যে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে একি ব্যঙ্গ রাজা?

ধনপতি। ব্যঙ্গ নয় যুবক! এ আমার প্রতিশ্রুতি,—আজ প্রভাতে প্রথম যাকে দেখবো, তার হাতেই আমি কন্যা সম্প্রদান করবো।

জনার্দ্দন। দুর্ভাগ্য আমার যে, আমিই প্রথম আপনার দৃষ্টিপথে এসেছি। মহারাজ, আমার ভিক্ষার প্রয়োজন নেই, চাকুরীও আমি চাইনা। আমি এই মুহূর্ত্তেই চ'লে যাচ্ছি।

ধনপতি। অনাহারী ভায়ের জন্য অর্থ নেবে না?

জনার্দ্দন। না আমার ভাইকে আমি নিজের হাতে চিতায় তুলে দিতে পারবো, কিন্তু বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিতে পারবো না।

বরুণা। ( স্বগত ) চমৎকার।

ধনপতি। তুমি কি বলছো যুবক? এমন মহার্ঘ মণি তুমি হাতে পেয়ে ছেড়ে দেবে?

জনার্দ্দন। দেবো। মণি রাখবার স্থান আমার নেই রাজা।

ধনপতি। তুমি নির্ব্বোধ।

জনার্দ্দন। সত্য মহারাজ! কিন্তু যিনি খেয়ালের বশে কন্যার এমন সর্ব্বনাশ করতে চান, তিনি আমার চেয়েও নির্ব্বোধ।

ধনপতি। বাচালতা রাখ বৈশ্য!

জনার্দ্দন। বৈশ্য আপনার ভৃত্য নয়, রাজা! আপনার রক্তচক্ষু তাদের দেখাবেন, যারা আপনার অনুগ্রহে জীবনধারণ করে।

[ প্রস্থানোদ্যোগ।

বরুণা। দাঁড়াও বাবা, এসো আমার সঙ্গে, কত অর্থ চাও তুমি আমি তোমায় দেবো।

জনার্দ্দন। আপনার দয়াটাই মাথায় ক'রে নিলুম মা, অর্থে আর প্রয়োজন নেই।

[ প্রস্থানোদ্যোগ।

লক্ষ্মী। শোন।

জনার্দ্দন। ( ফিরিয়া ) রাজকুমারি? আদেশ করুন।

লক্ষ্মী। আদেশ নয়। আমরা হিন্দুনারী, পিতামাতা আমাদের যার হাতে তুলে দেন, তাকে বরণ করাই আমাদের ধর্ম্ম।

বরুণা। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! সর্ব্বনাশ করিস নে।

লক্ষ্মী। বাধা দিও না মা, পিতা যখন বাগ্‌দান করেছেন, তখন এই আমার স্বামী!

জনার্দ্দন। এ আপনি কি বলছেন রাজকুমারি? আমি বৈশ্য, আমি চাষা; আর আপনি লোকললামভূতা বিদুষী রাজকন্যা! না—না, এ হ'তে পারে না। আপনার বরমাল্য আমি কিছুতেই নিতে পারবো না!

লক্ষ্মী। না পার, চ'লে যাও। কিন্তু আমি জানি আমার কর্ত্তব্য।

জনার্দ্দন। অবুঝ হবেন না রাজকুমারি। আমি নিতান্তই দরিদ্র,— আমার ভাঙ্গা ঘরে শ্রাবণের ধারা গড়িয়ে পড়ে! দিনান্তে শাকান্নও আমার জোটে না। অন্নাভাবে আমার মা-বোন শুকিয়ে মরেছে, আমি

তার কোন প্রতিকার করতে পারি নি। আমরা ছোট জাত, আমাদের মেয়েরা মাঠে মাঠে গরু-ছাগল চরিয়ে বেড়ায়, মল বাজিয়ে ঝরণার জল আনতে ছোটে। সে বড় দুঃখের জীবন রাজকুমারি!

লক্ষ্মী। সুখের কোলে তো অনেকদিন ছিলাম, দুঃখটা কেমন একবার দেখি।

বরুণা। দেখতে হবে না। তুই আমার সঙ্গে আয়। (জনার্দ্দনকে) ওগো, তুমি যাও, তুমি যাও।

লক্ষ্মী। না, যেয়ো না।

জনার্দ্দন। ভগবান্ এ কি লীলা তোমার! কিন্তু—না, না রাজকুমারি, আমি তোমায় পূজো করতে পারি, কিন্তু স্ত্রী ব'লে সম্ভাষণ করতে পারি না। মহারাজ! আপনার কন্যাকে বোঝান; এক মূহূর্ত্তের ভুলে সবাই মিলে সারাজীবন নরকযন্ত্রণা ভোগ করবেন না।

ধনপতি। আমি বাগ্‌দান করেছি, গ্রহণ করা না করা তোমার ইচ্ছা।

বরুণা। নিষ্ঠুর জল্লাদ, এই তোমার ধর্ম্ম? পিতা হ'য়ে তুমি একটা খেয়ালের বশে কন্যাকে বলি দিতে চাও?

লক্ষ্মী। কেন মা তুমি দুঃখিত হ'চ্ছ? তুমি দেখো, এতেই আমার মঙ্গল হবে।

জনার্দ্দন। এরা কি সবাই উন্মাদ? না, আমিই স্বপ্ন দেখছি?

লক্ষ্মী। স্বপ্ন নয় দিবালোকের মত সত্য। ধর, হাত ধর, ভয় কি? আমিও দুঃখ সইতে জানি। তোমার পর্ণকুটীরেই আমি স্বর্গ রচনা করবো।

জনার্দ্দন। করবে? আমার কুটীরে স্বর্গ রচনা করবে? বড় সুখের স্বর্গ ছিল আমার। গোলাভরা ছিল ধান, পুকুরভরা ছিল মাছ, প্রাণে ছিল শান্তি, বুকে ছিল বল। সব হারিয়েছি। কত আত্ম-পরিজন ছিল, সব গেছে। আবার কি তারা আসবে? আবার কি আমার ভাঙা

ঘর কলহাস্তে মুখরিত হবে? তবে এসো—এসো. আবার আমার পাতার কুটীরে স্বর্গের মন্দাকিনী বইয়ে দাও। কিন্তু—না—না, আমি বুঝতে পাচ্ছি না, কে আমায় আকর্ষণ ক'চ্ছে! ভগবান্! ভগবান্! আমায় ক্ষমা কর!

হাত বাড়াইয়া দিল; লক্ষ্মী তাহা ধারণ করিল।

বরুণা। এ কি সত্য না স্বপ্ন! রাজার মেয়ে চাষার ঘরে চলেছে। বাপের খেয়ালে মেয়ের বলিদান। ওরে, তোরা কে আছিস, অপূর্ব্ব মিলন দেখ্‌বি আয়, লক্ষ্মীর বর দেখ্‌বি আয়!

[প্রস্থান।

সহচরীগণের পুনঃ প্রবেশ।

১মা সহচরী। কৈ? কৈ? রাণীমা, সখীর বর কোথায়?

লক্ষ্মী। এই যে ভাই আমার বর।

১মা সহচরী। ওমা, এই বর? এ তুমি কি করলে সখি?

লক্ষ্মী। মা! মা!—না, থাক্ এই উপযুক্ত অবসর। বাবা! তোমার বিধান মাথায় নিয়েই চল্‌লাম। প্রণাম ক'চ্ছি, আশীর্ব্বাদ কর বাবা।

ধনপতি। যত অপরাধীই হও, তুমি আমার কন্যা। তোমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য আমি কিছু অর্থ দেবো।

জনার্দ্দন। থাক্ মহারাজ, অর্থে আর প্রয়োজন নেই।

লক্ষ্মী। বরং তোমার দেওয়া আভরণও আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি!

ধনপতি। কি বলছো তুমি?

লক্ষ্মী। বলছি এই, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কার জড়িয়ে নিয়ে আমার দরিদ্র স্বামীকে আমি ব্যঙ্গ করবো না। (আভরণ খুলিয়া দিল)

ধনপতি। এ দর্প থাকবে না লক্ষ্মি! একদিন আমার কাছেই তোমায় অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে হবে।

লক্ষ্মী। সেদিন সূর্য্য আর উঠবে না বাবা।

১মা সহচরী। এ তুমি কি করলে সখি?

লক্ষ্মী। দুঃখ করিস নে ভাই, এতেই আমার মঙ্গল হবে। আমার আভরণগুলো খুলে নে, এ আবর্জ্জনা নিয়ে আমি শ্বশুরবাড়ী যেতে পারবো না!

১মা সহচরী। সখি! (অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিল।)

লক্ষ্মী। কাঁদিস নে, কাঁদিস নে। দারিদ্র্য তো অভিশাপ নয়। যদি চোখ থাকে তো চেয়ে দেখ, কত ভাগ্যবতী সে নারী—যে অমন বিশাল বুকে আশ্রয় পায়। নে, আভরণ খুলে নে।

প্রথমা সহচরী সাশ্রুনেত্রে আভরণ খুলিয়া নিতে লাগিল, অন্যান্য সহচরীগণ গীতচ্ছন্দে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল।

বরুণের প্রবেশ

বরুণা। লক্ষ্মী! লক্ষ্মী। ওরে, আভরণ খুলিস নে। ওরে সুনন্দা, খুলিস নে, খুলিস নে। রাজা, তোমার মনে এই ছিল? সত্য সত্যই মেয়েটাকে ভিখারিণী সাজিয়ে বিদায় দিলে?

ধন। আমি কি করবো? স্বেচ্ছায় যে ভিক্ষাপাত্র হাতে তুলে নেয়, তাকে রক্ষা করবে কে?

সহচরীগণ। গীত

মোরা ফেলবো না রে চোখের জল!
গৌরীরে আজ টেনেছে যে পাগল ভোলার চরণ-তল!
হোক না ভোলা শ্মশানবাসী, তবু সে যে বিশ্বনাথ,
আপনি ভোলা ভস্ম মাখে; তবু জোগায় ভবের ভাত,
মাটীর ঘরের রাণী হয়ে
সুখের স্রোতে যা রে বয়ে,
পরশে তোরে ভরুক সোণায় পাগল ভোলার গৃহতল।

[ লক্ষ্মী ও জনার্দ্দন রাজারাণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

বরুণা। মহারাজ, কি করলে তুমি? সত্য সত্যই মেয়েটাকে

ধন। কিছুদিন অপেক্ষা কর; ও এলো ব'লে।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য।

উজানগাঁ—পথ

চাষিগণের প্রবেশ।

ভূষণ। দিলে না, এক গোটা চালও দিলে না। ভগবান্! তুমি কি শুধু ধনীরই ভগবান্, গরীবের কি কেউ নও?

বলাই। তাহ'লে এখন আমরা কি করবো, ভূষণ?

ভূষণ। কি আর করবো ভাই? সবাই মিলে গলাগলি ক'রে মরি আয়। চোখের উপর মা-বাপ ভাই-বোন না খেয়ে ম'রে গেল, আর আমাদের বেঁচে কি হবে ভাই? পৃথিবীর ফলশস্য ধনীর দুলালেরাই ভোগ করুক। আমাদের মুখের দিকে যখন কেউ চায় না, ভগবানও আমাদের ভগবান নয়, তখন পৃথিবীর ভোগসুখ ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা স'রে যাই চল।

নন্দ। আঃ—ভগবান্! জল—জল! (বসিয়া পড়িল।)

ভূষণ। মরছিস্ নন্দ? যা—আমরাও পিছে আসছি।

নন্দ। জল—জল।

ভূষণ। ওরে অভাগা, ও জল আমাদের নয়। আমাদের জন্যে যে জল, তাতে তৃষ্ণা মেটে না, রোগ ডেকে আনে। পাঁচদিন অনাহার স'য়েছিস, আর তৃষ্ণাটা স'য়ে যেতে পারবি নে? চ'লে যা। যদি

ভগবানের সঙ্গে দেখা হয়, জিজ্ঞাসা করিস তাকে, সে যদি আমাদের সৃষ্টি ক'রে থাকে, কেন দিলে না মুখের অন্ন, পিপাসার জল ? কেন ? কেন ? কি অপরাধ করেছি আমরা ?

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। অপরাধের কি সীমা আছে ভূষণ? দোষী শুধু সে নয়, যে অন্যায় করে ; অন্যায় যে সয়, সেও সমানই দোষী। চড় খেয়ে যখন তোরা মুখ বুজে থাকিস, তখন একটা লাথির পথ প্রস্তুত হ'য়ে থাকে।

ভূষণ। অঙ্কুর !

অঙ্কুর। খাদ্য না দিলে ভূষণ ?

ভূষণ। দিলে না। একটা নয়, দুটো নয়, সাতটা শস্যের পাহাড়, তার থেকে একমুঠো চালও আমাদের দিলে না। শত শত মানুষের আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ হ'য়ে গেল, তবু খাদ্য দিলে না, দোর বন্ধ ক'রে ব'সে রইলো।

অঙ্কুর। আর তোমরা সব ভাল ছেলের মত পালিয়ে এলে—না ?

বলাই। কি করবো বল ? আকাশ ফাটিয়ে চীৎকার করেছি, চোখের জলে নদী বইয়ে দিয়েছি, আর আমরা কি করিতে পারি ভাই ?

অঙ্কুর। সিংহদ্বার ভেঙ্গে ফেলতে পারলে না ? গোলার চাল রাস্তায় ছড়িয়ে দিতে পারলে না ?

ভূষণ। তাহ'লে কি আর রক্ষে ছিল অঙ্কুর।

অঙ্কুর। মেরে ফেলতো ? এখনই কি বেঁচে আছো ? এর নাম বেঁচে থাকা ? মা-বাপ ছেলে-মেয়ে না খেয়ে শুকিয়ে ম'রে গেল, নিজেদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না। তবু প্রাণটার উপর এত মায়া ?

বলাই। মায়া নয়, মায়া নয়। প্রাণ দিলেই যদি প্রাণ পাওয়া যেতো, একবার কেন, দশবার দিতে পারতুম।

ভূষণ। অঙ্কুর!

অঙ্কুর। আঘাত করবার শক্তি নেই জানি; কিন্তু ফোঁস করতেও তো পারিস্! উজানগাঁয়ের দশ হাজার চাষী তোরা, একবার হুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দে—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ। **গীত।**

মানুষ হ'য়ে মেষের মত
　আর কতকাল সইবি ওরে?
চোখ মেলে দেখ যা কিছু তোর
　লুটে নিলে সিঁধেল চোরে।

অঙ্কুর। শুনেছিস্?

চারণ। **গীত।**

মুখ বুজে তুই সইবি যত,
আঘাত ওরা হানবে তত,
উপড়ে নেবে নয়ন দুটো,
　ভাসিস যদি আঁখি লোরে।

ভূষণ। সত্য!

চারণ। **গীত।**

অনেক দিন তো ঘুমিয়েছিলি,
ঘুমিয়ে সবই ডালি দিলি,
এবার সবাই আঁখি মেলে
　আঘাত কে না উষার দোরে।

[ প্রস্থান।

নীলাম্বরের প্রবেশ

নীলা। ওরে, তোরা কচ্ছিস কি? ধান-পান সব তলিয়ে গেল যে।

ভূষণ। কেন? কেন?

নীলা। যুবরাজের লোকেরা নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছে।

ভূষণ। কারণ?

নীলা। কারণ আর কি? যুবরাজের ময়ুরপঙ্খী নৌকা নদীতে নামাতে পারছে না, খালের মুখে আটকা পড়েছে।

ভূষণ। সে জন্যে দশহাজার লোকের আশা ভরসায় ছাই দেবে? এক বছর না খেয়ে মরেছি, আরও মারবার সাধ? অঙ্কুর! শুনছো অঙ্কুর? মাঠের ধান ফুলে উঠেছে, সারা মাঠ সবুজ হ'য়ে উঠেছে। পেটে দুরন্ত ক্ষিধে নিয়েও আমরা মাঠের দিকে চেয়ে শান্তি পেয়েছি। সে আশাতেও বাদ সাধতে চায় এরা? এরা কি?

অঙ্কুর। এরা যাই হোক, তোমরা কি, তাই আমি ভাবছি।

বলাই। আমরা মানুষ, মানুষের গায়ে দাঁত বসাতে পারি না, এই কি আমাদের অপরাধ? এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি এমনি ক'রেই আমাদের করতে হবে? ( নন্দকে দেখাইয়া দিল। )

নীলা। নন্দ, তুইও চলছিস্ ভাই?

নন্দ। জল—জল।

ভূষণ। না—না, জল নয়, আগুন খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে চ'লে যা। সারাজীবন ঠাকুরপূজো করেছিস্ না? ঠাকুর তার সুন্দর প্রতিদান দিয়েছে। নিয়ে যা নীলাম্বর! ওর সঙ্গে ওর ঠাকুরকেও চিতায় তুলে দিস্।

[ নন্দকে লইয়া নীলাম্বরের প্রস্থান।

বলাই। ওঃ, আর কত সয়!

ভূষণ। না অঙ্কুর, আর আমরা সহ্য করবো না।

সুকণ্ঠের প্রবেশ

সুকণ্ঠ। কি করবে?

ভূষণ। রাজত্বের স্বপ্ন ঘুচিয়ে দেবো।

সকলে। যুবরাজ!

অঙ্কুর। হ্যাঁ, যুবরাজ। জানাও তোমাদের দাবী, মুখ ফুটে একবার বল,—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

সুকণ্ঠ। তুমিই বুঝি এদের ক্ষেপিয়েছ অঙ্কুর?

অঙ্কুর। যদি তাই হয়, অন্যায় কিছু করি নি।

সুকণ্ঠ। অন্যায়ের বোধ যদি তোমার থাকবে, তাহ'লে রাজার জ্ঞাতি তুমি, রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই জঘন্য কৃষকপল্লীতে এসে বাস করবে কেন?

অঙ্কুর। তোমাদের ঐ পাপের প্রাসাদের চেয়ে দরিদ্রের এই পুণ্য কুটিরে অনেক শান্তি। যখন দেখলাম, হাজার হাজার মানুষ না খেতে পেয়ে ম'রে যাচ্ছে, সাধ্য থাকতেও তোমরা তার প্রতীকার করছো না, তখন ঘৃণা হ'লো তোমাদের আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিতে। প্রতিবাদও করেছিলাম, পেয়েছি শুধু চাবুক। তাই এসেছি এদের মাঝখানে, এদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে।

সুকণ্ঠ। তাহ'লে শোন আমার আদেশ—

অঙ্কুর। তোমার আদেশ তোমার কর্ম্মচারিদের জন্য, আমার জন্য নয়।

সুকণ্ঠ। অঙ্কুর।

ভূষণ। যুবরাজ, আপনি নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছেন?

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ।

সকলে। কেন?

সুকণ্ঠ। আমার ইচ্ছা!

ভূষণ। আপনি কি জানেন না, নদীর জলে মাঠ তলিয়ে গেলে উজানগাঁয়ের দশহাজার চাষী এবারও অন্নাভাবে মারা যাবে?

সুকণ্ঠ। জানি। কিন্তু আমার ময়ুরপঙ্খী—

ভূষণ। গোল্লায় যাক তোমার ময়ুরপঙ্খী। আমরা দলে দলে

ক্ষুধার জ্বালায় মরেছি, তোমাদের এত অন্ন থাকতেও আমাদের একমুঠো দাও নি ; আজ আবার আমাদের নিজেদের অর্জ্জিত অন্ন কেড়ে নিতে এসেছ ? আমরা গরীব বলে আমাদের উপর এতই অত্যাচার ? তোমার খেয়ালের জন্যে আমাদের বছরের খোরাক মাটী হবে। তা হ'তে পারে না। এই মূহূর্ত্তে বাঁধ বেঁধে দাও বলছি

সুকণ্ঠ। না, দেবো না।

ভূষণ। দেবে না ? তাহ'লে আয় তো তোরা, আমরা ওর লাখ টাকার ময়ূরপঙ্খী কুড়ুলের ঘায়ে ছাতু ক'রে ফেলি। আয়—আয়, ভাবছিস্ কি ? অনুরোধ করেছি, ভিক্ষে করেছি, পায়ে ধরেছি, কিছুতেই যখন শুনলে না, তখন আর আমরা ওকে রাজবংশধরের মর্য্যাদা দেবো না। আমরা মানুষ হ'তে চেয়েছিলুম। ওরা যখন আমাদের মানুষ হ'তে দিলে না, তখন আমরা রাক্ষস হ'য়ে ওদের বুকের রক্ত চুষে খাবো।

সুকণ্ঠ। এই, খবরদার !

ভূষণ। বাধা যদি দাও, বাঁধের মুখে তোমাকেই বলি দেবো।

বলাই। বুঝিয়ে দেবো তোমাদের, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

[ চাষীদের প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। ওদের ফেরাও অঙ্কুর !

অঙ্কুর। ফেরাবো না, বরং এগিয়ে দেবো।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। পতঙ্গের পক্ষ ওঠে মরিবার তরে।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। ওরা পতঙ্গ নয় যুবরাজ !

সুকণ্ঠ। তুমি আবার কে ?

জনার্দ্দন। ওদেরই একজন।

সুকণ্ঠ। কি বলতে চাও তুমি।

জনার্দ্দন। আপনি ফিরে যান যুবরাজ! ওরা আজ মরিয়া হ'য়ে উঠেছে। ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালে আপনার রক্ষা নেই!

সুকণ্ঠ। আমি সবাইকে হত্যা করবো।

জনার্দ্দন। থাক্ যুবরাজ, ক্ষতি ওদের যথেষ্টই করেছেন, বাঁচতে চান তো পালিয়ে যান।

সুকণ্ঠ। কি, আমি যুবরাজ পালিয়ে যাবো?

জনার্দ্দন। না পালালে মরতে হবে।

সুকণ্ঠ। মরবো।

জনার্দ্দন। সে আমরা পারি, আপনি নন। টাকায় যাদের এত লোভ, তারা এত সহজেই মরতে পারে না। আসুন, আমি আপনাকে নিরাপদ স্থানে পৌছে দিয়ে আসছি।

সুকণ্ঠ। তোমার বুঝি কোন ক্ষতি হয় নি?

জনার্দ্দন। ক্ষতি? যুবরাজ, ওদের তবু কিছু রক্ষা পাবে, আমার সবই গেল। ও বছরের দুর্ভিক্ষের মুখ থেকে যাদের টেনে রেখেছি এবার তারাও যাবে।

সুকণ্ঠ। তুমি যে আমাকে রক্ষা করতে এসেছ?

জনার্দ্দন। কারণ, আমার মনে হচ্ছে, অস্ত্রাঘাতে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। আমার বাবা আমাকে কিছুই দিয়ে যান নি, দিয়ে গেছেন শুধু একটি উপদেশ,—"যে সয়, তারই জয়।"

অঙ্কুরের প্রবেশ

অঙ্কুর। তুমি মূর্খ, যে সয়, তারই বুকের উপর দিয়ে চিরদিন অত্যাচারীর রথচক্র চ'লে যায়, তারই ভাই-ভগ্নী অনাহারে মরে, তারই মুখে জগৎ ঘৃণার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে।

জনার্দ্দন। জগৎ করতে পারে, কিন্তু ভগবান্ তো করেন না।

অঙ্কুর। ওরে অভাগা, ভগবান দুর্ব্বলের কেউ নয়, তাঁর সব দান সবলেরই জন্য।

জনার্দ্দন। চন্দ্রসূর্য্য কি শুধু রাজবাড়ীতেই আলো দেয়, আমার ঘরে দেয় না ?

অঙ্কুর। না। তারা জ্ব'লে ওঠে রাজবাড়ীর জন্যই, তোমার ঘরে ঠিকরে আসে একটু অনুগ্রহের দান।

সুকণ্ঠ। এই অনুগ্রহের দান নিয়েই তোমাদের বাঁচতে হবে। মাথা তুলেছ কি মরেছ।

জনার্দ্দন। তোমাদের উদ্দেশ্য কি অঙ্কুর ?

অঙ্কুর। উদ্দেশ্য ঐ দাম্ভিক যুবরাজকে শিখিয়ে দেওয়া যে, দীন-দুঃখীরাও মানুষ।

জনার্দ্দন। যুবরাজ আমাদের গ্রামে অতিথি, আমি তাঁর অসম্মান কর্‌তে দেবো না !

অঙ্কুর। তোমার দেওয়া না দেওয়ায় কিছুই যায় আসে না।

জনার্দ্দন। বেশ, আসুন যুবরাজ আমার সঙ্গে ; দেখি আমি জীবিত থাক্‌তে কে আপনার কেশ স্পর্শ করে।

সুকণ্ঠ। আমার নিজের শক্তিই আমাকে রক্ষা করবে ; একটা চাষার অনুগ্রহ নিয়ে আমায় আত্মরক্ষা করতে হবে না। [ প্রস্থান।

অঙ্কুর। হ'লো তো ? পেয়েছ উপকারের প্রতিদান ?

নেপথ্যে মার্ মার্ কলরব ; যুবরাজের আর্ত্তনাদ।

জনার্দ্দন। কি হ'লো ?

অঙ্কুর। প্রকৃতির প্রতিশোধ। [ প্রস্থান।

জনার্দ্দন। না, তা হবে না, আমার জীবন দিয়েও আমি তাকে রক্ষা করবো। ফাঁসী দিতে হয়, তার পর। [ প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

### পাঠশালা

মাণিক ও ছাত্রগণ গাহিতেছিল

ছাত্রগণ। **গীত**

ও আমাদের দেশের মাটি।
স্বর্গ হ'তে তুমি বড়, সোণার চেয়ে তুমি খাঁটী।
জীবন যদি যায় চ'লে মা, তোমার তরেই যাক্
সাগরে ঝাঁপ দিতে পারি শুনে তোমার ডাক্,
সব দেবতার সেরা তুমি,
ও আমাদের জন্মভূমি,
মরার বেলা পাই যেন মা, নারায়ণ নয়, তোমার পা-টী।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। আজ তোরা যা ভাই! অতিথি চ'লে যাবেন, আজ আর আমার পড়াবার সময় হবে না।

[ ছাত্রগণের প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

মাণিক। ও লোকটা কে বৌদি?

লক্ষ্মী। উনি আমাদের যুবরাজ।

মাণিক। যুবরাজ! যার জন্য আমাদের ধানের ক্ষেত তলিয়ে গেছে? ও তো আমাদের শত্রু।

লক্ষ্মী। না মাণিক, উনি আমাদের অতিথি।

মাণিক। কেন তুমি ওকে অতিথি কর্‌তে গেলে?

লক্ষ্মী। তুমি তো দেখ্‌ছো মাণিক, চাষীদের আঘাতে ওঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল।

মাণিক। তখন কি আমি জানি? তা'হলে ওকে ঘরে ঢুকতে দিই! ওর ফাটা মাথাটা আরও ফাটিয়ে দিতুম।

লক্ষ্মী। ছি দাদা, ওরা যে আমাদের রাজা।

মাণিক। কালকে না তুমি পড়িয়েছ, রাজার কাজ প্রজাকে রক্ষা করা। ওরা আমাদের কবে রক্ষা করেছে? আমরা না খেয়ে মরেছি, ওরা হি-হি ক'রে হেসেছে। তবে কিসের রাজা ওরা? না বৌদি, তুমি ওকে এক্ষুণি তাড়িয়ে দাও, নইলে ওর জোড়া-লাগা মাথাটা আমি আবার ফাটাবো।

লক্ষ্মী। মাণিক!

মাণিক। ক্ষিধের বড় জ্বালা বৌদি। তুমি দেখনি বাবা-মার মরণ। সে ছবি আমি কোনদিন ভুলবো না। ওদের অনেক আছে, তবু ওরা এক কণা চাল আমাদের দেয়নি! ওরা গুষ্টি শুদ্ধ মুখে রক্ত উঠে মরুক।

লক্ষ্মী। না ভাই, কারও অমঙ্গল কামনা করতে নেই।

মাণিক। ধান তলিয়ে গেছে বৌদি, এবারও আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।

লক্ষ্মী। ভগবানকে ডাক। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আহার তিনিই দেবেন।

মাণিক। গরীবের আবার কিসের ভগবান্? ভগবান্ ধনীর ঘরে বাঁধা।

লক্ষ্মী। না মাণিক, তিনি সবার পিতা, সবার জন্যই তাঁর সমান মমতা। তাঁকে বিশ্বাস কর, তাঁকে প্রণাম কর।

মাণিক। ভগবান্‌কে দু'শো প্রণাম করার চেয়ে তোমাকে একটা প্রণাম করা অনেক ভাল! (প্রণাম)

লক্ষ্মী। এতটুকু ছেলে, এত কথা কোথায় শিখলি তুই?

মাণিক। দুঃখের পাঠশালায় শিখেছি বৌদি! আবার আকাল আসছে। আবার না খেয়ে ছটফট করতে হবে। আমাদের তবু অভ্যেস আছে। কিন্তু তুমি—

লক্ষ্মী। আমিও তো ভাই তোদেরই একজন।

মাণিক। না বৌদি, বাপের বাড়ী চ'লে যাও! আবার যেদিন

আমাদের গোলার ধান উঠবে, যেদিন আমরা পেটভরে খেতে পাবো, সেদিন এসো।

লক্ষ্মী। আমায় ছেড়ে থাকৃতে পার্‌বি মাণিক ?

মাণিক। খুব কষ্ট হবে, কিন্ত আমাদের কাছে থাকলে তুমি যে ম'রে যাবে বৌদি।

লক্ষ্মী। মরি তো একসঙ্গেই মরবো, তোদের ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে পারবো না।

মাণিক। বৌদি, আমি তো মরতেই বসেছিলুম ; তুমিই আমায় বাঁচিয়েছ। একদিন দেখলুম, যম এসে আমার শিয়রে দাঁড়িয়েছে ; আমি ভয়ে "মা মা" ব'লে ডেকে উঠলুম। চোখ মেলে দেখলুম, তুমি আমায় বুকে ক'রে শুয়ে আছ। সেই দিনই তোমায় চিনেছি !

লক্ষ্মী। কি ব'লে চিনেছ ভাই ?

মাণিক। বলবো ?

মাণিক।　　গীত।

তুমি ঘনঘোর নিশার আঁধারে অমল মধুর জোছনা।
হে দেবি, তোমার চরণ পরশে মিটেছে লক্ষ বাসনা।
মা-হারা এ ঘরে মায়ের পরশ তোমারি পরশে পেয়েছি,
যা গেছে, সকলি ভুলে গিয়ে আজ তোমারেই ভালবেসেছি
তোমারি আলোতে ঘুচেছে আঁধার,
গেছে না থাকার শত হাহাকার,
শতদল হ'য়ে উঠেছে ফুটিয়া দুঃসহ যত বেদনা।

লক্ষ্মী। যাও মাণিক, খেলা করগে। ( মাণিকের প্রস্থান ) বাবা! গরীবের ঘরে কি সুখের সংসার পেতেছি আমি, তুমি যদি একবার দেখ্‌তে !

সুকণ্ঠের প্রবেশ ;

সুকণ্ঠ। রাজকুমারি !

লক্ষ্মী। ও সম্বোধন কেন যুবরাজ ? ও পরিচয় তো আম মুছে ফেলেছি ! আমি চাষীর ঘরের বউ, এই আমার একমাত্র পরিচয়।

সুকণ্ঠ। আজ আমি চ'লে যাচ্ছি লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী। গরীবের ঘরে সেবাশুশ্রূষার অনেক ত্রুটি হয়েছে। সেজন্য ক্ষমা করবেন যুবরাজ।

সুকণ্ঠ। একথা ব'লে আমায় অপরাধী ক'রো না লক্ষ্মি। তোমাদের দয়ায় আমি প্রাণ ফিরে পেয়েছি। তোমাদের প্রাণঢালা সেবা আমি কখনো ভুলবো না। বল, কি প্রতিদান আমি দিতে পারি ?

লক্ষ্মী। প্রতিদান ? না যুবরাজ, কোন প্রয়োজন নেই ; প্রতিদানের আশায় আমরা আপনার সেবা করিনি।

সুকণ্ঠ। তা জানি ; তবু এ আমার কর্ত্তব্য। আমি তোমাদের কুটীর সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবো।

লক্ষ্মী। না—না কুমার, আমার শ্বশুরের ভিটের চিরদিন এমনি পাতার কুটীরই যেন থাকে, এই পর্ণকুটীরই আমার বৈকুণ্ঠ।

সুকণ্ঠ। না রাজকুমারী, এ দীন-দরিদ্রের ঘরে তোমাকে মোটেই মানায় না।

লক্ষ্মী। ( হাসিয়া ) কি করবো বলুন ? অদৃষ্ট যা জুটিয়ে দিয়েছে, তাই মেনে নিতে হবে।

সুকণ্ঠ। অদৃষ্ট নয় লক্ষ্মী, এ মানুষের হাতে গড়া।

লক্ষ্মী। তাতেই বা আপনার এত দুঃখ কেন ?

সুকণ্ঠ। কারণ আছে লক্ষ্মি ! আমরা যখন বালক-বালিকা, তখনই তোমার পিতা আর আমার পিতা আমাদের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুতি ছিলেন। হ'লো না শুধু আমার জন্য। আমি বুঝতে পারি নি যে, তুমি

এত সুন্দর। আজ তোমাকে দেখে মনে হ'চ্ছে, তোমাকে পেলে আমার জীবন কৃতার্থ হ'য়ে যেতো!

লক্ষ্মী। একথা এখন বলে লাভ?

সুকণ্ঠ। লাভালাভ বুঝি না লক্ষ্মি! আমি জানি, এ অবস্থায় তুমি নিশ্চয়ই সুখী নও।

লক্ষ্মী। যদি নাই-হই, তাতেই বা আপনার কি করবার আছে?

সুকণ্ঠ। যে ভুল আমি করেছি, নিজের উপর—তোমার উপর যে নিদারুণ অবিচার করেছি, আজ আমি তা সংশোধন কর্‌তে চাই

লক্ষ্মী। কেমন ক'রে কুমার? অর্থ দিয়ে? আমার পাতার ঘর সোণায় মুড়ে দিয়ে? কুমার! সুখ বাইরে নয়, সুখ মনে।

সুকণ্ঠ। সে সুখ কি তুমি পেয়েছ লক্ষ্মি?

লক্ষ্মী। পেয়েছি,—একফোঁটা নয় অনন্ত—অফুরন্ত।

সুকণ্ঠ। আমায় কি শিশু পেয়েছ লক্ষ্মি? রাজকুমারী তুমি, একটা চাষার গলায় বরমাল্য দিয়েছ—

লক্ষ্মী। চাষা হ'লেও তিনি মানুষ। শুধু এই একটা জন্ম নয় কুমার, আমি যেন জন্ম জন্ম এই চাষার গলায়ই বরমাল্য দিই। ধনবান পশুর চেয়ে এই দীন-দরিদ্র মানুষের ঘর করা অনেক সুখের।

সুকণ্ঠ। রাজকুমারি!

লক্ষ্মী। কি বু'ঝিবে তুমি ধনগর্ব্বী রাজকুমার, কত ঐশ্বর্য্য আমার এই পাতার ঘরে? কোথায় আছে সুখের প্রাসাদ? রাজকুমারী আমি, কত রাজা দেখেছি—কত রাজপুত্র আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি গেছে, সবাই এক ছাচে ঢালা, সবাই চেনে শুধু অর্থ—আর রূপ। মানুষ দেখেছি শুধু এইখানে। আমি সিংহাসনকে বিবাহ করিনি, বিবাহ করেছি মানুষকে।

সুকণ্ঠ। কিন্তু আমি তোমাকে—

লক্ষ্মী। আমাকে কিছুই দিতে হবে না যুবরাজ! আমার কোন অভাব নেই।

সুকণ্ঠ। কিন্তু—

লক্ষ্মী। কিন্তু প্রতিদান দিলেই যদি আপনার শান্তি হয়, আমার একটা অনুরোধ—নিজের জন্য নয়, আমার এই দুঃখী প্রতিবেশীদের জন্য। আপনার ঘরে অনেক চাল আছে, তার দশভাগের একভাগ ওদের দান করুন ; এরা খেয়ে বাঁচুক।

সুকণ্ঠ। ওরা মরুক! আমি করবো ওদের সাহায্য? ওরা আমার মাথায় লাঠি চালিয়েছে—

লক্ষ্মী। আপনিও তো ওদের কম ক্ষতি করেন নি।

সুকণ্ঠ। আমি যুবরাজ, আর ওরা—

জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। চাষা! তাই বুঝি ওদের প্রাণ প্রাণ নয়? ওরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শস্য উৎপাদন করবে, আর আপনি অনুগ্রহ ক'রে তাই মাড়িয়ে যাবেন? ওরা না খেয়ে শুকিয়ে মরবে, আর আপনি ওদেরই উৎপন্ন শস্য কেড়ে নিয়ে যাবেন? রাজার সঙ্গে প্রজার এই কি সম্পর্ক কুমার?

সুকণ্ঠ। আমি তোমার উপদেশ চাইনি।

জনার্দ্দন। ( জিভ কাটিয়া ) আপনাকে উপদেশ দেবো, এমন বিদ্যে আমার কি আছে যুবরাজ? তবে—

সুকণ্ঠ। 'তবে'র কথা থাক্। তোমরা আমার প্রাণরক্ষা করেছ, প্রতিদানে আমি তোমাদের কি উপকার করতে পারি, বল।

জনার্দ্দন। আমাদের উপকার? কই, আমাদের তো কোন অভাব দেখ্‌ছি না। স্বয়ং লক্ষ্মী যার ঘরে, তার আর অভাব কি? তবে একটা জিনিষ চাইবার ছিল। যদি দয়া হয়, আমার এই দুঃখী ভাইদের জন্য আপনার—

সুকণ্ঠ। হবে না। এরা আমার মাথায় লাঠি চালিয়েছে, আমি এদের সর্ব্বস্বান্ত করবো।

লক্ষ্মী। দুর্ভিক্ষই এদের সর্ব্বস্বান্ত করেছে, আপনার আর কিছু করতে হবে না।

সুকণ্ঠ। তুমি জান, কারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল?

জনার্দ্দন। জানি।

সুকণ্ঠ। বল তাদের নাম।

জনার্দ্দন। বলবো না।

সুকণ্ঠ। বলবে না?

জনার্দ্দন। না।

সুকণ্ঠ। জনার্দ্দন!

জনার্দ্দন। রাগ করলে কি করবো যুবরাজ? আপনি মনিব, কিন্তু তারা আমার ভাই। আমি ম'রে গেলে ওরাই আমায় পোড়াবে, আপনি এক টুক্‌রা কাঠ দিয়েও সাহায্য করতে আসবেন না। আরামে ব্যারামে ওরাই আমার চিরদিনের সাথী; বাঁচতে যদি হয়, ওদের নিয়েই বাঁচবো। ওরা মরণ যন্ত্রণায় চীৎকার করবে, আর আমি আপনার দেওয়া রাজভোগ দু'হাত পুরে খাব, এমন দুর্ম্মতি যেন কখনো না হয়।

সুকণ্ঠ। তা'হ'লে বুঝবো, তুমিও রাজদ্রোহী।

লক্ষ্মী। আপনার বুদ্ধি খুবই প্রখর।

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। আপনাকে সেবা করেছি ব'লেই নাম ধরবার অধিকার দিই নি।

সুকণ্ঠ। চাষার বৌয়ের এত মান!

লক্ষ্মী। কি বুঝবে তুমি পশু—নারীর মর্য্যাদা।

সুকণ্ঠ। কি?

লক্ষ্মী। বেরিয়ে যাও!

জনার্দ্দন। লক্ষ্মি, এ আমাদের অতিথি।

লক্ষ্মী। অতিথি ব'লেই ক্ষমা করেছি। নইলে—যে মুহূর্ত্তে ও তোমাকে রক্তচক্ষু দেখিয়েছে, সে মুহূর্ত্তেই ওর মাথাটা তোমার পায়ে লুটিয়ে দিতুম! যাও, বেরিয়ে যাও। খবরদার, আর কখনো আমার কুটিরের ছায়া মাড়িও না।

জনার্দ্দন। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! কি ক'চ্ছ তুমি?

লক্ষ্মী। বের ক'রে দাও, আমি গোবর-ছড়া দেবো।

জনার্দ্দন। লক্ষ্মি

সুকণ্ঠ। থাক, আমি যাচ্ছি। [ প্রস্থান।

জনার্দ্দন। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। ভয় কি? রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

জনার্দ্দন। সে কথা নয়। চাষা ব'লে সবাই আমায় ঘৃণা করে। তুমি—তুমি ঘৃণা কর না?

লক্ষ্মী। ঘৃণা করবো তোমায়? তবে পূজা করবো কাকে?

( পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল )

গীতকণ্ঠে শাসনের প্রবেশ

শাসন। গীত।

স্বর্গ তোদের নামলো ঘরে, বাজা মাদল বাজা।
একা তোরা করিস নে ভোগ, জগৎটারে সাজা
আছে যারা পায়ের নীচে, টেনে নে তায় তোদের পিছে,
তুলে নে তায়, খেটে খেটে ভাঙ্গলো যাদের মাজা।
কার কপালে দারুণ বিধি
কেড়ে নিল পুত্রনিধি,
স্নেহের সুধা পিয়ে তারে ক'রে নে ভাই তাজা। [ প্রস্থান।

জনার্দ্দন। ভগবান্! অমূল্য রত্ন দিয়েছ যদি, কেড়ে নিও না।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

বাণীর প্রবেশ

বাণী। আজও তো এলো না। মন বড় কু গাইছে। কি তুচ্ছ এই নারীর জীবন! ভগবান! নারীকে কি শুধু দুঃখ সইতেই সৃষ্টি করেছ? পুরুষের কাছে কি তার কোন প্রাপ্য নেই?

গীতকণ্ঠে সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ। গীত।

শুধু লাথি ঝাঁটা আর গঞ্জনা,
যতই তুমি কর পূজা, পাওনা শুধু বঞ্চনা।
যে মুখে তুই নিবি তার চরণের কাঁটা,
সে মুখেই সে ভাল হ'য়ে মারবে মুড়ো ঝাঁটা,
পায়ের তলায় থাক্‌বি যত,
লাথি তোরে মারবে তত,
ফোঁস ক'রে দেখ ছোবল মেরে, দূরে হবে তোর লাঞ্ছনা।

[প্রস্থান।

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। বৌমা! কি হ'লো, বল দেখি? সুকণ্ঠ তো আজও এলো না!

বাণী। তাই তো!

মন্দাকিনী। তুমি তো 'তাইতো' ব'লে নিশ্চিন্ত হ'লে, কিন্তু আমি কি করি বল তো?

বাণী। সময় হ'লেই আসবেন। ভাবনার কি আছে মা?

মন্দাকিনী। না, তোমার আর ভাবনা কি? ভাবনাই যদি তোমার থাকবে, তাহ'লে কি আমার ছেলে এমন হ'তে পারে?

বাণী। আমি আর ক'দিন এসেছি মা? তার আগেও তো উনি খুব ভাল ছিলেন না।

মন্দাকিনী। ভাল ছিল না ব'লেই তোমার মত মেয়েকে ঘরে এনেছিলুম। ভেবেছিলাম, রূপ দেখে ভুলে যাবে। তুমি আমার সে আশায় ছাই দিয়েছ।

বাণী। বৃথাই আমার দোষ দিচ্ছ মা! আমি কোন অপরাধ করি নি।

মন্দাকিনী। আমায় কি অন্ধ পেয়েছ বাণি? তুমি যদি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে—

বাণী। বেসেছিলাম। তুমি মা, তোমাকে আর কি বলবো? বুকভরা ভালবাসা নিয়েই আমি এসেছিলাম; ঘৃণার তাত লেগে সে ভালবাসা শুকিয়ে গেছে। আমি দিয়েছি পূজা—পেয়েছি পদাঘাত; দিয়েছি প্রিয় সম্ভাষণ—পেয়েছি ঘৃণার নিষ্ঠীবন। দেখ্‌তে চাও তো দেখাতে পারি, আমার পিঠে তোমার ছেলের কত প্রহার জমা হ'য়ে আছে।

মন্দাকিনী! তবু পতি পরম গুরু।

বাণী। কথাটি যে বলেছিল, সে পুরুষ,—মেয়েমানুষ নয়; আমার মত অহরহঃ গুরুর পদাঘাত তাকে সইতে হয় নি, তবু এও আমি সয়েছি; কিন্তু মা, স্বামীকে পরনারী নিয়ে ব্যভিচার কর্‌তে দেখলে কেউ সইতে পারে না।

মন্দাকিনী। এসব তোমাকে কে বললে?

বাণী। আমার মনের দুটো চোখ আছে।

মন্দাকিনী। তুমি অন্ধ।

বাণী। আমি নই, তুমি।

মন্দাকিনী। তাহ'লেও এ তোমারই দোষ।

বাণী। কিসে ?

মন্দাকিনী। তোমার লজ্জা করে না ? এতরূপ দিয়েও স্বামীকে যে বাঁধতে পারলে না, তার মরাই মঙ্গল। কত রাজার মেয়ে আমার ছেলের পায়ে গড়াগড়ি গেছে, তবু একটা চাষার মেয়ে ঘরে এনেছিলাম কেন ?

বাণী। রূপের জন্য না ? তখন যদি একথা বলতে, তাহ'লে একটা নারীর জীবন এমন ক'রে ব্যর্থ হ'তো না।

মন্দাকিনী। ব্যর্থ! তোমার সাতজন্মের তপস্যা ছিল, তুমি রাজার ঘরে স্থান পেয়েছ।

বাণী। এমন তপস্যা আর করবো না, এমন জীবন শত্রুর জন্যও আমি কামনা করি না। মনে মনে কি ভেবেছিলাম, জান মা ? ভেবেছিলাম—এ বুঝি পৃথিবীর স্বপ্ন, ভেবেছিলাম—রাজবংশধর—না জানি সে কি ! হাসিতে—তার মুক্তো ঝরে, কান্নায়—মাণিক ঠিকরে পড়ে। এখন দেখছি, পৃথিবীতে নরক যদি কোথাও থাকে তো এইখানে ; আর এই রাজবংশধর—এর চেয়ে সহস্রগুণে ভাল অভদ্র অশিক্ষিত চাষার ছেলে।

মন্দাকিনী। কি বললি হতভাগি, আমার ঘর নরক ?

বাণী। নরক আর কাকে বলে মা ? হাজার হাজার মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে এনে পাহাড় জমিয়ে রেখেছে, ফটকের বাইরে কত মানুষ অন্নাভাবে মরছে, তবু নির্ম্মম লোহার ফটক খুলছে না। বাইরে বুভুক্ষুর দল মরণ-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করে, ভেতরের মানুষগুলো হেসে গড়াগড়ি যায়, তারা অন্নের জন্য মুখব্যাদন করেছে, আর তোমরা দিয়েছ নিষ্ঠীবন। একি নরকের ছবি নয় ?

মন্দাকিনী। তুমি রাণী হ'লে বোধ হয় চালগুলো বিলিয়ে দিতে ?

বাণী। এক মুহূর্ত্তে।

মন্দাকিনী। বিনামূল্যে নিশ্চয়ই ?

বাণী। মূল্য তাদের আশীর্ব্বাদ।

মন্দাকিনী। বেরিয়ে যা অলক্ষ্মি, আমি ছেলের আবার বিয়ে দেবো।

বাণী। একটা কেন ? দশটা বিয়ে দাও। পরের ফুল চুরি না করে নিজের ঘরে বাগান সাজিয়ে রাখা অনেক ভাল।

মন্দাকিনী। এ যে কেউটে সাপ দেখছি।

কর্দ্দমের প্রবেশ।

কর্দ্দম। রাণি মা ও রাণি-মা,—

মন্দাকিনী। কি হয়েছে ?

কর্দ্দম। সর্ব্বনাশ হয়েছে রাণি-মা! যুবরাজকে একেবারে—

মন্দাকিনী। তার অর্থ ?

কর্দ্দম। অর্থ আবার কি ? একেবারে অনর্থ। একে তো চাল দেয় নি, প্রজারা রয়েছে ক্ষেপে, তার উপর নদীর বাঁধ কেটে দিয়ে তাদের জমির ধান তলিয়ে দিয়েছে, সেই রাগে একেবারে—

মন্দাকিনী। কি ? কি করেছে ?

কর্দ্দম। একেবারে মাথায়!

মন্দাকিনী। মাথায় লাঠি মেরেছে ?

কর্দ্দম। লাঠিও কি সোজা লাঠি ? একেবারে পাকা বাঁশের লাঠি আমায় একটা মেরেছিল, আমি ঠ্যাং দিয়ে রুখেছি!

বাণী। তারপর ?

কর্দ্দম। তারপর একেবারে—

বাণী। তুমি বলছো কি কর্দ্দম? যুবরাজ তাহ'লে—

মন্দাকিনী। কথা বলছিস না কেন ? খুলে বল—

কর্দ্দম। ঐ যে বললুম, একেবারে।

মন্দাকিনী। বৌমা!—

বাণী। স্থির হও মা! আমার মন কিছুতেই এ কথায় সায় দিচ্ছে না।

মন্দাকিনী। দিচ্ছে না? তবে—

বাণী। ভয় কি মা? ভগবানকে ডাক।

কর্দ্দম। ভগবান্ ঘোড়ার ডিম করবে। ওঃ—সে কি রক্ত! একেবারে—

বাণী। যাও—যাও, তুমি যাও।

কর্দ্দম। যাবো কি বৌরাণি? একি কম দুঃখের কথা? আমাদের এমন যুবরাজ, যার দয়ায় ঘরে বৌঝি থাকতো না—

বাণী। চুপ কর।

কর্দ্দম। চুপ করবার কি উপায় আছে বৌরাণি? দুঃখে আমার দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। হায়—হায় রে, এমন খাসা যুবরাজ,—দুদিন পরে রাজা হ'য়ে রাজ্যিশুদ্ধু মেয়েমানুষকে রাণী ক'রে দিত, সুন্দরী বিধবা-গুলোর আর কোন দুঃখ থাকতো না।

বাণী। বেরিয়ে যাও।

কর্দ্দম। যাচ্ছি বৌরাণি। দুঃখে গলা বুজে আসছে। এক নিঃশ্বাসে সবটা ব'লে নিই।

মন্দাকিনী। ছাড় বৌমা, আমি যাবো।

বাণী। না মা, তুমি কোথায় যাবে? যেতে হয়, আমি যাবো। কিন্তু—

কর্দ্দম। এর মধ্যে আর কিন্তু নেই, এ একেবারে; যত বলি "থাম—থাম", ততই মারে।

মন্দাকিনী। আমায় ছাড় বৌমা, ছাড়।

বাণী। চল মা, ঘরে চল।

কর্দ্দম। আহা রাণি-মা, সে যদি তুমি দেখতে—

রাণী। কর্দ্দম!

কর্দ্দম। লাঠি না খেয়ে একেবারে অষ্টমী পূজোর পাঁঠার মত ছট্‌ফট্ করতে লাগলো গো—হায়-হায়-হায়—!

বাণী। তোমার কি মনুষ্যত্ব নেই?

কর্দ্দম। ছিল,—মনের দুঃখে খেয়ে ফেলেছি।

মন্দাকিনী। বল কর্দ্দম, বল, আমি চরম কথাটাই শুনবো।

কর্দ্দম। শোনবার আর আছে কি? যুবরাজ একেবারে—

মন্দাকিনী। একেবারে কি?

কর্দ্দম। যমালয়ে।

সুকণ্ঠের প্রবেশ

সুকণ্ঠ। ( কর্দ্দমকে চপেটাঘাত করিলেন )

কর্দ্দম। আঁ্যা!

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ, সত্যই তুই এলি বাবা?

কর্দ্দম। তা কি ক'রে হবে? আমি স্পষ্ট দেখলুম,—

মন্দাকিনী। মিথ্যাবাদি। ( চপেটাঘাত )

কর্দ্দম। ( বাণীকে লক্ষ্য করিয়া ) আপনিও একটা মারুন। গালের তো আর দাম নেই, যার যা খুসী, করলেই হ'লো।

সুকণ্ঠ। বেরিয়ে যাও।

কর্দ্দম। থামুন মশায়, অত তম্বী ভাল লাগে না—হ্যাঁ। একে তো ম'রে উঠে এসে আমায় অপমান করলেন, তার উপর জোড়া চড়। বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে একেবারে—

সুকণ্ঠ। কি?

কর্দ্দম। হাটে হাঁড়ি— [ দ্রুত প্রস্থান।

বাণী। প্রজারা নাকি তোমার মাথায় লাঠি মেরেছিল ?

মন্দাকিনী। চাষাদের এত বড় স্পর্দ্ধা ?

বাণী। স্পর্দ্ধা হয়তো ওঁরই বেশী মা।

সুকণ্ঠ। কিসে ? আমার ময়ূরপঙ্খী নদীতে নামবার জন্যে নদীর বাঁধ কেটে দিয়েছি।

বাণী। একটা বছর ময়ূরপঙ্খী না চড়লেও ক্ষতি হ'তো না। কিন্তু নদীর বাঁধ কেটে দেওয়ায় উজান-গাঁয়ের হাজার হাজার লোক মারা যাবে।

মন্দাকিনী। সেজন্যে তারা রাজার কাছে অভিযোগ করতে পারতো।

বাণী। অভিযোগ বহুবার করেছে, সেদিন চালের জন্যে কত অভিযোগ ক'রে গেছে, কোন ফল হয়নি।

মন্দাকিনী। তাই যুবরাজের মাথায় লাঠি চালাবে ?

বাণী। তোমার মুখের গ্রাস যদি কেউ কেড়ে নেয়, তুমি কি তাকে ক্ষমা করতে পার ? মা, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা ! এক বছর তারা খায় নি। এবার ভগবান্ মুখ তুলে চেয়েছিলেন। মুখের কাছে ভাতের গ্রাস তুলেছে তারা, কেড়ে নিলে ক্ষিপ্ত হবে না ?

মন্দাকিনী। তুমিই বা নদীর বাঁধ কাটতে গেলে কেন ?

সুকণ্ঠ। তাতে তাদের যা ক্ষতি হ'য়ে থাকে, তার দশগুণ আমি পূরণ করতুম। তা ব'লে আমায় হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করবে ?

মন্দাকিনী। হত্যা !

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ ! আমি তো মরেই ছিলাম ; এক চাষী পরিবার আমায় বাঁচিয়ে তুলেছে। কোথায় তুমি তাদের শাস্তি দেবে, না আমায় দোষারোপ কচ্ছ ? যাক, সবাই যখন আমার পর, তখন আর আমি এ সংসারেই থাকবো না। ( প্রস্থানোদ্যোগ )।

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ ! সুকণ্ঠ !

বাণী। যেতে দাও না মা !

মন্দাকিনী। তুই মর্ অলক্ষ্মী কোথাকার! শোন্ বাবা, শোন।

সুকণ্ঠ। আমি শুনবো না! আগে বল, তাদের শাস্তি দেবে কিনা?

মন্দাকিনী। শাস্তি! তা হ্যাঁ—দিতে হবে বই কি? যুবরাজকে হত্যা করতে হাত বাড়িয়েছে, শাস্তি হবে না?

বাণী। না, তারা কোন অপরাধ করে নি। বিচার যদি কর্তে হয়, তোমার ছেলের কর।

সুকণ্ঠ। চাষার মেয়ে তুমি বিচারের কি বুঝবে?

বাণী। বিচার-বুদ্ধি ভগবান্ শুধু রাজার ঘরেই ঢেলে দেন নি, চাষার ঘরেও দিয়েছেন। চাষার মেয়েকে এতই যদি ঘৃণা, কেন গিয়েছিলে তাকে বিবাহ করতে? আমার দাদু তো তোমার কাছে ভিক্ষে কর্তে আসেন নি, তুমিই গিয়েছিলে তাঁর পায়ে ধরতে।

সুকণ্ঠ। শুনছো মা?

মন্দাকিনী। তোমার স্পর্দ্ধা আকাশে উঠেছে বৌমা!

বাণী। সেজন্য তোমারই দায়ী।

সুকণ্ঠ। মা, এই অলক্ষ্মীটাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও।

মন্দাকিনী। তা হয় না বাবা! আমার বউকে আমি যেখানে সেখানে পাঠাতে পারবো না। যাও, যারা তোমার ষড়যন্ত্র করেছে, তাদের ধরে আনতে লোক পাঠিয়ে দাও। মহারাজ তীর্থ থেকে ফিরে এসে বিচার করবেন। [ প্রস্থান।

বাণী। দেখ, যারা তোমায় লাঠি মেরেছে, তাদের তো বিচার কর্বে! যারা তোমায় রক্ষা করেছে তাদের কি পুরস্কার দিয়েছ?

সুকণ্ঠ। সে কথায় তোমার দরকার কি?

বাণী। দরকার আছে। আমি তাদের পুরস্কার পাঠিয়ে দোবো।

সুকণ্ঠ। ওসব কথা বলো না বলছি। আমার ভয় হয়, আমি হয়তো তোমায় ভালবেসে ফেলবো।

বাণী। অমন মহাপাপ করো না। ছিঃ—স্ত্রীকে কি ভালবাসতে আছে। তাকে মারতে হয় চাবুক, তাকে দিতে হয় ঘৃণার নিষ্ঠীবন।

সুকণ্ঠ। তোমার মুখে যদি একটু মধু থাকে।

বাণী। ছিল, মুখেও ছিল, বুকেও ছিল, স্বামি! তুমি আমার জাতটাই দেখলে, মনটা দেখলে না। মনটা সত্যই চাষার নয়। এক-দিন এই মনের ফাঁদে তোমায় বাঁধা পড়তেই হবে; নইলে বৃথায় করেছি আশৈশব শিবপূজা।

সুকণ্ঠ। তোমার চোখ ছল ছল ক'চ্ছে যে? তুমি কাঁদছো বাণি? মোছ বলছি; মোছ চোখের জল। ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা? স্বামী হ'লেও আমি ক্ষত্রিয় রাজকুমার।

বাণী। বল, কে আমাদের সেই বান্ধব?

সুকণ্ঠ। তার নাম জনার্দ্দন।

বাণী। জনার্দ্দন!

সুকণ্ঠ। আজ্ঞে। আর কিছু বলবে?

বাণী। না। দেখি তোমার মাথাটা,—একটু হাত বুলিয়ে দিই।

( হাত বুলাইতে লাগিল )

সুকণ্ঠ। তোমার স্পর্শ কি শীতল বাণি!····দূর হ, দূর হ, কেবল ফাঁদে ফেলবার মৎলব। চাষার মেয়ের আকাশস্পর্শী কল্পনা!

[ প্রস্থান।

বাণী। ( আঁচলে চোখ মুছিয়া ) হে শিব, হে বিশ্বনাথ, আশৈশব তোমার পূজো করেছি। বর কি দেবে না? ওগো আশুতোষ, সবার কাছে তুমি শিবসুন্দর, আমার বরাতেই কি শুধু মহাকাল সেজেছ?

[ প্রস্থান।

বল্লভের প্রবেশ

বল্লভ। এত বড় বাড়ী! ও বাবা, এ যে ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিলে

রাণীদের মহলে কোন্‌দিক দিয়ে যেতে হয়, তাও তো জানি নে। ডাক্‌বো নাকি? হ্যাদে, ও বাণি! বাণি! দূর, কোন স্থমুন্দিই কথা কয় না। হ্যাদে, ও বাণি!—

কর্দ্দমের প্রবেশ

কর্দ্দম। কে হে তুমি? কি চাও?

বল্লভ। হেঃ-হেঃ। দেখ, এই বাণীকে একবার—

কর্দ্দম। কে বাণী?

বল্লভ। আহা, ঐ যে আমার নাতনী গো! চেন না? বাণীস্থন্দরী দাস্যা—হেঃ-হেঃ। তা এখন তোমাদের ঘরের বউ; এখন আবার কি বলে ডাকে তা তো আর জানিনে। রাজরাজড়ার কাণ্ড। যাকে আমরা বলি 'ফুলি'—তাকেই ওরা বলবে, ধর ধর না ফুলকুমারীই, বুঝলে না কথাটা?

কর্দ্দম। তুমি বুঝি যুবরাজের দাদাশ্বশুর?

বল্লভ। চুপ—চুপ, ওসব কি এখানে বলতে আছে? রাজার ঘরের বউ, মান কত! আর আমি হ'চ্ছি গিয়ে চাষাভূষো।

কর্দ্দম। তা ব'লে পরিচয় দেবে না?

বল্লভ। কি দরকার। মেয়েটাকে ধর পাঁচজনে টিটকিরি দেবে।

কর্দ্দম। তবে এলে কেন?

বল্লভ। মনটা বোঝে না; অনেকদিন দেখি নি কিনা। আমার ঘরে ফ্যানভাত খেয়ে থাকতো, এখন কত রাজভোগ খাচ্ছে। কত সোণা দানা গায়ে উঠেছে। দিদিকে আমার মা তুগগার মত দেখাচ্ছে, নয়?

কর্দ্দম। একেবারে।

বল্লভ। ওর ঠাকুমাও আসতে চেয়েছিল। কত কষ্টে তাকে ঐ হোথা গাছের তলায় বসিয়ে রেখে এসেছি।

কর্দ্দম। তা বেশ করেছ। যাও, ভেতরে যাও, ভয় কি ?

বল্লভ। ভয় নয়, তবে কি জান, মেয়েটার কথা ভেবে, যাক্ দরকার কি ? এখান থেকেই একটু দেখে, এই জিনিষ কটা দিয়ে চ'লে যাবো।

কর্দ্দম। কি জিনিষ এনেছ ?

বল্লভ। দেখ্‌বে ? এই গোটাকতক চিড়ের মোয়া, আর নারকেলের নাড়ু। বড্ড ভালবাসতো ; রাজার ঘরে তো এ সব ছোট জিনিষ হয় না। চুপি চুপি খাইয়ে যেতুম। আর এই একখানা ডুরে শাড়ী। একবার পূজোয় বড্ড বায়না ধরেছিল। তা আর হ'য়ে ওঠে নি। মাসে দু-আনা ক'রে জমিয়ে তবে এই শাড়ীখানা কিনেছি। দেখ্‌লে লাফিয়ে উঠ্‌বে এখন। তা ব'লে আগে দেখাচ্ছি নে, কি বল ?

কর্দ্দম। একেবারে।

বল্লভ। আচ্ছা, মেয়েটা খুব সুন্দরী হয়েছে—না ?

কর্দ্দম। সুন্দরী ব'লে সুন্দরী। একেবারে কাঁচাসোণা, ঐ দেখেই যুবরাজ বিয়ে করলে। আমার তো সময় সময় ভূতোর মা ব'লে ভুল হ'য়ে যায়।

বল্লভ। তাহ'লে খুব সুখে আছে বল ?

কর্দ্দম। ভয়ানক—ভয়ানক, সুখের দাগ গায়ে মুখে লেগে আছে, দেখলেই বুঝতে পারবে—একেবারে।

বল্লভ। হেঃ-হেঃ-হে ! তুমি একটিবার ডেকে দাও যদি—

কর্দ্দম। আচ্ছা, দাঁড়াও।

[ প্রস্থান।

বল্লভ। শাড়ীখানা লুকিয়ে রাখি, আগে দেখাবো না।

বাণীর প্রবেশ

বাণী। দাদু।

বল্লভ। অ্যাঁ, দিদি এসেছিস্? আয়—আয় দিদি, আয়! কত কাল তোকে দেখি নি, কতদিন তোর মিষ্টি কথা শুনি নি। আহা বেচে থাক্, তুই পাকা চুলে সিঁদূর পর্। মুখখানা যে ভাল দেখ্তে পাচ্ছি নে ভাই! একটা আলো নিয়ে আসে না কেউ। ভাল ক'রে মুখখানা দেখ্তাম। (বাণীর মুখখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিল।) আঃ—বুড়ী যদি একবার দেখ্তো!

বাণী। কোথায় সে? কেমন আছে সে দাহু?

বল্লভ। থাম্—থাম্—সব বলবো; আগে তুই এই মোয়া হুটো খা দিকি, খা! (বাণী সাগ্রহে নাড়ু খাইতে লাগিল।) তার পর আরও আছে। এই দেখ্, কেমন ডুরেল শাড়ী।

বাণী। দাহু!

বল্লভ। হ্যাঁরে, তোকে এত রোগা দেখাচ্ছে কেন? রাজভোগ খেলে কি রোগা হয়?

বাণী। ঠাকুরমাকে আনলে না কেন?

বল্লভ। না এসে কি ছেড়েছে? ফটকের বাইরে গাছতলায় বসিয়ে রেখে এসেছি।

বাণী। কেন? তাকে নিয়ে এসো। আমার ঘরে চল। ওরে—ওরে, তোরা কে আছিস—

বল্লভ। থাক্—থাক্—ও আর একদিন তোর ঘরে যাবো, আজ থাক!

বাণী। কেন? হ'লোই বা রাজবাড়ী, তা ব'লে আমার আত্মীয় আমার ঘরে আসবে না?

বল্লভ। সে জন্যে নয় দিদি, সে জন্যে নয়। আসবো বই কি! আজ থাক্। আচ্ছা, তুই শাড়ীখানা ধর দেখি, আমি যাই।

বাণী। চল, আমি দাদীর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

বল্লভ। তুই যাবি? না-না, সে যে ফটকের বাইরে! এই রাত্রিকালে—

বাণী। তা ব'লে আমি দাদীকে দেখ্‌বো না? সে যদি না আসে, আমাকেই যেতে হবে। চল।

বল্লভ। কাজটা কি ভাল হবে দিদি?

বাণী। ভালমন্দ বুঝি না। দাদী এসেছে; হয় তাকে নিয়ে এসো, না হয় আমি যাবো।

বল্লভ। আরে দূর ছুঁড়ি, তুই রাজবাড়ীর বউ, না—না, সে হবে না, তোকে আমি রাস্তায় নিয়ে যেতে পারবো না।

বাণী। বেশ, তবে যাও, তোমার সঙ্গে আঁড়ি (মুখ ফিরাইল।)

বল্লভ। না—না, মুখ ফেরাস নে, ওটা আমার সয় না! ও দিদি, —ঠিক তেমনই আছে, কিছু বদলায় নি। তা—দূরও বেশী নয়। আচ্ছা, তবে চল।

বাণী। (হাটিয়া) চল।

বল্লভ। হ্যাঁ বাণি, তোর হাসিটা এমন শুক্‌নো কেন? ও হাসি না কান্না? এই দেখ্‌—একটা কথা—কিছু লজ্জাটজ্জা করিস নি। এই মানে, নাতজামাই তোকে ভালটাল বাসে তো?

বাণী। হ্যাঁ। চল।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

জনার্দ্দনের বাটীর সম্মুখ

(নেপথ্যে) বহুকণ্ঠের আর্ত্তনাদ—"আগুন—আগুন।"

ভূষণের প্রবেশ

ভূষণ। ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও অগ্নিদেব। দশ হাজার মানুষের জঠরে তুমি এক বছর জ্বলেছ, দলে দলে তারা ছাই হ'য়ে গেছে। ওগো ধ্বংসের

দেবতা, এবার তুমি শীতল হও। ক্ষুধাতুর নিরন্ন অভাগাদের ঘরে কেন তোমার এ রুদ্রলীলা দেবতা ?

অঙ্কুরের প্রবেশ

অঙ্কুর। দেবতার কোন দোষ নাই ভূষণ! এ মানুষের কীর্ত্তি।

ভূষণ। মানুষের! আমরা অভাগার জাত, মধু সঞ্চয় ক'রে কখনও মধু পান করি নি, স্বপ্নেও কারও অমঙ্গল চিন্তা করি নি, আমাদের ঘরে আগুন দেবে—এমন শত্রু কে ?

অঙ্কুর। তোমাদের প্রাতঃস্মরণীয় যুবরাজ।

ভূষণ। যুবরাজ! তুমি দেখেছ ?

অঙ্কুর। চোখে দেখি না, মনে দেখেছি।

ভূষণ। তাই হবে, কুমার! এমনি ক'রেই সে আমাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে। কিন্তু এ কি অত্যাচার? দেনার দায়ে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে পাহাড় জমিয়ে রেখেছে; আমরা ক্ষুধার জ্বালায় ভিক্ষে চেয়েছি, আমাদের গায়ে থুৎকার দিয়েছে, নদীর বাঁধ কেটে আমাদের বছরের আশা ধুলিসাৎ করেছে। না খেয়ে পাতার ঘরে মুখ গুঁজে রয়েছি, তাও তাদের সইবে না? এর কি কোন বিচার নেই ?

অঙ্কুর। বিচার চাও ?

ভূষণ। হ্যাঁ, চাই।

অঙ্কুর। তবে নিয়ে এসো সেই নির্ম্মম ঘাতককে, তার সুখের বিবর থেকে। দাও তার চরম দণ্ড, ফেলে দাও তাকে ঐ অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে।

ভূষণ। কিন্তু—

অঙ্কুর। কিন্তু নয়। ডাক উজান-গাঁয়ের সমস্ত চাষীদের! আমি আগে আগে চলবো, তোমরা আসবে আমার পেছনে। দশ হাজার চাষী রাজবাড়ীর তোরণে দাঁড়িয়ে একটা হুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দাও,—

"মানুষ আমরা, নহি তো মেঘ।" লোহার ফটক কি ঝনঝন ক'রে ভেঙ্গে পড়বে না?

জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। না কুমার, শান্তিপ্রিয় চাষীদের মনে ক্রোধের আগুন জ্বালিও না। তারা রাজা; আমরা সহস্রবার তাদের পায়ে ধ'রে কাঁদতে পারি, কিন্তু তাদের আঘাত করতে পারি না।

অঙ্কুর। তোমার এই দুর্ব্বলতাই তার স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই দিনই তার ভবলীলা শেষ হ'য়ে যেতো, তুমিই তাকে মারতে দিলে না।

জনার্দ্দন। সেজন্য আমি একটুও অনুতপ্ত নই।

ভূষণ। তোমার তো অনুতপ্ত হবায় কথা নয়। তুমি উপকারী বন্ধু তোমার ঘর তো অক্ষতই র'য়ে গেছে!

জনার্দ্দন। সে আমার দুর্ভাগ্য ভূষণ! আমার ইচ্ছে হচ্ছে—নিজের হাতেই আমি ঘরখানা পুড়িয়ে দিই। কিন্তু আঘাতের বিনিময়ে আঘাত নিকৃষ্টের ধর্ম্ম। সে বড় বংশমর্য্যাদায়, আমরা বড় হবো স্বভাবের গুণে।

ভূষণ। তোমার কথা আমরা আর শুনবো না জনার্দ্দন-দা। তোমার কথায় অনেক সয়েছি, তবু আমাদের চালে খড় জোটে নি, তবু আমাদের ভাই-বোন না খেয়ে মরেছে। এবার আমরা প্রতিশোধ নেবো।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। অর্থাৎ যারা এখনো বেঁচে আছে, তাদের মরণের মুখে ঠেলে দেবে।

অঙ্কুর। একটা জাতি গঠন করতে হ'লে দু'দশটা মানুষ মর্ব্বেই তো।

লক্ষ্মী। জাতি গঠন করার মানে? হাতের লাঙ্গল কেড়ে নিয়ে কলম তুলে দেবেন? চাষীর জাতকে কেরাণীর জাতে তুলবেন?

অঙ্কুর। না। ভবিষ্যতে যাতে আর অত্যাচার না হয়, তার ব্যবস্থা করা।

লক্ষ্মী। তার জন্য অন্য উপায় আছে।

অঙ্কুর। কি ?

লক্ষ্মী। হাতে না মেরে ভাতে মারুন। সব চাষী মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে ওদের বর্জ্জন করুন ; ধনিকের কাছে এক কণা চালও যেন কেউ বিক্রী না করে, পারবেন ?

ভূষণ। অসম্ভব।

লক্ষ্মী। সম্ভব বুঝি শুধু হাতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ?

ভূষণ সে সব পরের কথা পরে। আপাততঃ এই অগ্নিকাণ্ডের প্রতিশোধ নেবো।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে—প্রতিশোধ নেবো, প্রতিশোধ—

ভূষণ। আয়—আয়, ছুটে আয় তোরা উজান-গাঁয়ের দশ হাজার চাষী-ভাই,—আমরা এ অন্যায়ের গলা টিপে ধরবো—আমরা জানিয়ে দেবো, "মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।"

জনার্দ্দন ও লক্ষ্মী। ভূষণ !

ভূষণ। চিরদিন অত্যাচার সয়েছি, সয়েছি ব'লেই আরও তারা আঘাত করেছে। আর সইবো না আঘাত, রইবো না পায়ের তলায়, বইবো না এ দুঃখের বোঝা। আয়—আয় তোরা দশহাজার চাষী-ভাই, সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে বল, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

গীতকণ্ঠে চাষীগণের প্রবেশ।

চাষীগণ। গীত।

জাগো, জাগো রে ভাই চাষি !
সুমুখ পানে চোখ মেলে চা, ছিঁড়ে ফেল তোর গলার ফাঁসী।
থাকিস নে আর পায়ের নীচে,
বহিস নে আর বোঝা পিছে,

আঘাত পেয়ে আঘাত দে তুই, দিস নে ফিরে মুখের হাসি।
মানুষরূপে ওরা ফানুস,
তোরাই মানুষ, তোরাই মানুষ,
ওদের তরে আছে নরক, তোরাই হবি স্বর্গবাসী।
বাধলে আর দিস নে ধরা,
থাকিস নে রে জ্যান্তে মরা,
তোদের শুধু মুখ ফেরালে ওরা ভোগবিলাসী।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

জাগলি যদি ঘুমুস নে আর সর্ব্বহারার দল।
যা গেছে তোর লাভে মূলে আনতে যে চাই বুকের বল।
বাঁচার মত বাঁচতে হবে, মরে বাঁচার লাভ কি ভাই?
পরের দয়ার বাঁচার চেয়ে হ'য়ে যা না ভস্ম ছাই;
রইলো ঘুমে যে অভাগা,
আঘাত দিয়ে তারে জাগা,
তবু যদি না জাগে, তায় পাঠিয়ে দে' যা রসাতল;
পাহাড় কেটে রাস্তা গ'ড়ে আপনি তোরা এগিয়ে চল।

[ প্রস্থান।

অঙ্কুর। চল, এই মুহূর্ত্তেই আমরা রাজধানীতে যাত্রা করবো।

ভূষণ। প্রতিশোধ। নেবো এ অত্যাচারের।

চাষীগণ। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।

জনার্দ্দন। ভাই সব, এতদিন স্নেহের বশে আমার কথাই তোমরা বেদবাক্য ব'লে মেনে এসেছ। তাতে দুঃখ পেয়েছ অনেক, কিন্তু ধর্ম্মের কাছে দায়ী হওনি। আজ আর একটিবার আমার কথা শোন ভাই।

ভূষণ। শুনবো না, কোন কথা শুনবো না। যে আমাদের বাধা দেবে, তারই মাথা উড়িয়ে দেবো।

লক্ষ্মী। তাতেও ক্ষতি নেই' তোমরা বিপথে যেয়ো না। তোমরা

নিরস্ত্র, দুর্ব্বল, রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, যে ক'জন আছ, তারাও মর্‌বে।

ভূষণ। তবু একবার চেষ্টা করবো।

চাষীগণ। প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ—

লক্ষ্মী। আমরাও চাই প্রতিশোধ—

জনার্দ্দন। কিন্তু রক্তপাত ক'রে নয়। এসো আমরা সব চাষী এক হই। যারা টাকার গদীর উপর ব'সে আমাদের করে ঘৃণা, আমাদেরই উৎপন্ন শস্য খেয়ে আমাদের করে নির্য্যাতন,—তাদের মুখে আমরা এক কণা আহার্য্যও তুলে দেবো না। দেখি, টাকা খেয়েই তারা বেঁচে থাকে কি না।

অঙ্কুর। চ'লে এসো।

লক্ষ্মী। ফিরে এসো।

ভূষণ। তোমাদের এই আগুনে পোড়া ঘরের দিকে চেয়ে শপথ কর,—প্রতিশোধ নেবো।

চাষীগণ। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।

লক্ষ্মী ও জনার্দ্দন ব্যতীত সকলের প্রস্থানোদ্যোগ।

সসৈন্যে সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। দাঁড়াও, তোমরা আমার বন্দী।

সকলে। বন্দী!

অঙ্কুর। তুমি কে?

সুদর্শন। পরিচয় নিষ্প্রোজন, আমি রাজদ্রোহের অপরাধে তোমাদের বন্দী করতে এসেছি।

লক্ষ্মী। রাজদ্রোহী কে?

সুদর্শন। এরা সব।

জনার্দ্দন। কিসে ?

সুদর্শন। যুবরাজকে হত্যার চক্রান্ত করেছিল।

অঙ্কুর। আর যুবরাজ কি করেছিলেন, তুমি জান ?

সুদর্শন। জানবার প্রয়োজন নেই, আমি আজ্ঞাবাহী ভৃত্য।

ভূষণ। ভৃত্যমশায় এই অগ্নিকাণ্ড কি তাহ'লে আপনারই রচনা ?

সুদর্শন। হ্যাঁ।

ভূষণ। তাহ'লে ঐ আগুনে তোমাকেই আমরা আহুতি দেবো।

চাষিগণ। মার্—মার্।

জনার্দ্দন। দাঁড়াও।

অঙ্কুর। ঐ সঙ্গে একেও আহুতি দাও।

লক্ষ্মী। শুধু ওকে নয়, আমাকেও দাও, তবু তোমরা বিপথে যেও না।

সুদর্শন। বন্দী কর।

সৈন্যগণ বন্দী করিতে অগ্রসর হইল

ভূষণ ও অঙ্কুর। খবরদার—

সুদর্শন। চালাও অসি।

অঙ্কুর। চালাও লাঠি।

উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ ; চাষিগণ বন্দী হইল

সুদর্শন। নিয়ে যাও রাজধানীতে—বেত্রাঘাত ক'রতে ক'রতে নিয়ে যাও।

ভূষণ। চল দেখে আসি তোমাদের রাজাটাকে।

[ চাষিগণ ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

অঙ্কুর। আমাকে শৃঙ্খল পরালে না ?

সুদর্শন। যদি স্বেচ্ছায় না যান, পরাতেই হবে।

অঙ্কুর। অত দয়ার প্রয়োজন নেই। শৃঙ্খল পরাবে তো পরাও, নইলে তোমাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

সুদর্শন। কে আছ? (রক্ষীর প্রবেশ)। পরাও শৃঙ্খল। (রক্ষী অঙ্কুরকে শৃঙ্খলিত করিল) এই ঘরভেধী বিভীষণকে গাধার পিঠে চড়িয়ে রাজধানীতে নিয়ে যাও।

অঙ্কুর। তবুও তোমাদের নিস্তার নেই।

[ রক্ষিসহ প্রস্থান।

জনার্দ্দন। আপনি বুঝি সেনাপতি? বড় সুন্দর ব্যবস্থা তো আপনাদের —লাথিও মারবেন, আবার চোখও রাঙাবেন? রাজাটা কি আছে, না মরেছে?

সুদর্শন। খবরদার চাষা!

লক্ষ্মী। এই চাষার পরিচয়টা তুমি জান না বুঝি? তোমাদের যুবরাজকে জিজ্ঞাসা ক'রো।

সুদর্শন। তোমার নাম জনার্দ্দন?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ।

সুদর্শন। তুমি জান—কারা রাজদ্রোহী?

জনার্দ্দন। জানি। রাজদ্রোহী তোমরা?

সুদর্শন। ঔদ্ধত্যের সীমা ছাড়িও না।

জনার্দ্দন। ঔদ্ধত্য আমাদের—না তোমাদের?

সুদর্শন। স্তব্ধ হও।

লক্ষ্মী। কাকে চোখ রাঙাচ্ছ সেনাপতি? তোমার মত দশটা কুকুরকে ইচ্ছা করলে আমরা মাটির মধ্যে পুঁতে ফেলতে পারি। কিন্তু সে আমাদের ধর্ম্ম নয়। যদি ভাল চাও, ওদের মুক্ত ক'রে দাও। বল গে তোমাদের রাজাকে, ওদের ক্ষতিপূরণ ক'রে দিতে হবে একমাসের মধ্যে, ওদের পোড়া ঘর আবার তুলে দিতে হবে।

সুদর্শন। যদি না দেন?

জনার্দ্দন। তাহ'লে অন্নাভাবে আমরা আজ যেমন আর্ত্তনাদ ক'চ্ছি তোমাদেরও একদিন তেমনি আর্ত্তনাদ করতে হবে।

সুদর্শন। এমন অঘটন ঘটাবে কে ?

জনার্দ্দন। আমি।

লক্ষ্মী। আর আমি।

সুদর্শন। এত শক্তি ?

জনার্দ্দন। সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌ যুগে।

[ প্রস্থান।

সুদর্শন। শোন সুন্দরি !—

লক্ষ্মী। যা, বেরিয়ে যা ; বেরো—বেরো বলছি।

সুদর্শন। তোমাকে একটা কথা—

লক্ষ্মী। বেরিয়ে যা।

সুদর্শন। এত তেজ থাকবে না রাজকুমারী! তুমি আমাদের যুবরাজকে সেবা ক'রে যে পুণ্যসঞ্চয় করেছিলে, তাকে অপমান ক'রে তা ধুয়ে মুছে দিয়েছ। তিনি নিজে তা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমি ভুলবো না। আজ আমি চ'লে যাচ্ছি, কিন্তু এর প্রতিশোধ আমি নেবোই।

লক্ষ্মী। কি করবে ? আমার প্রাণটা নেবে ?

সুদর্শন। প্রাণ নয়, মান।

[ প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ভগবান! মানুষকে মানুষ হ'তে দাও।

[ সকলের প্রস্থান

---

# দ্বিতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের একাংশ

রাজা মণিকণ্ঠ আসীন

মণিকণ্ঠ। রাজ্যটা এমন শ্রীহীন কেন? এত হাসি-গান, উৎসব কোলাহল কি সবই ফুরিয়ে গেল?

গীতকণ্ঠে বন্দিনীগণের প্রবেশ

বন্দিনীগণ। **গীত।**

সে সুর যে আজ নাই!
কোন্ সুরে আজ বাঁধবো বীণা, কূল ভেবে না পাই।
সেদিন ছিল রঙীন আকাশ, আজকে শুধু কালো,
ফুটবে না আজ চাঁদের পাশে লক্ষ তারার আলো
ফুটন্ত ফুল সভয় লাজে
লুকিয়েছে কুঁড়ির মাঝে,
মুখের হাসি মন-আগুনে জ্বলে পুড়ে হলো ছাই।

[ প্রস্থানোদ্যোগ।

মণিকণ্ঠ। শোন। তোমরা হাসছ না কেন?

১মা বন্দিনী। হাসির উৎস আমাদের শুকিয়ে গেছে মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। কেন?

১মা বন্দিনী। বলতে ভয় হ'চ্ছে মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। বল, আমি অভয় দিচ্ছি।

১মা বন্দিনী। মহারাজ, এক বছর আপনি দেশে ছিলেন না; এই এক বছরে আমরা অনেক সয়েছি, একদিনও নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারি নি।

মণিকণ্ঠ। আচ্ছা, যাও। ( বন্দিনীগণের অভিবাদন করিয়া প্রস্থান। ) কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ।

মণিকণ্ঠ। হ্যাঁরে, তোদের মুখে হাসি নেই কেন।

রক্ষী। হাসতে আমরা ভুলে গেছি মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। কেন? পেটে ভাত নেই?

রক্ষী। আমাদের আছে; কিন্তু আমাদের আত্মীয় স্বজন সব দুর্ভিক্ষে মরেছে, মহারাজ।

মণিকণ্ঠ। দুর্ভিক্ষে মরেছে মহারাজ। মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে পেট ভ'রে মদ খাও!

রক্ষী। ছ'মাস আমরা মাইনে পাই নি, মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। দূর-হ মিথ্যাবাদি!

[ রক্ষীর প্রস্থান।

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। মহারাজ, রাজকার্য্যে আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে হ'লো।

মণিকণ্ঠ। রাখ তোমার রাজকার্য্য। সৈন্যদের কতদিন বেতন দাও নি?

সুদর্শন। প্রায় ছ'মাস।

মণিকণ্ঠ। ( সগর্জ্জনে ) কেন?

সুদর্শন। রাজকোষে অর্থের অভাব ছিল।

মণিকণ্ঠ। রাজকোষে যদি অর্থ না থাকে, রাজপ্রাসাদ বিক্রি ক'রে তাদের বেতন দিলে না কেন? তাতেও যদি না হ'তো, রাণীর গায়ে অলঙ্কার ছিল। তোমাদের বেশভূষায় তো অভাবের চিহ্ন দেখ্ছি না। যত অভাব ওদের বেলায়?

সুদর্শন। মহারাজ!—

মণিকণ্ঠ। তুমি নিজে বেতন পেয়েছ?

সুদর্শন। পেয়েছি।

মণিকণ্ঠ। তা পাবে বৈ কি। সামান্য বেতনভোগী ওরা, ওদের পুত্র-পরিবার না খেয়ে মরুক, তোমার বিলাসব্যসন চরিতার্থ হ'লেই যথেষ্ট। যাও, দূর হও সম্মুখ থেকে!

কোষাধ্যক্ষের প্রবেশ।

কোষাধ্যক্ষ। (রাজার সম্মুখে একখানি কাগজ ধরিয়া) মহারাজ, একটা স্বাক্ষর—

মণিকণ্ঠ। (কাগজ ছুঁড়িয়া ফেলিলেন) রাজকোষে অর্থ নেই?

কোষাধ্যক্ষ। না মহারাজ।

মণিকণ্ঠ। টাকার কি পাখা গজিয়েছিল?

কোষাধ্যক্ষ। আমি তার কি করবো মহারাজ? যুবরাজ রাজকোষে এক কপর্দ্দকও রাখেন নি।

মণিকণ্ঠ। কি করেছেন তিনি এত অর্থ নিয়ে?

কোষাধ্যক্ষ। শস্য সঞ্চয় করেছেন।

মণিকণ্ঠ। আর ময়ুরপঙ্খী চ'ড়ে বায়ু সেবন করেছেন। ডাক মন্ত্রীকে। (কোষাধ্যকের প্রস্থান) সুদর্শন। তুমিই বুঝি ছিলে তার প্রধান সহচর! মনে করেছিলে, আমি আর তীর্থ থেকে ফিরবো না, সেই অপোগণ্ডের মাথায় হাত বুলিয়ে রাজ্যটা তুমিই নিঃশেষে ভোগ করবে।

সুদর্শন। বৃথাই আমাকে দোষারোপ কচ্ছেন মহারাজ! জীবনে কখনো আমি ধর্ম্মত্যাগ করি নি।

মণিকণ্ঠ। থাক, ধর্ম্মের নামটা আর কলুষিত ক'রো না।

মন্ত্রী কর্ণপুরের প্রবেশ।

কর্ণপুর। মহারাজ, আমায় স্মরণ করেছেন?

মণিকণ্ঠ। তোমার উপর নির্ভর ক'রেই না আমি তীর্থযাত্রা করেছিলাম? তুমিই না আমার হাত থেকে গ্রহণ করেছিলে, প্রজাদের সুখ দুঃখের ভার?

কর্ণপুর। সত্য মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। সে ভার বহন করেছ?

কর্ণপুর। মহারাজ!—

মণিকণ্ঠ। কোথায় গেল আমার প্রজাদের মুখের হাসি? অর্থ দিয়ে, সেবা দিয়ে, জীবনব্যাপী সাধনা দিয়ে যে হাসি আমি ফুটিয়ে তুলেছিলাম, মাত্র একটা বছরের ব্যবধানে কোন্ নিষ্ঠুর তা নিভিয়ে দিলে?

কর্ণপুর। আমার কাছে এর কোন উত্তর নেই মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। আমি তো আর কাউকে বিশ্বাস করিনি! পুত্র, পত্নী কারও উপর আমি নির্ভর করি নি; করেছিলাম তোমার উপর। বল তবে, কেন আজ এই যোজনব্যাপী হাহাকার? নারী কেন নির্ভয়ে নিদ্রা যায় না, কর্ম্মচারীরা কেন বেতন পায় না, শস্যক্ষেত্র সোনালী ধানে ভ'রে গেছে, তবু কেন এ দুর্ভিক্ষ?

কর্ণপুর। যুবরাজকে জিজ্ঞাসা করুন।

মণিকণ্ঠ। যুবরাজকে আমি সিংহাসনটাই দিয়ে গিয়েছিলাম—শাসন-দণ্ড দিয়ে গেছি তোমার হাতে।

কর্ণপুর। আমার শাসন তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

মণিকণ্ঠ। রাণীকে বল নি কেন?

কর্ণপুর। মহারাণী যুবরাজেরই মা, সবার মা নন।

সুদর্শন। সাবধান মন্ত্রিমশায়, আপনি কি বলছেন, বুঝতে পাচ্ছেন না?

কর্ণপুর। খুব পাচ্ছি সুদর্শন। যাও দশখানা ক'রে বানিয়ে বল গে। তাতে যদি আমার ফাঁসি হয়, হোক ; তবু এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা রাজার কাছে আমি উজোড় ক'রে দেবো।

সুদর্শন। কিন্তু—

কর্ণপুর। আর কিন্তু নেই বাপু! আজ আমার সব কিন্তুর শেষ। এতে তোমাদের দুটী বন্ধুর বিলাসের স্রোতে বাধা পড়বে সত্য ; কিন্তু নিরন্ন অসহায় প্রজারা হয়তো রক্ষা পাবে।

সুদর্শন। কিন্তু আপনি যুবরাজ আর মহারাণীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গীরণ কর্‌লে মন্ত্রী ব'লে ক্ষমা করবো না।

কর্ণপুর। কি করবে?

সুদর্শন। রসনা ছেদন করবো।

মণিকণ্ঠ। স্তব্ধ হও পশু! আমার মহামান্য মন্ত্রীকে অসম্মান করার অধিকার তোমাকে আমি দিই নি।

সুদর্শন। মহামান্য মন্ত্রী যত ইচ্ছা আমাকে অসম্মান করুন, তাতে কিছু যায় আসে না ; যত বিষ আমারই মুখের কথায়,—এই কি মহারাজের বিচার?

মণিকণ্ঠ। শুধু এই নয়, আরও বিচার আছে। বল, যুবরাজকে নরকে নামিয়ে কত অর্থ—তুমি আত্মসাৎ করেছ? প্রজাদের রক্ত শোষণ ক'রে ক খানা অট্টালিকা গ'ড়ে তুলেছ?

সুদর্শন। মহারাজও যদি এমনি ক'রেই আমায় অসম্মান্ করেন, আমি এই দণ্ডেই পদত্যাগ করবো।

মণিকণ্ঠ। পদত্যাগ করবে?

সুদর্শন। হ্যাঁ। দাসত্বের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়, মান দেওয়া যায় না।

কর্ণপুর। সাধুপুরুষ।

সুদর্শন। মন্ত্রি!

মণিকণ্ঠ। সুদর্শন! আমায় বুঝিয়ে যেতে হবে, কত অর্থ তুমি আত্মসাৎ করেছ। ও তো অর্থ নয়, আমার প্রাণাধিক প্রজাদের রক্তবিন্দু! এক একটা রক্তবিন্দুর জন্য আমি তোমায় দশটা কশাঘাত করবো। আর তোমাদের যুবরাজকে—যাক্। মন্ত্রি, কোতোয়ালকে আমার আদেশ জানিয়ে বল, সেনাপতির গৃহ অবরোধ করতে।

সুদর্শন। আমার গৃহ অবরোধ!

মণিকণ্ঠ। হ্যাঁ; আমি দেখবো, রাজকোষের কতটা অংশ তোমার ঘরে গিয়ে উঠেছে। যাও,—ডেকে আন তোমাদের যুবরাজকে। আমি দরবারে বসবো।

কর্ণপুর। দরবার! আপনি যে বড় শ্রান্ত মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। আমি শ্রান্ত, কিন্তু আমার প্রজারা উপবাসী।

কর্ণপুর। অনেকগুলো চাষীকে বন্দী ক'রে আনা হয়েছে। তাদের বিচারও কি আজই হবে মহারাজ?

মণিকণ্ঠ। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ!

কর্ণপুর। যুবরাজের বিরুদ্ধে তারা নাকি ষড়যন্ত্র করেছিল।

মণিকণ্ঠ। ডাক তাদের দরবারে; বিচার আজই করবো! তোরণদ্বার খুলে দাও যে কেউ আমার কাছে আসুক, কেউ যেন বাধা না দেয়!

কর্ণপুর। মহারাজের জয় হোক।

[ প্রস্থান।

সুদর্শন। মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। কোন কথা নয়! যাও—

সুদর্শন। যাচ্ছি; কিন্তু—( স্বগত ) যাক্, দেখি আগে বিচারটা।

[ প্রস্থান।

মণিকণ্ঠ। বিচার করবো, কঠোর বিচার করবো। আমার প্রাণাধিক প্রিয় প্রজাদের উপর যারা অত্যাচার করেছে, তাদের কাউকে আমি ক্ষমা

করবো না। হাজার হাজার অসহায় প্রজার কল্যাণের যূপকাষ্ঠে পুত্র, পত্নী, আত্মীয়, বন্ধু—প্রয়োজন হয়, সবাইকে আমি বলি দেবো। সুবর্ণপুর, তোমার মুখের হাসি আবার যদি আমি ফিরিয়ে আনতে না পারি, তা'হলে সিংহাসনটা ভেঙ্গে পথের ধূলোয় ছড়িয়ে দেবো।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### রাজপথ

গীতকণ্ঠে নাগরিক ও নাগরিকাগণের প্রবেশ।

### গীত।

পুরুষ। বিদায় দেশের মাটি !
নারী। রইলো পড়ে এত সাধের বাপ-পিতামোর বাস্তবাটী।
পুরুষ। একটা বছর পাইনি খেতে, হয়ে গেছে রক্ত জল।
নারী। পেলে না মাই দুধের ছেলে, ঝরে গেছে গোলাপদল,
পুরুষ। আপন বলে ছিল যারা, কোথায় তাঁরা, কোথায় তারা ?
নারী। কাঁদতেও আর পারি না রে, ফুরিয়ে গেছে কান্নাকাটী।

১ম নাগরিক। চল—চল, নৌকো ছেড়ে দেবে ; ওরা সব এগিয়ে গেছে।

২য় নাগরিক। কেউ ঘোমটা খুলো না। জ্বালা কি একটা? যুবরাজের দল যেখানে সেখানে ওৎ পেতে আছে, মুখ দেখে পছন্দ হ'লেই রাণী ক'রে দেবে।

১ম নাগরিক। চল—চল।

[ সকলের প্রস্থান।

মাতঙ্গ ও অবগুণ্ঠনবতী কৃশাঙ্গিনীর প্রবেশ।

মাতঙ্গ। মাগী যেন গজগমনে আস্‌ছে। তাড়াতাড়ি চল।

কৃশাঙ্গিনী! আর কত তাড়াতাড়ি চলবো? পায়ে ফোস্কা প'ড়ে গেল যে।

মাতঙ্গ। আহা, ননীর পুতুল আমার! পায়ে ফোস্কা প'ড়ে থাকে, মাথা দিয়ে হাট।

কৃশাঙ্গিনী। মরণ আর কি!

মাতঙ্গ। ঘোমটাটা আরও টেনে দে না!

কৃশাঙ্গিনী। আর টেনে দিলে পিটে কাপড় থাকে না যে।

মাতঙ্গ। যাঃ, দিলে নৌকা খুলে মর্ এখন রাস্তায় প'ড়ে। যুবরাজের লোকেরা ধ'রে নিয়ে রাসলীলে করুক।

কৃশাঙ্গিনী। ধ'রে নিলেই হ'লো আর কি? কৃশাঙ্গিনী তেমন বাপের বেটী নয়। পদী ময়রাণীর মেয়ে আমি—হ্যাঁ!

মাতঙ্গ। কি বলছিস্ পাগলের মত? তুই কেন পদী ময়রাণীর মেয়ে হ'তে যাবি?

কৃশাঙ্গিনী। তুমি কেন ভোলা বোষ্টমের ছেলে হ'তে গেলে?

মাতঙ্গ। কোন্ শালা ভোলা বোষ্টম? সে কেন আমার বাপ হবে?

কৃশাঙ্গিনী। কেন হ'লো, তা কি আমি জানি?

মাতঙ্গ। মাথা খারাপ নাকি?

কৃশাঙ্গিনী। তোর মাথা খারাপ। পদী ময়রাণীর মেয়েকে মাথা খা রাপ বলবে ভোলাবোষ্টমের ছেলে?

মাতঙ্গ। দুত্তোর ভোলাবোষ্টমের নিকুচি করেছে। আমার বাপের নাম ভজগোবিন্দ গাড়োল।

কৃশাঙ্গিনী। তুমি নিজে একটি আস্ত গাড়োল।

মাতঙ্গ। তবে রে হারামজাদি (যষ্টি উত্তোলন)

কৃশাঙ্গিনী। তবে রে গাড়োল।

ঘোমটা খ্‌লিয়া গাছকমোর বাঁধিবার উপক্রম।

মাতঙ্গ। অ্যাঁ!

কৃশাঙ্গিনী। অ্যাঁ!

মাতঙ্গ। তুমি কে?

কৃশাঙ্গিনী। তুমি কে?

মাতঙ্গ। তুমি তো আমার বউ নও।

কৃশাঙ্গিনী। তুমি তো আমার সোয়ামী নও!

মাতঙ্গ। আমার বউ কোথায় গেল?

কৃশাঙ্গিনী। আমার ভাতার কোথায় গেল?

মাতঙ্গ। তুই মাগী আমার সঙ্গে এলি কি ব'লে?

কৃশাঙ্গিনী! তুই মিন্সেই বা আমার হাত ধ'রে টানলি কি ব'লে?

মাতঙ্গ। আমি কি মুখ দেখেছি? একে অন্ধকার, তার উপর ঘোমটা। তুই মাগী নিজের ভাতার আর পরের ভাতার চিন্‌তে পারিস নে? যা হয় একটা হ'লেই হ'লো?

কৃশাঙ্গিনী। আমি ঘোমটার ভেতর দিয়ে কি মুখ দেখেছি? ভাতার ভাতার গন্ধ পেয়েছি, আর চ'লে এসেছি।

মাতঙ্গ। তোর মাগী মৎলব খারাপ।

কৃশাঙ্গিনী। মৎলব খারাপ আমার? পদীময়রাণীর মেয়েকে এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। তুই আমাকে ভীড়ের ভেতর থেকে ফুস্‌লে এনেছিস্!

মাতঙ্গ। ফুস্‌লে এনেছি? কেন, আমার অভাবটা কিসের? আমার বউ—

কৃশাঙ্গিনী। কেন বকছিস্? তোর কোন বউই ছিল না।

মাতঙ্গ। আরে উনুনমুখি, তাহ'লে তোকে গস্ত করবো কেন? আর কি কেউ ছিল না?

কৃশাঙ্গিনী। কেন, আমি কি দেখ্‌তে খারাপ? একটু মোটা এই যা। আমার ভাতার আমাকে দুকুড়ি টাকা দিয়ে কিনেছিল, তা জান?

মাতঙ্গ। হায়-হায় রে, নৌকো ছেড়ে গেছে, আমি এখন করি কি? না জেনে কার সঙ্গে চ'লে্‌ গেছে, জানে? চার কুড়ি টাকা দিয়ে বউ কিনলাম আমি, আর ভোগা দিলে আর এক ব্যাটা! কার এমন পাতাচাপা কপাল রে! দেখি একটু ডেকে।

কৃশাঙ্গিনী। আমিও ডাকি।

মাতঙ্গ। ও নিত্যকালি!—

কৃশাঙ্গিনী। ওগো আমার অমুক—

মাতঙ্গ। ও আমার নিত্যকালি গো

কৃশাঙ্গিনী। ওগো আমার অমুক, ও ভোলা বোষ্টমের ছেলে—

মাতঙ্গ। গেছে, আর আশা নেই। হায়-হায় রে, আমার কাঁচা-সোনার রং—

কৃশাঙ্গিনী। আমার হাতীর মত কান,—

মাতঙ্গ। আমার বাঁশীর মত নাক,—,—

কৃশাঙ্গিনী। আমার বেড়ালের মত গোঁপ,—

মাতঙ্গ। সব গেল রে।

কৃশাঙ্গিনী। সব গেল।

মাতঙ্গ। ও নেত্য,—

কৃশাঙ্গিনী। ও অমুক,—

মাতঙ্গ। তুই থাম্‌ মাগী।

কৃশাঙ্গিনী। থামবো কেন? আরে ম'লো যা!

মাতঙ্গ। দূর হ, দূর হ।

কৃশাঙ্গিনী। দূর হ বললেই হ'লো? পরের মাগকে ফুস্‌লে এনে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া ভারী সোজা না?

মাতঙ্গিনী। আমি ফুস্‌লে আনি নি।

কৃশাঙ্গিনী। না-ই এনেছিস্; আমার হাত ধর্‌লি কেন? আমার জাত গেছে।

মাতঙ্গ। আমার পিঠে গোটা আষ্টেক লাথি মেরে জাতে উঠ্‌গে যা।

কৃশাঙ্গিনী। তা হয় না। হাত যখন আমার ধরেছ, আর আমার যখন কেউ নেই, তখন আমাকে নিয়েই ঘর কর্‌তে হবে।

মাতঙ্গ। তোকে নিয়ে ঘর করবো কি?

কৃশাঙ্গিনী। কেন, আমি কি দেখ্‌তে মন্দ?

মাতঙ্গ। আরে পরস্ত্রী যে।

কৃশাঙ্গিনী। নিজস্ত্রী ক'রে নাও না—( হাত ধরিয়া অগ্রসর )

মাতঙ্গ। ওরে বাবা, এ বলে কি? ও নেত্য, আরে আমায় জানে প্রাণে মজিয়ে গেলি? হে ঠানদিদি-রূপিনি আমায় মাফ কর, আমার সতীত্ব ভক্ষণ ক'রো না। পরস্ত্রী নিয়ে ঘর করার অভ্যাস আমার নেই, দেবি।

কৃশাঙ্গিনী। নেই বললে চলবে কেন? চল।

মাতঙ্গ। ও বাবা, এগোয় যে! দোহাই, আমি অবলা জীব, আমাকে রক্ষা কর, জোড়া পাঁঠা দেবো।

কৃশাঙ্গিনি। কি বলছো পাগলের মত?

মাতঙ্গ। মত নয়, আমি সত্যি পাগল; আমাকে নিয়ে ঘর ক'রে কোন সুখ নেই। তুমি বরং তোমার সেই ভোলা বোষ্টমের ছেলেকেই খুঁজে নাও গে।

কৃশাঙ্গিনী। তা কি হয়? তুমি আমার হাত ধরেছ।

মাতঙ্গ। এবারে পায়ে ধর্‌ছি, আমায় ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে চলে যাও।

কৃশাঙ্গিনী। তবে রে মিন্‌সে! দাঁড়া, আমি রাজবাড়ীতে নালিশ করতে যাচ্ছি।

মাতঙ্গ। না—না রাজবাড়ী বড় খারাপ জায়গা। তার চেয়ে—হায়-রে নেত্য, তোর মনে এই ছিল? ওগো দেবী, তোমার নামটি কি?

কৃশাঙ্গিনী। আমার নাম কৃশাঙ্গী।

মাতঙ্গ। ও বাবা, তুমি যদি কৃশাঙ্গী, তবে মোটাঙ্গী কে?

কৃশাঙ্গিনী। যাবে তো চল, নইলে যাচ্ছি রাজবাড়ী,—

মাতঙ্গ। না—না—না, চল। (স্বগত) কি আর বলবো, মা ভগবতী। তোমার নাম দিয়ে অকূলে ভাসলুম; সতীর নাম তুমিই রেখো মা।

[ উভয়ের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

দরবার-কক্ষ

কর্ণপুর, সুদর্শন, কোষাধ্যক্ষ ও সুকণ্ঠ আসীন।

মণিকণ্ঠের প্রবেশ।

সকলে। জয় মহারাজ মণিকণ্ঠের জয়।

মণিকণ্ঠ। চুপ; ঐ শোন, কেমন জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে।

গীতকণ্ঠে জনৈক বালকের প্রবেশ।

বালক। গীত।

ওরে ও ধনীর ভগবান্!

ভাবনা শুধু ওদের তরে, আমার খড়ে না থাক্, প্রাণ।

খড়ের চালের ফাঁকে ফাঁকে

ঘরের মেঝেয় বাণ যে ডাকে,

দাঁড়িয়ে থাকি দুপুর রাতে মাথায় দিয়ে কাঁথা-খান।

ভাত তো পেটে জুটলো না রে,
ফ্যান মেগে খাই দ্বারে দ্বারে,
ধনীরা ফ্যান দেয় রে ফেলে, আমার কথায় দেয় না কান
খায় না যাহা পশু-পাখী,
আমার তাও মিলবে না কি ?

মণিকণ্ঠ। ভয় কি বালক, আমি এসেছি। দ্বার খুলে দে, ওরে তোরা প্রাসাদের যত দ্বার আছে খুলে দে, রাজবাড়ী আজ অন্নসত্র। মন্ত্রি, দেখছো মন্ত্রি, জলজ্যান্ত মানুষগুলো কেমন ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে ? সুপর্ণ, তুমি যাও ভাণ্ডারে অর্থ না থাকে, রাজপরিবারের অলঙ্কার নিয়ে এসো। আমার সর্ব্বস্ব যাক্, তবু রাজ্যের ক্ষুধা মেটাও ভাই। ( নিজের অলঙ্কার খুলিয়া দিলেন। )

কোষাধ্যক্ষ। অর্থের অভাব হবে না মহারাজ ! আমরা সাতপুরুষ ধ'রে রাজবাড়ী থেকে যে অর্থ নিয়েছি, তার সব আমি সব দান ক'চ্ছি।

মণিকণ্ঠ। দান নয় ভাই ; ঋণ। যদি দিন আসে, সুদসমেত পরিশোধ করবো।

কোষাধ্যক্ষ। এসো বালক ! আগে তোমাকে বাঁচাই, তারপর—

[ বালক সহ প্রস্থান।

মণিকণ্ঠ। বল মন্ত্রি, কি তোমার অভিযোগ ?

কর্ণপুর। মহারাজ, দুর্ভিক্ষে রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজার মৃত্যু হয়েছে। যদি এ দুর্ভিক্ষ ভগবানের সৃষ্ট হ'তো, ভগবানকেই আমি অভিশাপ দিতুম ! কিন্তু এ মানুষের সৃষ্টি।

সুদর্শন। মিথ্যা কথা।

কর্ণপুর। মিথ্যাকথা বলবে তুমি, আমি নই।

মণিকণ্ঠ। কারা অপরাধী !

কর্ণপুর। প্রথম অপরাধী যুবরাজ সুকণ্ঠ, দ্বিতীয় তার পাপের সঙ্গী সুদর্শন, তৃতীয় মহারাণী স্বয়ং !

সুকণ্ঠ ও সুদর্শন। মন্ত্রি!

মণিকণ্ঠ। চুপ্! রক্ষি!

রক্ষীর প্রবেশ

মণিকণ্ঠ। মহারাণীকে রাজসভায় আসতে বল।

সুকণ্ঠ। মা আসবেন রাজসভায়?

সুদর্শন। মহারাজ! আপনি কি বলেছেন? বিচার করতে হয়, আমাদের বিচার করুন। কিন্তু প্রকাশ্য রাজসভায় মহারাণীকে টেনে এনে সামান্য অপরাধীর মত আপনি বিচার করতে চান?

মণিকণ্ঠ। হ্যাঁ, চাই। যাও রক্ষি! (রক্ষীর প্রস্থান) তারপর তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ?

কর্ণপুর। মহারাজ! এই এক বছর সুবর্ণপুর রাজ্যে কোন সুন্দরী নারী নির্ভয়ে নিদ্রা যেতে পারেনি।

মণিকণ্ঠ। কেন?

কর্ণপুর। অত্যাচারের ভয়ে।

মণিকণ্ঠ। কার অত্যাচার?

কর্ণ। যুবরাজের আর ঐ মহাপুরুষের।

সুকণ্ঠ। সাবধান মন্ত্রি। (তরবারি নিষ্কাসন)

সুদর্শন। জিহ্বা উৎপাটন করবো। (তরবারি নিষ্কাসন)

মণিকণ্ঠ। যে অস্ত্র তুলেছ, তা আর কোষবদ্ধ ক'রো না। তোমরা অস্ত্র ধারণের অযোগ্য। রাখ অস্ত্র।

সুকণ্ঠ। পিতা!

মণিকণ্ঠ। রাখ অস্ত্র! (উভয়ের অস্ত্রত্যাগ) যুবরাজ! তুমি পিতাকে চিনেছ, কিন্তু রাজাকে চেননি; আজ তোমায় চিনিয়ে দেবো।

সুকণ্ঠ। পিতা কি আমার বিচার করতে চান?

মণিকণ্ঠ। শুধু তোমার নয়; ঐ সঙ্গে সেনাপতির আর মহারাণীরও বিচার করবো।

সুকণ্ঠ। প্রকাশ্য দরবারে ?

মণিকণ্ঠ। হ্যাঁ, রাজা মণিকণ্ঠের কাছে অপরাধী প্রজারও যে দাবী, রাণী আর রাজপুত্রেরও সেই দাবী। বল, তোমার কিছু বলবার আছে ?

সুকণ্ঠ। আছে। আমি নির্দোষ।

মণিকণ্ঠ। ( সুদর্শনের প্রতি ) তুমি ?

সুদর্শন। আমিও নির্দোষ।

মণিকণ্ঠ। কে আমার প্রজাদের মুখের হাসি কেড়ে নিয়েছে ! তাদের গ্রাসের অন্ন কেড়ে এনে, কে অমনি ক'রে জমিয়ে রেখেছ ?

বন্দী ভূষণের প্রবেশ।

ভূষণ। যুবরাজ আর সেনাপতি।

সুদর্শন। চুপ কর, চাষা।

কর্ণপুর। চাষা, কিন্তু তোমার মত পশু নয়।

সুদর্শন। মন্ত্রি ! যদি তুমি এখনও সংযত না হও, আমি এইখানেই তোমায় বলি দেবো, স্বয়ং মহারাজও তোমায় রক্ষা করতে পারবেন না।

কর্ণপুর। নির্লজ্জতার একটা সীমা আছে। যে সৈনিকের অস্ত্র কেড়ে নেয়, তার মরাই মঙ্গল।

সুদর্শন। মরতে হয়, তোমাকে মেরে মরবো। ( অস্ত্রগ্রহণের উদ্যোগ )

সুকণ্ঠ। থাক !

মণিকণ্ঠ। বল সুদর্শন, একবছরে ~~তোদের~~ তোমাদের হাতে কতগুলো নারীর লাঞ্ছনা হয়েছে ?

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। অসংখ্য।

মণিকণ্ঠ। অঙ্কুর, তুমিও বন্দী ?

অঙ্কুর। না হ'য়ে যে উপায় ছিল না মহারাজ ! আপনার মত রাজ্যের এই দীনদুঃখী প্রজাদের আমিও আপনার ব'লে চিনেছি।

মহারাজ, প্রজাদের দুর্দ্দশা লোকের মুখে আর কত শুনবেন? নিজে একবার বাইরে গিয়ে দেখুন, কি লোমহর্ষণ দৃশ্য! মানুষ ও পশুতে কোন ভেদ নেই, একই খাদ্যের জন্য মানুষে কুকুরে কাড়াকাড়ি ক'চ্ছে! অনাহারে কত মানুষ মরেছে, পোড়াবার কেউ নেই।

ভূষণ। এবার সবুজ শস্যে মাঠ ভ'রে গিয়েছিল, যুবরাজ নদীর বাঁধ কেটে সব তলিয়ে দিয়েছেন।

মণিকণ্ঠ। কেন?

সুকণ্ঠ। আমার ময়ূরপঙ্খী নদীতে নামতে পাচ্ছিল না।

মণিকণ্ঠ। তাই তুমি ওদের মুখের আহার কেড়ে নেবে?

সুদর্শন। সেজন্য এই সব চাষীর দল যুবরাজের মাথায় লাঠি চালিয়েছিল! মহারাজ!



মণিকণ্ঠ। শুধু লাঠি চালিয়েছিল? জ্যান্ত সমাধি দিলে না কেন?

ভূষণ। তাই দিতুম, বাদী হ'লো উজান গাঁয়ে চাষী।

অঙ্কুর। তারই দয়ার প্রাণ পেয়ে যুবরাজ চাষী-পল্লী পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছেন।

মণিকণ্ঠ। সুকণ্ঠ! বল, কি বলবার আছে তোমার।

সুকণ্ঠ। কিছুই না। আমি যা করেছি, তার জন্য একটুও অনুতপ্ত নই। আমি এদের ধ্বংস করবো!

মণিকণ্ঠ। নিজের ভাবনা ভাব দস্যু!

সুকণ্ঠ। দস্যু?

কর্ণপুর। দস্যুদেরও একটা ধর্ম্ম আছে, তোমার তাও নেই।

সুদর্শন। সে কথা তুমি বলবার কে?

মণিকণ্ঠ। তাতে তুমি বাধা দেবার কে?

সুদর্শন। আমি বাধা দেবার কে? নন্দীপুর যখন প্রতিহিংসা নিতে রাজ্যটাকে ধ্বংস করতে এসেছিল, তখন বাধা দিয়েছিল কে? এই

সুদর্শন। আমি যদি তখন বুক পেতে বাজের ঘা না নিতুম, কোথায় থাকতেন আপনি? আজ আমার চোখের উপর রাজপরিবারের লাঞ্ছনা, আজ আমি হয়েছি নিরস্ত্র, আজ আমি বাধা দেবার কে? বল যুবরাজ, বল, বুঝিয়ে দেবো একবার?

সুকণ্ঠ। না!

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দাকিনী। রাজা!

সুকণ্ঠ। কেন এলে মা তুমি রাজসভায়? যাও, অন্তঃপুরে যাও।

মণিকণ্ঠ। না দাঁড়াও।

সুকণ্ঠ। পিতা, মায়ের অপমান আমি সইবো না।

মণিকণ্ঠ। বেশ তো, মাতৃভক্ত পুত্র! তুমি রাজদ্রোহ ঘোষণা ক'রো।

মন্দাকিনী। তুমি আমার বিচার করবে?

মণিকণ্ঠ। করবো নয়, করেছি।

মন্দাকিনী। বেশ, কর বিচার, দেখি কে মানে?

মণিকণ্ঠ। না মানলে তারও বিচার আছে।

মন্দাকিনী। বলতে পার, তোমাদের বংশে কে কবে রাণীকে রাজসভায় টেনে এনে বিচার করেছে, রাজকুমারকে সাধারণের সমক্ষে তুচ্ছ প্রজার মত দণ্ড দিয়েছে?

অঙ্কুর। আপনি বল্‌তে পারেন, এ বংশে কবে কোন্ রাজকুমার নারীর ধর্ম্ম, প্রজাদের মুখের গ্রাস নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে?

ভূষণ। বলতে পারেন, কবে কোন্ মা লম্পট পুত্রকে শাস্তি না দিয়ে এমনি ক'রে আঁচল চাপা দিয়ে রেখেছে? নিরন্ন ক্ষুধিত হাজার হাজার প্রজা যখন রাজাদের দোরে বুক চাপড়ে কাঁদে, কোন্ রাণী তখন বাতায়নে দাঁড়িয়ে হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়?

অঙ্কুর। উত্তর দিন।

মন্দাকিনী। দেখ অঙ্কুর, তুমি যেদিন রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে মিশেছ, সেই দিনই তোমাকে আমরা ত্যাগ করেছি।

সুকণ্ঠ। সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না।

অঙ্কুর। অনধিকার চর্চ্চা নয় সুকণ্ঠ, আমিও রাজ্যের প্রজা।

সুদর্শন। প্রাসাদের বাইরে থেকে দাবী জানাও।

কর্ণ। প্রাসাদ আজ সবার জন্য উন্মুক্ত!

মণিকণ্ঠ। শুধু আজ নয়, যতদিন দুর্ভিক্ষ থাকবে।

সুকণ্ঠ। বেশ, দেখি আপনার বিচার।

সুদর্শন। কি দেখবে যুবরাজ? তার চেয়ে আদেশ দাও, ঐ রাজমুকুট ছিনিয়ে এনে আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দিই।

মণিকণ্ঠ। কে আছে?

রক্ষীর প্রবেশ

মণিকণ্ঠ। এদের শৃঙ্খল খুলে দে। (রক্ষীর তথাকরণ) আর ঐ শৃঙ্খল দিয়ে এই দুই পশুকে বন্দি কর্।

সুদর্শন। যুবরাজ! যুবরাজ! আদেশ দাও, আদেশ দাও!

সুকণ্ঠ। না—না, থাক। রক্ষি! (হস্ত প্রসারণ)

মণিকণ্ঠ। বন্দী কর।

রক্ষী সুকণ্ঠ ও সুদর্শনকে বন্দী করিল।

সুকণ্ঠ। শুনুন মহারাজ আমার বন্দীত্বও আমি সহ্য করলুম, কিন্তু মায়ের বিচার আমি সইবো না।

মন্দাকিনী। তুমি জান না তুমি কি ক'চ্ছ।

মণিকণ্ঠ। জানি। মন্ত্রি! নগর-কোতোয়ালকে বল, এদের দুজনকে গাধার পিঠে চড়িয়ে যেন নগর প্রদক্ষিণ করিয়ে আনে।

মন্দাকিনী। তারপর?

মণিকণ্ঠ। তারপর বলি!

সকলে। বলি !

সুদর্শন। মহারাজ ! বলি দিতে হয় আমাকেই দিন, যুবরাজকে নয়।

ভূষণ। মহারাজ ! যুবরাজ অপরাধী সত্য, কিন্তু তার এমন কোন শাস্তি আমরাও কামনা করি না।

মণিকণ্ঠ। মহান্ যুবক, তোমার এ মহত্ব কেউ বুঝবে না। বিচার আমি করেছি এর আর ব্যতিক্রম নেই। যাও, নিয়ে এস যে যেখানে আছে তোমাদের ক্ষুধিত ভাই-বোন। সঞ্চিত শস্য প্রকাশ্য রাজপথে বিনামূল্যে বিতরিত হবে।

চাষিগণ ও অঙ্কুর। মহারাজের জয় হোক।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। পিতা !

মন্দাকিনী। চুপ কর, দেখি রাজার বিচারটা আমার উপর কি দণ্ড দেওয়া হ'লো ?

মণিকণ্ঠ। তোমার দণ্ড ? তুমি প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে ঐ খাদ্য আঁচল ভ'রে বিতরণ করবে। যতদিন না দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয়, ততদিন তোমার স্থান হবে দাসীদের মধ্যে।

সুকণ্ঠ। বটে ? মা ! আমার পাশে এসে দাঁড়াও। দেখি, এ আদেশ পালন করে কে ?

কর্ণ। আর কেউ না পারে, আমি করবো।

মন্দাকিনী। থাক্ রাজা ! এই তোমার শেষ কথা ?

মণিকণ্ঠ। হ্যাঁ

মন্দাকিনী। আদেশ প্রত্যাহার করবেন না ? দেবে না চাষীদের দণ্ড ? করবে না মুক্ত—রাজকুমারকে ?

মণিকণ্ঠ। না।

মন্দাকিনী। তাহ'লে শোন, রাজা! তোমার বোধ হয় মনে আছে, তোমার পিতা মরবার সময় সিংহাসনটা দিয়ে গেছেন তাঁর পৌত্রকে, তোমাকে নয়।

মণিকণ্ঠ। তা বটে।

মন্দাকিনী। তুমি তার প্রতিনিধি হ'য়ে রাজ্যশাসন ক'চ্ছ। এ শুধু আমি জানি, আর তুমি জান। এতদিন কাউকে বলি নি। কিন্তু তোমার স্পর্দ্ধা যখন আকাশস্পর্শী হ'য়ে উঠেছে, তখন আর না ব'লে উপায় নেই, হয় দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার কর, না হয় নেমে এস সিংহাসন থেকে।

মণিকণ্ঠ। অনভ্যাসে ভুল হয়েছিল রাণি। কিন্তু মণিকণ্ঠ দু'বার আদেশ দেয় না। আমি বরং সিংহাসনটাই ত্যাগ ক'চ্ছি। (সিংহাসন ত্যাগ করিলেন।) ওরে উজান গাঁয়ের চাষি, রাজকোষের অর্থ দিয়ে তোদের উপকার করতে আমি পারলুম না, কিন্তু তোদের মাঝখানে থেকে তোদের সুখে দুঃখে কাঁদতে আমি পারবো ভাই। (রাণী সুকণ্ঠ ও সুদর্শনকে মুক্ত করিলেন।) বিদায়।

সুকণ্ঠ। দাঁড়ান। রাজদ্রোহের সুযোগ আমি আপনাকে দেবো না। আপনাকে নজরবন্দী করলাম। প্রাসাদের বাইরে আপনি যেতে পাবেন না।

মন্দাকিনী। তুমি আবার এ কি ক'চ্ছ পুত্র?

সুকণ্ঠ। রাজা যখন আমি, তোমার আদেশ মানবো কেন মা?

মণিকণ্ঠ। না—না, কারো আদেশ মেনো না তুমি; আন দেশের ধ্বংস, কর প্রজাদের উপর অত্যাচার, কংসের মত টেনে নিয়ে এস মর্ত্তভূমিতে সেই সুদর্শনধারী সর্ব্বদর্পহারী শ্রীমধুসূদনকে, বসো সিংহাসনে, এই নাও রাজমুকুট। ওরে, আজ পুরাতনের ধ্বংস—নূতনের অভ্যুথান; তোরা শঙ্খ বাজা, তোরা উলুধ্বনি দে। [ প্রস্থান।

কর্ণ। মহারাজ! মহারাজ!

সুকণ্ঠ। চুপ। যাও মন্ত্রি, তোমার স্থানও রাজারই পার্শ্বে।

কর্ণ। জয় হোক বাবা, তোমার বন্ধু নিয়ে তুমি থাক, আমার বন্ধুর কাছে আমি যাই। ( প্রস্থানোদ্যোগ ) মহারাণি! একটা কথা নাঃ তোমাকে আর ব'লে কি হবে?

মন্দাকিনী। কি, কি, বলতে চাও তুমি বৃদ্ধ? বলবে তো এই যে, পুত্রস্নেহে অন্ধ হ'য়ে আমি পতিভক্তি রসাতলে দিয়েছি? জানি মন্ত্রি জানি, কিন্তু তোমারা শুধু আমার হাতে তাঁর অপমানটাই দেখবে, তাঁর হাতে আমার লাঞ্ছনাটা কেউ দেখবে না?

কর্ণ। লাঞ্ছনা তোমার প্রাপ্য।

মন্দাকিনী। প্রাপ্য নিয়েই যখন কথা, আমার ছেলের প্রাপ্য আমি, তাকে দিয়েছি।

কর্ণ। কিন্তু তুমি বুঝলে না, কি ছিল তোমার, আর কি হারালে। এর জন্য একদিন তোমার অশ্রুজল বাধা মানবে না। [ প্রস্থানোদ্যোগ।

সুকণ্ঠ। ওহে মন্ত্রি, শোন—শোন; যার চেয়ে যার বেশী দরদ, তাকে কি বলে জান?

কর্ণ। এর উত্তর আমি দিতে পারতুম, যদি হাতে চাবুক থাকতো।
[ প্রস্থান।

সুদর্শন। মহারাজ! এখানে তোমার জয়ধ্বনি দিতে কেউ নেই, সমগ্র সুবর্ণপুরের পক্ষ থেকে আমি একাই দেবো তোমার জয়ধ্বনি—

সুকণ্ঠ। থাক্—থাক্ আর জয়ধ্বনিতে কাজ নেই। তুমি যাও।

সুদর্শন। যথা আজ্ঞা।
[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। মা! রাজমাতা বড়, না রাজরাণী বড়? ওকি, তোমার চোখ দুটো চকচক্ ক'চ্ছে কেন? জল আসছে না কি? অমন পাপ ক'রো না মা! বেশ করেছ তুমি, বেশ করেছ। সীতা স্বামীর সঙ্গে

বনে গিয়েছিল, শৈব্যা স্বামীর জন্য ক্রীতদাসী হয়েছিল,—তাদের মাথা খারাপ। বৃদ্ধ স্বামী আর জীর্ণ বস্ত্রে কোন ভেদাভেদ নেই।

[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। আমার দোষ? কেন? সবাই যদি প্রাপ্য বুঝে নিতে পারে, আমার ছেলের প্রাপ্য আমি বুঝে নেবো না? পিতা যদি পুত্রকে বলি দিতে চায়, পুত্র কি পিতার হস্ত থেকে শাসন-দণ্ড কেড়ে নিতে পারে না? তাতে জগৎ যদি থুৎকার দেয়, পদাঘাত করি জগতের মাথায়।

[ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

বাণীর প্রবেশ

বাণী। তাই তো, রাত্রি যে ভোর হ'য়ে গেল। এখনও কি দরবার শেষ হয় নি? মনটা এমন চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ছে কেন? বিচার কি হ'লো কে জানে?

কর্দ্দম। ( নেপথ্যে ) বৌরাণি!—

বাণী। কে কর্দ্দম? এসো।

কর্দ্দমের প্রবেশ

কর্দ্দম। বৌরাণি!—

বাণী। কি হয়েছে কর্দ্দম?

কর্দ্দম। একেবারে।

বাণী। কি বিচার হয়েছে, বল।

কর্দ্দম। একেবারে বলি!

রাণী। বলি! কার?

কর্দ্দম। সেনাপতির আর যুবরাজের।

রাণী। কি—কি বল্‌লে?

কর্দ্দম। আর বলাবলি! গাধার পিঠে চড়িয়ে নগর ঘুরিয়ে এনে একেবারে বলি।

রাণী। বল কি? কৈ আমি তো একথা—কার কাছে শুনলে? কে করলে বিচার? কে দিলে বলি?

কর্দ্দম। কে আবার দেবে?

রাণী। তবে?

কর্দ্দম। বলি তো হয় নি, হবার কথা ছিল; কিন্তু হ'লো না।

রাণী। মহারাজ তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করলেন?

কর্দ্দম। তা কি হয়?

রাণী। তবে কি খুলে বল। যুবরাজের কি প্রাণদণ্ড হয়েছে?

কর্দ্দন। হয়েছে তো! কিন্তু—

রাণী। কিন্তু কি?

কর্দ্দম। একেবারে।

রাণী। দূর হও অপদার্থ!

কর্দ্দম। অপদার্থ? বললেই হ'লো? জান আমি যদি রাগি, একেবারে—

রাণী। বেরিয়ে যাও।

কর্দ্দম। তুমি বেরিয়ে যাও। ওঃ—ভারী তো রাণী। রাণী হয়েছ তো কি হয়েছে?

রাণী। রাণী হয়েছি কি রকম?

কর্দ্দম। তবে আর বলছি কি? একদিনে একেবারে রাণী—

বাণী। ( বিরক্তিভাবে ) আঃ—আরে কিসের রাণী, কার রাণী।

কর্দ্দম। ( সমান রাগিয়া ) আমার।

বাণী। কে আছিস, চাবুক নিয়ে আয়।

কর্দ্দম। চাবুক মারলেই হ'লো? পিঠের আর দাম নেই! তোমার সোয়ামী না হয় রাজাই হয়েছে, তা ব'লে—

বাণী। কে রাজা হয়েছে? যুবরাজ?

কর্দ্দম। একেবারে।

বাণী। আর মহারাজ?

কর্দ্দম। কারাগারে।

বাণী। কারাগারে! পিতা বর্ত্তমানে পুত্র বসবে সিংহাসনে আর পিতার স্থান কারাগারে! কে করলে এ বিচার?

কর্দ্দম। খানিকটা রাণী-মা, আর খানিকটা যুবরাজ।

বাণী। কর্দ্দম! আমাকে একবার মহারাজের কাছে নিয়ে যেতে পার?

কর্দ্দম। কারও যাবার আদেশ নেই বৌরাণি! যে যাবে; সে মরবে!

বাণী। তবু আমি যাবো, পার কোন উপায় কর্‌তে?

কর্দ্দম। তুমি বল্‌লে পারি।

বাণী। না থাক্।

কর্দ্দম। আমার গর্দ্দান যাবে ব'লে? গেলেই বা; ভারী তো শালার গর্দ্দান। তৈরী থেকো তোমায় নিয়ে যাবো। আর দেখ যুবরাজের রকম-সকম বড় ভাল মনে হ'চ্ছে না। ঐ ব্যাটা সেনাপতির সঙ্গে কি যেন মৎলব আঁটছে। বোধ হয় আবার কোন মেয়েমানুষ ধ'রে আনবে।

বাণী। বল কি।

কর্দ্দম। একেবারে।—দেখ বৌরাণি একটা কথা বলবো?

বাণী। কি ?

কর্দ্দম। এই—মানে—আমায় তো আর কেউ কোন কাজের ভার দেয় না ; দিলে আমি করতে পারি ! তুমি যদি বল আমি একটা ভাল কাজ করতে পারি।

বাণী। কি ?

কর্দ্দম। ঐ শালা সেনাপতিকে আমি একেবারে—

বাণী। কি ?

কর্দ্দম। ভবের পার করে দেবো। ও থাকতে তোমার শান্তি নেই।

বাণী। না—না—কর্দ্দম, ছি।

কর্দ্দম। এই রে ছুড়ীগুলো আসছে, আমি যাই। তবে একদিন ওকে আমি দেখে নেবো, একেবারে !

[ প্রস্থান।

বাণী। ঐশ্বর্য্যের কি এতই মোহ ?

গীতকণ্ঠে বন্দিনীগণের প্রবেশ

বন্দিনীগণ। গীত

ঐ পূব অচলে সোণার রবি উঠলো।
তোমার গলে মালা দিতে কত যে ফুল ফুটলো।
আজকে তোমার পোয়াবারো হ'য়ে গেছে বাজীমাৎ,
আপনি ফাঁসি গলায় দিয়ে শত্রু হ'লে কুপোকাৎ।
বাইরে এসো, হাসিগানে—
বইছে জগৎ উজান টানে,
তোমার তরে আনন্দের আজ ফোয়ারা যে ছুটলো।

বাণী। তোমরা কি আমায় অভিনন্দন জানাতে এলে ? ফিরিয়ে নাও তোমাদের অভিনন্দন। আমি চাষার মেয়ে, রাণী হওয়ার কোন আকাঙ্খা আমার নেই !

৫মা বন্দিনী। সে কি বৌরাণি? আজই তোমাদের অভিষেক। রাণী-মা বললেন তোমাকে সাজিয়ে দিতে।

বাণী। রাণী-মাকে গিয়ে বল, তিনি তাঁর ছেলের অভিষেক করুক, আমার নয়।

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। কেন বাণি !

বাণী। মা! পিতা বর্ত্তমানে যুবরাজ সিংহাসনে বসবেন, এ তোমার বিধান?

মন্দাকিনী। না, আমার শ্বশুরের। তিনি তাঁর পৌত্রকেই সিংহাসন দিয়ে গেছেন, পুত্রকে নয়।

বাণী। কারণ?

মন্দাকিনী। তিনি জানতেন, তাঁর পুত্র বিষয়-বুদ্ধিহীন, তাঁর হাতে রাজ্যরক্ষা হবে না।

বাণী। কিন্তু এতদিন তো তিনি রাজ্যরক্ষা, ক'রে এসেছেন। রাজ্যের এককণাও তো খ'সে যায় নি! কোন্ রাজ্যে কোন্ রাজার শাসনে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করতো? রাজ্যটা ধ্বংস হ'তে বসেছে বরং তোমার পুত্রের শাসনে। এই এক বছরে রাজ্যময় যে আগুন তিনি জ্বালিয়েছেন, সে আগুনে কি প্রজাদের আরও পোড়াতে চাও?

মন্দাকিনী। কি বলছো তুমি?

বাণী। এ তো সোজা কথা মা! তুমি কি মহারাজকে তোমার শ্বশুরের চোখ দিয়ে দেখ্‌বে? নিজের চোখে যা দেখেছ, সে কি সব ভুল?

মন্দাকিনী। তুমি জান না বাণি, এ ছাড়া উপায় ছিল না; তাঁর আদেশ কখনো টলে না; তিনি সুকণ্ঠের প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন।

বাণী। আমরা তাঁর পায়ে ধ'রে আদেশ প্রত্যাহার করতে পারতুম না মা?

মন্দাকিনী। না, প্রাণদণ্ড নিশ্চয়ই হ'তো।

বাণী। তাই যদি হয়, অপরাধীরই শাস্তি হ'তো। কিন্তু তোমার ছেলে যে বিনাপরাধে কত লোকের প্রাণদণ্ড দিয়েছে, সে কথা কি তুমি ভুলে গেছ? নিজের ছেলেটাকে বিপদের মুখ থেকে টেনে এনে পক্ষপুটে লুকিয়ে রাখলে, আর তোমার হাজার হাজার প্রজা যে না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌ছে, তার কি প্রতিকার করেছ মা?

মন্দাকিনী। যমে নিলে আমি কি করবো?

বাণী। যমে নেয় নি মা, তোমরা যমের মুখে তুলে দিয়েছ! মা! তোমার ছেলে আমার স্বামী, স্বামীর মৃত্যু কোন নারীরই কামনা করিতে নেই। তবু আমার মনে হয়, হাজার হাজার নির্দ্দোষের প্রাণ যাওয়ার চেয়ে একজন অপরাধীর মৃত্যু হওয়াই ভাল ছিল।

মন্দাকিনী। হতভাগি! রাক্ষসি! তুই বলিস কি? আমার ছেলের মাথা কাটা যাবে, আর তুই দু'হাত পুরে রাজভোগ খাবি? এমন কাল সাপ আমি ঘরে এনেছি? আজ তার অভিষেক—আর তুই তার মৃত্যুও কামনা কর্‌ছিস।

বাণী। একবার নয়, সহস্রবার। দেবতার কাছে মাথা খুঁড়ে বহুদিন প্রার্থনা করেছি, তার সংশোধন হোক। তা যখন হলো না, আজ মনে প্রাণে প্রার্থনা ক'চ্ছি তার মৃত্যু হোক।

মন্দাকিনী। চাষার মেয়ে তুমি তোমার কাছে এর চেয়ে আর বেশী আশা করাই আমার ভুল হয়েছিল। ইতর জন্তুরও আপন-পর জ্ঞান থাকে তোমার তাও নেই।

বাণী। আমরা চাষার জাত, অত আপন-পর জ্ঞান যদি আমাদের থাকৃতো, তাহলে তোমাদের একদিনের আহারও জুটতো না।

মন্দাকিনী। খুব হয়েছে, যথেষ্ট পতিভক্তি দেখিয়েছ।

বাণী। পতিভক্তি? ও কথাটা আর তুমি উচ্চারণ ক'রো না। অমন দেবতার মত স্বামীকে যে বিনা দোষে কারারুদ্ধ করে—

সুকণ্ঠের প্রবেশ

সুকণ্ঠ। রাজনীতির কথায় চাষার মেয়ের প্রয়োজন কি?

বাণী। প্রয়োজন হ'তো না, যদি ঐ রাজনীতির চাপে অসংখ্য চাষার প্রাণ না যেতো। চাষা ব'লে যতই আমাদের অবজ্ঞা কর, একথা সহস্রবার বলবো, চাষার মেয়েরা স্বামীকে কারাগারে ঠেলে দেয় না, চাষার ছেলেরাও পরের বৌদের নিয়ে টানাটানি করে না।

সুকণ্ঠ। শোন মা, এমন কালসাপ নিয়ে আমি সিংহাসনে বস্‌বো না!

মন্দাকিনী। আমিও বসতে দেবো না।

বাণী। দিলেও আমি বসবো না। জগতে যার তুলনা নেই, তেমন পিতাকে কারারুদ্ধ করে যে সিংহাসন তুমি পেয়েছ, তার অংশ আর যেই নিক, আমি নেবো না।

মন্দাকিনী। তাহ'লে আবার আমি ছেলের বিবাহ দেবো।

বাণী। ভালই হবে। দেশের মেয়েগুলো তবু একটু শান্তি পাবে।
[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। শোন সুকণ্ঠ, আমি এ অবাধ্যতার ভীষণ শাস্তি দেবো।

সুকণ্ঠ। দেবে বই কি মা! না দিলে কি চলে। তবে ও চাষার মেয়ে, শাস্তির মর্ম্ম কিছু বুঝবে না। ও সব গোখরো সাপের জাত. আঘাত পেলেও কামড়াবে, না পেলেও কামড়াবে।

মন্দাকিনী। বেশ, দেখাই যাক্ আমি কালই তোমার বিবাহ দেবো।

সুকণ্ঠ। বিবাহটা থাক্ না মা! সত্যই তো আমি লোক ভাল নই! মেয়েদের বাইরে থেকেই আমি ভালবাসতে পারি ঘরে, এলে আর ভাল লাগে না।

মন্দাকিনী। স্তব্ধ হও নির্ব্বোধ! তোমার লজ্জা করে না?

সুকণ্ঠ। আমার কেন লজ্জা কর্‌বে মা? আমি শৈশব থেকে তোমার হাতেই গড়া। লজ্জা হবে তোমার।

মন্দাকিনী। আমার! মহারাজকে কারারুদ্ধ করতে আমি তোমার বলেছি।

সুকণ্ঠ। তাঁর হাত থেকে শাসন দণ্ড কেড়ে নিতে আমি বলেছি? তুমিই দিয়েছ আঘাত, আমি একটু রঙ্‌ চড়িয়েছি মাত্র।

মন্দাকিনী। তুমি বিবাহ করবে কি না?

সুকণ্ঠ। না দেবি, পতিদেবতার উপর যে ভক্তি তুমি দেখিয়েছ, তাতে কাহাকেও পাণিগ্রহণের ইচ্ছা আর আমার নেই। বেঁচে থাক ওই চাষার মেয়ে, সে একাই আমার মুণ্ডপাত করতে পারবে।

নীলকণ্ঠের প্রবেশ।

নীলকণ্ঠ। বাবা!—

সুকণ্ঠ। এইখানেই আমার পরাজয়। আমার কারও কাছেই লজ্জা নেই, শুধু মাথা হেঁট হ'য়ে আসে তোর কাছে।

নীলকণ্ঠ। হাঁ বাবা, তুমি তোমার বাবাকে না বন্দী করেছ? তাহ'লে আমি ও বড় হ'লে তোমাকে বন্দী করবো?

সুকণ্ঠ। করবে বই কি মাণিক! এ বড় সৎকাজ!

নীলকণ্ঠ। বাবা! আমার একটা কথা শুনবে!

সুকণ্ঠ। না বাবা আমার কান রাহুতে ভক্ষণ করেছে!

মন্দাকিনী। নীলকণ্ঠ চোখ দুটি ছল ছল ক'চ্ছে কেন! এদিকে আয়

সুকণ্ঠ। দেখ মা, ও চাষার মেয়ের গর্ভে জন্মেছে। ওকে তুমি স্পর্শ ক'রো না। ওর মার হাতেই ওকে ছেড়ে দাও। তাতে ও রাজা হবে না সত্য, কিন্তু মানুষ হবে।

[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। কাঁদছিস্ নীলকণ্ঠ? কেন? দাদু তোর কে? জানিস, তাঁর হাতে তোর বাপের প্রাণদণ্ড হয়েছিল?

নীলকণ্ঠ। মা কি বলেছিলেন জান? "শাসন করা তারেই সাজে, সোহাগ করে যে।"

মন্দাকিনী। খবরদার, তুই তোর মার কাছে যাস নে।

নীলকণ্ঠ। রাজি আছি, যদি তোমার ছেলে তোমার কাছে না আসে।

মন্দাকিনী। তোর মায়ের সঙ্গে আমার তুলনা? তোর মা চাষার মেয়ে।

নীলকণ্ঠ। মায়ের তো জাত নেই। মা—মা। চাষা বরং সে, যে ছেলের কাছে মায়ের নিন্দে করে।

মন্দাকিনী। এও তো দেখছি, গোখরো সাপ। দূর হ'য়ে যা বাড়ী থেকে।

নীলকণ্ঠ। বাড়ী তোমার নয়, আমার। দু'দিন পরে বাবাকে তাড়িয়ে আমি সিংহাসনে বসবো।

মন্দাকিনী। নীলকণ্ঠ!

নীলকণ্ঠ। রাখ তোমার চোখরাঙানি। আর তোমাকে কিসের ভয়? তুমি তো আর রাণী নাও, রাণী আমার মা। এতদিন মুখনাড়া দিয়েছ, দেখবো এবার কত মুখনাড়া সইতে পার।

[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। হুঁ, বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটন করবো।

[ প্রস্থান।

## পঞ্চম দৃশ্য

জনার্দ্দনের গৃহ

জনার্দ্দন ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

জনার্দ্দন। লক্ষ্মী, আজ মনটা এমন কাঁদছে কেন বল্‌তে পার? পূজোয় ব'সে কিছুতেই মনটাকে স্থির করতে পারলুম না। কেবলি মনে হচ্ছিল, ঠাকুর যেন কাঁদছে।

লক্ষ্মী। ওসব মনের বিকার।

জনার্দ্দন। না লক্ষ্মি, ঠিক এমনি প্রাণ কেঁদেছিল আর একদিন। দূর গ্রাম থেকে ফিরে আসছিলাম, মনে হচ্ছিল, কি যেন আমার হারিয়েছে। ঘরের দোরে এসে "মা মা" ব'লে ডাকলুম, কেউ সাড়া দিলে না। আগল ভেঙ্গে ঘরে এসে দেখি, মা আর বাবা দুজনেই মৃত, মাণিক জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান।

লক্ষ্মী। থাক্—থাক্, ওসব কথা আর ভেবো না।

জনার্দ্দন। ভাবিয়ে দেয় লক্ষ্মী! তোমার মুখের দিকে যখন চাই, তখন আবার আমায় ভাবিয়ে দেয়। একদিন ঘরে এসে হয়তো দেখবো, তুমিও তেমনি ক'রে ম'রে প'ড়ে আছ।

লক্ষ্মী। তোমার অসাক্ষাতে আমি মরবো, এত পাপ তো করি নি। মরতে হয়, তোমার কোলে মাথা রেখেই মরবো। আর তোমাদের ফেলে মরবোই বা কেন?

জনার্দ্দন। কেন? রাজার দুলালী তুমি, আমার ঘরে এসে যে কষ্ট সহ্য করছো, আমি কি তা জানি না? কোথায় সে সোণার পালঙ্ক, কোথায় রাজভোগ, আর কোথায় ভিজে মাটিতে মলিন শয্যা, শালিধানের মোটা ভাত।

লক্ষ্মী। এতেই আমার স্বর্গসুখ।

জনার্দ্দন। জানি। কিন্তু আমার যে সয় না, লক্ষ্মি। ছেঁড়া কাপড় প'রে তুমি যখন উঠান ঝাঁট দাও, আমার বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ে।

লক্ষ্মী। তুমি জান না, নারীর প্রাণ ঐশ্বর্য্যে ভরে না, ভরে ভালবাসায়।

জনার্দ্দন। ভালবাসা কেমন, তা জানি না; আমার প্রাণে ভালবাসা আছে কি না কে জানে?

লক্ষ্মী। আছে, তাতেই আমি স্নান করেছি! ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলছো? আমি যে ঐশ্বর্য্য পেয়েছি, রাজার ঘরেও তা মেলে না।

জনার্দ্দন। কি জানি, কি তুমি বলছো!—কিন্তু এরা তো এখনো এলো না। অক্রুর, ভূষণ, আরও যাদের ধ'রে নিয়ে গেছে, কেউ তো ফিরলো না, লক্ষ্মি! আর তো আমি অপেক্ষা করতে পারি না।

লক্ষ্মী। আজও যদি না আসে. কাল তোমায় যেতে হবে।—কিন্তু মাণিক কোথায় গেল? সেই সকালে বেরিয়েছে, এখনও এলো না।

ছদ্মবেশী দূতের প্রবেশ। সুদর্শন

দূত। আপনার নাম জনার্দ্দন? ভালই হয়েছে। দেখুন আমি রাজবাড়ী থেকে আসছি।

লক্ষ্মী। রাজবাড়ী থেকে। বলতে পার, এরা সব আসছে না কেন?

দূত। সেই কথাই বলছি। আর তারা আসবে না। কাল তাদের সবাইকে মশানে বলি দেওয়া হবে।

জনার্দ্দন ও লক্ষ্মী। বলি!

দূত। আজ্ঞে। ঐ যে একটি ছোকরা—ভূষণ না শাসন—কি বলে? মরায় আগে সে আপনাকে দেখ্‌তে চায়। যাবেন?

জনার্দ্দন। যাবো, বলি দেখতে নয়, বলি রোধ করতে।

লক্ষ্মী। কি ক'রে ?

জনার্দ্দন। একদিন যুবরাজের সেবা করেছিলাম, আজ তার প্রতিদান চাইবো।

লক্ষ্মী। উপকারের প্রতিদান ?

জনার্দ্দন। বড় লজ্জার কথা। কিন্তু বিনাদোষে এতগুলো লোকের প্রাণ যাওয়া আরও লজ্জার কথা। আমি যাবো—আমি যাবো !

দূত। আচ্ছা, আমি বাইরে বস্‌ছি, আপনি তাড়াতাড়ি আসুন।

[ প্রস্থান।

লক্ষ্মী। যুবরাজকে তুমি চেন না ?

জনার্দ্দন। চিনি লক্ষ্মি ! হয়তো সে কোন অনুরোধ রাখবে না। যদি না রাখে, তাদের বিনিময়ে আমার প্রাণটা দিয়ে আসবো।

লক্ষ্মী। পারবে ?

জনার্দ্দন। কেন পারবো না লক্ষ্মি ? তারা যে আমার ভাই, আমার সুখ-দুঃখের সাথী।

লক্ষ্মী। তুমি জয়যুক্ত হও।

জনার্দ্দন। আর তো দেরী করা চলবে না, আমি আসি লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী। একটু অপেক্ষা কর, তুমি এখনো অনাহারী।

জনার্দ্দন। তা হোক, এমন অনাহার আমাদের অনেক সইতে হয়।

লক্ষ্মী। কালই প্রাণদণ্ড হবে, না ? তবে তো তোমাকে আজই যেতে হয়। কিন্তু—কেন জানি না, মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। যেন এ জন্মে আর—আর....কেন এ দুর্ব্বলতা ? আচ্ছা, তুমি যাও—না একটু দাঁড়াও, ভালো ক'রে তোমায় দেখে নিই।

জনার্দ্দন। লক্ষ্মি !—

লক্ষ্মী। নারী বড় দুর্ব্বল, না ? কিন্তু—আচ্ছা যাও, কিন্তু ব'লে যাও, বিশেষ কারণ না হ'লে কাউকে আঘাত করবে না।

জনার্দ্দন। শপথ ক'চ্ছি লক্ষ্মি, তোমার কথা আমি রাখবো। লক্ষ্মি! তুমি তো সবই বোঝো, যদি আমি আর না ফিরি, আমার মাণিককে তুমি দেখো, আর আমার সাতপুরুষের ভিটেয় সন্ধ্যা প্রদীপ দিও।

[ প্রস্থানোদ্যোগ।

লক্ষ্মী। একটু দাঁড়াও। ( প্রণাম করিল।

জনার্দ্দন। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

[ প্রস্থানোদ্যোগ।

ভৃত্যবেশী সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। আপনিই কি রাজকন্যা?

লক্ষ্মী। কোথা থেকে আসছো তুমি?

সুদর্শন। নন্দীপুর থেকে। বলুন, আপনিই কি রাজকন্যা?

জনার্দ্দন। হ্যাঁ।

সুদর্শন। আর আপনি বুঝি—হাঃ-হাঃ-হাঃ। কথাটা শোনা ছিল, চোখে দেখি নি। নমস্কার বরাতের জোর, বুঝলেন? আপনার হ'চ্ছে—যাকে বলে পাতা-চাপা কপাল, নইলে চাষার ঘরে এমন রূপে গুণে—

লক্ষ্মী। কি প্রয়োজন, তা বল।

সুদর্শন। বলছি, তা বেশ। এই বুঝি আপনার ঘর? বর্ষার জল-টল পড়ে না তো?

লক্ষ্মী। পড়ুক বা না পড়ুক, সে কথায় তোমার দরকার কি?

সুদর্শন। না, দরকার আর কি? তবে রাণী-মা আক্ষেপ করেন কিনা, আমার এমন লক্ষ্মী প্রতিমাকে বাঁদরের হাতে দিয়েছি।

লক্ষ্মী। মা বলেছেন?

জনার্দ্দন। ঠিক কথাই বলেছেন তবে যার হাতে দিয়েছেন, বাঁদর শুধু সে নয়, যারা দিয়েছেন, তাঁরাও তাই।

সুদর্শন। কথাটা শুনে রাজা ভারী সন্তুষ্ট হবেন।

লক্ষ্মী। আমরা তোমার রাজার প্রজাও নই, ভৃত্যও নই। তুমি এখন দূর হও।

সুদর্শন। দূর হবো কি রকম? আমি যে আপনাকে নিতে এসেছি।

লক্ষ্মী। তার অর্থ?

সুদর্শন। অর্থ আর কি? মহারাজ মৃত্যুশয্যায়।

লক্ষ্মী। মৃত্যু তাঁর এখনো হয় নি?

জনার্দ্দন। ছি লক্ষ্মি অবুঝ হ'য়ো না।

লক্ষ্মী। এই তো তোমার বক্তব্য? তা হ'লে এখন বিদায় হও।

সুদর্শন। আপনি আসুন।

লক্ষ্মী। কোথায় যাবো আমি? নন্দীপুর। সে আর এ জন্মে নয়।

জনার্দ্দন। তুমি বল কি লক্ষ্মি? তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায়—

লক্ষ্মী। আমি এখানে ব'সেই তার সদগতি কামনা করবো।

জনার্দ্দন। না—না লক্ষ্মি, যতই অপরাধী হোন, পিতার মনে দুঃখ দিও না। মৃত্যুর সময় তিনি তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন, তোমার আর অভিমান সাজে না।

লক্ষ্মী। তুমি ভুল বুঝেছ। পিতা কন্যাকে ডেকে পাঠান নি, রাজা ডেকেছেন চাষী-বৌকে। কেন যাবো আমি? তার যেমন একটা রাজ্য আছে, আমারও আছে একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। এ রাজ্যের রাণী আমি আমার মর্য্যাদা কারও চেয়ে কম নয়।

জনার্দ্দন। লক্ষ্মি। তুমি শুধু রূপে লক্ষ্মী নও, গুণেও লক্ষ্মী। থাক্ তোমার গিয়ে কাজ নেই। তুমি চাষীর বৌ, রাজকন্যা বলে আর কখনও তোমার ব্যঙ্গ করবো না। আমি জানি, সেখানে গেলে তুমি এমন শতছিন্ন মলিন বসনেই তাদের মাঝখানে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে। তারা তোমাকে কৃপা করবে, তোমার পাতার কুটিরকে ব্যঙ্গ

করবে, তোমার স্বামীর নিন্দায় শতমুখ হ'য়ে উঠবে ; তুমি তা সইতে পারবে না, হয়তো দক্ষযজ্ঞে সতীর মত আত্মহত্যা করবে। সে দুঃখ আমি সইতে পারবো না। ওগো আমার ঘরের লক্ষ্মী, অনশন অর্দ্ধাশনে তুমি আমার কুঁড়েঘরে বাঁধা থাক ; তুমি যেও না।

[ প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে আমার মাটির স্বর্গ, তুই আমায় এমনি ক'রেই জড়িয়ে রাখ্।

সুদর্শন। আপনি দেরী কচ্ছেন কেন? আসুন।

লক্ষ্মী। তুমি যাও আমি দোর বন্ধ করবো।

সুদর্শন। আপনি তাহ'লে—

লক্ষ্মী। না—না, আমি যাবো না। যাও, যাও বলছি।

সুদর্শন। ( স্বগত ) আচ্ছা' র'সো।

[ প্রস্থান।

লক্ষ্মী। তাইতো, মাণিক এখনো ফিরলো না কেন? নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে। মাণিক! মাণিক!

কৃষকবেশী দূতের প্রবেশ।

দূত। ওগো, তোমাদের মাণিককে যে রাজার লোকেরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষ্মী। সে কি! মাণিককে? কেন?

দূত। তা কি জানি! এখনো হাতে পায়ে ধ'রে ঠেকাও, নইলে একদম গর্দ্দান—

লক্ষ্মী। কই, কোথায়?

দূত। শীগ্‌গিরি এস।

লক্ষ্মী। মাণিক! মাণিক! ভগবান্! রক্ষা কর।

[ উভয়ের প্রস্থান।

মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক। বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে। বৌদি নিশ্চয়ই রাগ ক'রে ব'সে আছে। হুঁ-হুঁ, আমিও রাগ ভাঙ্গাতে জানি। ঠাকুরপূজোর জন্যে এমন নীলপদ্মের কুঁড়ি এনেছি, দেখলেই রাগ জল হ'য়ে যাবে। তা ব'লে আগে দেখাচ্ছিনে। দেখি কত রাগ করতে পারে! বৌদি! ও বৌদি! বৌদি!—কি রকম, কথাই বলছে না যে! নিশ্চয় ঘুমিয়ে আছে। ও বৌদি! বৌদি—

গীতকণ্ঠে কুমতির প্রবেশ।

কুমতি। গীত।

সে আর আসবে না রে, আসবে না।
আকাশ-পরী উড়ে গেছে, তোর ঘরে আর হাসবে না।

মাণিক। এ তুমি কি বলছো?

কুমতি। গীত।

যা বলি শোন ওরে গাধা,
পরের তরে মিছে কাঁদা,
স্বর্গ-পরী মাটির মানুষ তোদের ভালবাসবে না।

মাণিক। অ্যাঁ!

কুমতি। গীত।

তোরা যে তার চোখের বালি,
দিয়েছে তাই কুলে কালি,
যতই কাঁদিস, চোখের জলে কঠিন সে বুক গলবে না।

প্রস্থান।

মাণিক। বৌদি! বৌদি! তুমি শেষে এই করলে? আর আমায় কোলে নেবে না? আর মুখে চুমো খাবে না? মাকে হারিয়ে তোমাকে

পেয়েছিলুম, তুমিও চ'লে গেলে ? আমরা চাষা ব'লে ঘেন্না ক'রে চ'লে গেলে বৌদি ? তবে এলে কেন ? ঘর যে অন্ধকার !

Drop Scene

## গীত

বন্ধু, আবার আসিও।
যদি আসে দিন, ফুরায়ে দুর্দ্দিন, আবার কুটিরে হাসিও।
নয়নের নীর নয়নেই থাক, তোমারে দিব না জানিতে,
সুখের মাঝারে সুখে থাক তুমি, আমরা যাব না টানিতে,
মোদের অদিনে তোমারে না চাই,
তোমার দুঃখে আছে হেথা ঠাঁই,
আমরা দিয়েছি চির-ভালবাসা, ( তুমি ) মাঝে মাঝে বাসিও।

[ প্রস্থান।

বাদ

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

তোরণ সম্মুখ

ভূষণ ও অন্যান্য চাষাগণের প্রবেশ।

ভূষণ। আর ভয় নেই ভাই সব, আমাদের রাজা ফিরে এসেছেন। আমাদের দুঃখ তাঁর মর্ম্ম স্পর্শ করেছে! আর আমাদের অভাব থাকবে না, আর আমাদের মা-বোনের ধর্ম্ম কাণাকড়ির দরে বিকিয়ে যাবে না।

চাষিগণ। জয় মহারাজ মণিকণ্ঠের জয়!

মন্দাকিনীর প্রবেশ।

মন্দাকিনী। না—না, বল. মহারাজ সুকণ্ঠের জয়!

অঙ্কুরের প্রবেশ

অঙ্কুর। মহারাজ সুকণ্ঠ!

মন্দাকিনী। হ্যাঁ, সুকণ্ঠই আজ রাজা।

ভূষণ। আর আমাদের সেই দয়ালু রাজা?

মন্দাকিনী। বন্দী।

সকলে। বন্দী!

ভূষণ। কে বন্দী করলে আমাদের প্রজাবৎসল রাজাকে?

মন্দাকিনী। তাঁর পুত্র।

অঙ্কুর। মহারাণীর ইঙ্গিতে বোধ হয়? চমৎকার!

মন্দাকিনী। অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না।

অর। আবার বলছি, চমৎকার। ঐশ্বর্যের এমনি মোহ যে পুত্রকে

ভুলিয়ে দেয় পিতৃভক্তি, পত্নীকে ভুলিয়ে দেয় সতীধর্ম্ম! কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে দিতে পারো দেবি,—রাজরাণী বড়; না রাজমাতা বড়? তোমারই প্ররোচনায় যে ছেলে তার পিতাকে বন্দী করেছে, সে কি একদিন তার মাকেও বন্দী করতে পারে না?

মন্দাকিনী। যাও, বেরিয়ে যাও।

ভূষণ। বেরিয়ে যাবার জন্য আমরা আসি নি। রাজা আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন।

মন্দাকিনী। কেন?

ভূষণ। ঐ চাল আমাদের মধ্যে বিলিয়ে দেবেন ব'লে।

মন্দাকিনী। ঐ আদেশ যার, তিনি আর রাজা নন।

অঙ্কুর। নূতন রাজা তাঁর আদেশ মানবেন না?

মন্দাকিনী। না।

অঙ্কুর। যোগ্য পুত্র বটে।

মন্দাকিনী। আবার? রাজনীতির কথা রাজা বুঝবে, আর রাজমাতা বুঝবে; তোমরা তার মধ্যে কথা কইবার কে? যাও, বেরিয়ে যাও, রাজপ্রাসাদ উন্মাদের স্থান নয়।

অঙ্কুর। উন্মাদের স্থান যদি নয় তবে আপনি আছেন কেন?

মন্দাকিনী। কথা বাড়িও না অঙ্কুর, আমি ভুলে যাবো যে তুমি আত্মীয়।

অঙ্কুর। মনে এখনো আছে?

মন্দাকিনী। বেরিয়ে যাও।

ভূষণ। চাল চাই।

মন্দাকিনী। এক কণাও পাবে না।

ভূষণ। চাল না নিয়ে আমরা যাবো না। আমরা দু'দশজন আসিনি যে, তোমাদের চোখরাঙানিতেই ফিরে যাবো। আমরা এসেছি

দশ হাজার। রাজার নিমন্ত্রণ পেয়ে উজানগাঁ ভেঙ্গে ছেলে বুড়ো স্ত্রী পুরুষ সবাই এসেছে ; শুধু হাতে এরা একজনও ফিরে যাবে না।

মন্দাকিনী। তাহ'লে সবাইকেই মরতে হবে।

ভূষণ। আর কি মরা বাকী আছে ? গোলায় নেই খাবার, ভিটেয় নেই ঘর, বুকে নেই আশা, দেহে নেই বল—সব কেড়ে নিয়েছে। আজ আমরা মরিয়া হ'য়ে এসেছি। চাল দাও চাল—

মন্দাকিনী। পাবে না।

ভূষণ। ভিক্ষে চেয়ে যদি না পাই, জোর ক'রে কেড়ে নেবো। রাজা, রাণী, রাজমাতা কারও কথা শুনবো না।

অঙ্কুর। সুতরাং হে দেবি, বেশী গোলমাল ক'রো না ! ভাল কথায় চাল দেবে তো দাও, নইলে স'রে দাঁড়াও, মাথার খুলি উড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

মন্দাকিনী। হীন চাষার এত স্পর্দ্ধা।

ভূষণ। স্পর্দ্ধা তোমারাই বাড়িয়েছ। আমরা যত সয়েছি, ততই তোমরা আঘাত করেছ। আর আমরা সইবো না। আমরা খাদ্য চাই, প্রাণ চাই, তোমাদেরই মত মান চাই, বাতাস চাই, পৃথিবীর বুকে তোমাদেরই মত সমান দর্পে চলতে চাই।

মন্দাকিনী। তোমাদের কথা হয়তো আমি শুনতে পারতুম ; কিন্তু তোমরা যুবরাজের মাথায় লাঠি চালিয়েছ ; তোমাদের কোন আবেদন আমি শুনবো না।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। কিন্তু আমি শুনবো।

মন্দাকিনী। রাণি ! কেন এলে তুমি জনতার সম্মুখে ?

রাণী। আমি যে চাষার মেয়ে, আমার আবার লজ্জা কি ?

মন্দাকিনী। তা ব'লে রাজকুলবধূ এমনি ক'রে উত্তেজিত জনতার সম্মুখে বেরিয়ে আসবে ?

বাণী। আমি আসবো না তো আসবে কে? আমি ছাড়া এদের দুঃখ বুঝবে কে?

মন্দা। দুঃখ বুঝেই বা তুমি কি করবে?

বাণী। প্রায়শ্চিত্ত করবো!

মন্দাকিনী। প্রায়শ্চিত্ত!

বাণী। স্বামীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই তো করতে হবে।

মন্দাকিনী। কিন্তু এরা কত অপরাধী তা জান? এরাই তোমার স্বামীকে আঘাত করেছিল।

বাণী। আঘাত করেছিল, মেরে তো ফেলেনি? সে দয়ার জন্য এদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

অঙ্কুর। ভূষণ! শুনছো ভূষণ, এই তোমাদের মহারাণী।

ভূষণ। সত্য? আপনি আমাদের রাণীমা? তবে বুঝি কূল পেয়েছি।

অঙ্কুর। ওদের ডাক, ডাক দশ হাজার চাষী ভাইকে, তারা আমাদের রাণীকে দেখে যাক্।

বাণী। রাণী আমি নই প্রজাগণ। আমি জানি, আমার শ্বশুর এখনো দেশের রাজা। তোমাদেরই মত পাতার কুটিরে জন্মেছি আমি। তোমাদেরই মত অনশনে অর্দ্ধাশনে আমারও দিন কেটেছে। আমি জানি উপবাসের জ্বালা, তাই তোমাদের সম্মুখে বেরিয়ে এসেছি। ভাইসব তোমাদের শাশ্বত ক্ষুধা আমি মেটাতে পারবো না জানি, কিন্তু তোমাদের সাময়িক ক্ষুধা মেটাতে পারবো। এস আমার সঙ্গে।

মন্দাকিনী। কি করবে?

বাণী। ঐ পাপের পাহাড় ধূলিসাৎ করবো।

মন্দাকিনী। সাবধান রাণি! অনধিকার চর্চ্চা ক'রো না বলছি।

বাণী। অনধিকার চর্চ্চা কেন মা? স্বামীর সঞ্চিত শস্যে স্ত্রীরই তো অধিকার।

মন্দাকিনী। কে দিয়েছে তোমায় অধিকার ?

বাণী। শাস্ত্র।

মন্দাকিনী। মানি না আমরা শাস্ত্র। আমার মুখের কথাই এই রাজ বাড়ীর শাস্ত্র। চাষার ঘর থেকে তোমায় এনে রাজপ্রাসাদে স্থান দিয়েছি: অধিকার দিয়েছি তোমায় রাজভোগের, বসন-ভূষণের, সোণার পালঙ্কে দুগ্ধ:ফেননিভ শয্যার, কিন্তু রাণীর অধিকার তুমি কখনও পাবে না। আমার ছেলে রাজা হ'লেও তুমি যে দাসী সেই দাসী।

অঙ্কুর। রাণীর অসম্মান আমরা সহ্য করবো না।

মন্দাকিনী। কি করবে ?

ভূষণ। খুন করবো।

মন্দাকিনী। বেরিয়ে যাও কুকুরের দল।

ভূষণ। ওরে, তোরা শুনেছিস ? আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে এরা পাহাড় জমিয়েছে, আবার আমাদেরই উপর চোখরাঙানি—আমরা কুকুর। আমাদের বাড়ীঘর গেল, বাপ-মা ম'লো, ক্ষেতের ধান তলিয়ে গেল যাদের অত্যাচারে, তারাই বলে আমাদের কুকুর।

অঙ্কুর। তবে তোরা এগিয়ে আয়। রাজপ্রাসাদের যেখানে যে আছে, সবার বুকে দাঁত ফুটিয়ে দে।

সকলে। জয় কালী জয় কালী। ( অগ্রসর )

জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। ক্ষান্ত হও।

ভূষণ। জনার্দ্দন !

জনার্দ্দন। ছি-ছি ! ভূষণ, তোমরা কি উন্মাদ হয়েছ ? চিরদিন অপকারের বিনিময়ে আমরা মানুষের উপকারই ক'রে এসেছি। এতেই আমাদের মহত্ব ! আমাদের পেটে ভাত নেই, চালে খড় নেই, তবু আছে গভীর ঘুম, তবু আছে পরলোকের আশা।

অক্রূর। পরলোকের আশায় পেট ভরে না জনার্দ্দন।

জনার্দ্দন। আমার তো ভরে। ফিরে এস ভাই সব ; লাঠির জোরে মাটি আমরা চাই না। দুঃখ আমাদের অনেক আছে সত্য, কিন্তু এই দুঃখই আমাদের গৌরব। এ গৌরবকে কোন প্রলোভনেই ম্লান ক'রো না।

ভূষণ। শুনবো না, কোন কথা শুনবো না আমরা, লুট করবো।

বাণী। কিছুই করতে হ'বে না। যাও, আমি চালের গোলা খুলে দিচ্ছি।

চাষিগণ। জয় মহারাণীর জয়।

[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। শোন বলি, আমার ছেলের মাথায় যারা লাঠি মেরেছে, তাদের একটা দানাও যে দেবে, তাকে মশানে বলি দেবো। তোমার লজ্জা হচ্ছে না ? ঘৃণা হ'চ্ছে না ? যত অপরাধই করুক সে, তার গায়ে যে কাঁটার আঁচড় দেয়, হোক সে পরমাত্মীয়, তবু সে তোমার শত্রু। কোথায় তুমি তাদের টুঁটী কামড়ে ধরবে, না তাদের আদর ক'রে রাজভোগ খাওয়াতে চাও ? তুচ্ছ চাষীদের কাছে তার উঁচু মাথাটা হেঁট করতে চাও ? খবরদার বাণি, তাহ'লে তোমার একদিন কি আমার একদিন ! [প্রস্থান-

জনার্দ্দন। আপনি কি আমাদের নূতন রাণী ? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

বাণী। জনার্দ্দন !—

জনার্দ্দন। কে বাণী ? তুমি আমাদের রাণী ? রাজা সুকণ্ঠ তোমাকে —তাইতো !....তুমি ভাল আছ বাণি ? বেশ সুখে আছ তো ?

বাণী। সুখে আছি বৈকি ! তোমার ঘরে গেলে অনাহারে দিন যেতো, মাথার উপর শ্রাবণের ধারা নেমে আসতো, আর এখানে দিবানিশি

ঐশ্বর্য্যের কোলে ব'সে আছি। সুখের কি অন্ত আছে? আমাকে বিবাহ না ক'রে তুমি আমার উপকারই করেছ।

জনার্দ্দন। বেশ, তুমি সুখেই থাক। কিন্তু ক্ষমা কর, তোমার মুখখানা অমন বিবর্ণ কেন? কে যেন কালী ঢেলে দিয়েছে। অমন সরল সুন্দর লক্ষ্মীর মত মুখখানা—

বাণী। চুপ কর।

জনার্দ্দন। ঠিক—ঠিক, কথাটা বলা ভাল হয়নি; ক্ষমা কর। আচ্ছা তাহ'লে আমি আসি। (গমনোদ্যোগ)

বাণী। শোন। আমার স্বামীকে তুমি রক্ষা করেছ?

জনার্দ্দন। ভগবান্ রক্ষা করেছেন?

বাণী। তাহ'লেও তুমি সেবা করেছ তো?

জনার্দ্দন। আমি নই, লক্ষ্মী।

বাণী। লক্ষ্মী কে?

জনার্দ্দন। আমার স্ত্রী।

বাণী। তুমি বিবাহ করেছ? (জনার্দ্দন বোকার মত হাসিল।) খুব সুখী হয়েছ, না? (জনার্দ্দন তৃপ্তির হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল) স্ত্রী খুব সুন্দরী? আমার চেয়ে?

জনার্দ্দন। সুন্দর কি কুৎসিত, আমি লক্ষ্য করি নি। তবে সে বড় ভাল, আর আমি তাকে বড় ভালবাসি। মাঝে মাঝে তোমার কথা মনে হ'লে বড় কষ্ট হ'তো। আজ মনে হ'চ্ছে, তোমাকে বিবাহ না ক'রে আমি মঙ্গল করেছি। আজ তুমি অনেক উপরে, আমি অনেক নীচে। তবু আশীর্ব্বাদ করছি বোন্ আমি যেমন সুখী হয়েছি, তুমি তেমনি সুখী হও।

বাণী। ফিরিয়ে নাও আশীর্ব্বাদ। এর নাম আশীর্ব্বাদ নয় আঘাতের উপর অপমানের কশাঘাত।

জনার্দ্দন। বাণি। বাণি।

বাণী। (গলা হইতে হার খুলিয়া জনার্দ্দনের হাতে দিল।) তোমার স্ত্রীকে দিও, তার সেবার পুরস্কার।

[প্রস্থান।

জনার্দ্দন। (কিছুক্ষণ হারছড়াটী নিঃশব্দে নাড়িয়া চাড়িয়া) ~~ফেলিয়া দিল।)~~ ভগবান্! আমাকে যেমন সুখী করেছ, বাণীকে তেমনি সুখী কর।

[প্রস্থান।

Screen

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

বন্দীশালা ও অলিন্দ

মণিকণ্ঠ ও কর্ণপুর

মণিকণ্ঠ। মন্ত্রি!

কর্ণপুর। মহারাজ।

মণিকণ্ঠ। আবার মহারাজ! মুর্খ, মহারাজ আমি নই, আমার ছেলে।

কর্ণপুর। আমার মহারাজ আপনি,—কারাগারেই থাকুন, আর বৃক্ষতলেই থাকুন।

মণিকণ্ঠ। সংসারে অনেক মুর্খ দেখেছি, কিন্তু তোমার মত আর কাউকে দেখিনি।

কর্ণপুর। আমি আর একটি দেখেছি!

মণিকণ্ঠ। কে?

কর্ণপুর। আপনি।

মণিকণ্ঠ। কেন? এক কথায় সিংহাসনটা ত্যাগ করে এলাম বলে?

যে রাজ্য আমার নয়, জোর ক'রে তা অধিকার ক'রে থাক্‌লে হ'য়তো বুদ্ধিমানের কাজ হ'তো না।

কর্ণপুর। অধর্ম্ম ক'রে না হয় নরকেই যেতেন, তবু হাজার হাজার প্রজার প্রাণরক্ষা হ'তো।

মণিকর্ণ। তা হ'তো বটে। আহা আমার গরীব প্রজারা আমার দীনদুঃখী প্রজারা না জানি কত নির্য্যাতিত হ'চ্ছে। সুকণ্ঠ হয়তো তাদের মশানে টেনে এনে বলি দেবে। তারা চোখের জলে ভাসবে, প্রতিবাদ কেউ করবে না। মন্ত্রি, তুমি একবার বাইরে যেতে পার ? গিয়ে তাদের বলবে,—তোরা মুখ বুজে সব সহ্য করিসনে,—অন্যায়ের গলা টিপে ধর, সবাই একজোট হ'য়ে হুঙ্কার দিয়ে জানিয়ে দে,—"মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

কর্ণপুর। সে যে রাজদ্রোহ, মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। এর নাম রাজদ্রোহ নয়, রাজভক্তি। রাজার অত্যাচার মুখবুজে সহ্য করার নামই রাজদ্রোহ। পিতৃভক্তি সে নয়, যে পিতার আদেশ অন্ধভাবে পালন করে ; পিতার অন্যায়কে চোখে আঙ্গুল দিয়ে যে দেখিয়ে দেয়, তাকেই বলে পিতৃভক্ত।

কর্ণপুর। আপনি কি বলছেন মহারাজ ? প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দিলে তারা যে রাজাকেই হত্যা করবে।

মণিকণ্ঠ। হত্যা ওরা করবে না মন্ত্রি। ওরা বাঁচতে চায়, মরতে চায় না। দেখ—দেখ মন্ত্রি, রাজপথে হাজার হাজার কঙ্কালসার নরনারী এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা জীবিত না মৃত ? কি বলছে ওরা ?

কর্ণপুর। বলছে, আমরা খাদ্য চাই—

মণিকণ্ঠ। আর কিছু বলছে না মন্ত্রি ? বলছে না যে পৃথিবীর ফল জল শস্যে তোমার আমার সমান অধিকার ? তুমি যদি খাও, আমাকেও দিতে হবে, না দিলে জোর ক'রে কেড়ে নেবো ? বলছে না এ কথা ?

কর্ণপুর। না।

মণিকুণ্ঠ। বলছে, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না ; আমি দেখতে পাচ্ছি, অত্যাচারে অবিচারে গণশক্তি জেগে উঠেছে।

কর্ণপুর। ওরা জাগে নি, আপনারই-মাথা খারাপ হয়েছে।

মণিকণ্ঠ। মন্ত্রি, তুমি বড় নিষ্ঠুর। যদি জানতে, কত দুঃখ আমার এই অভাগাদের জন্য—

কর্ণ। জানি মহারাজ, কিন্তু কোন উপায় নেই।

মণিকণ্ঠ। উপায় নেই, উপায় নেই, ধনীর পায়ের তলায় এমনি ক'রেই এ গরীবের জাত নিষ্পেষিত হবে।

বাণীর প্রবেশ

বাণী। বাবা।

মণিকণ্ঠ। কে? মা এসেছ? এস মা, এস। এই মুহূর্ত্তে আমার মনটা বুঝি তোমাকেই চাইছিল।

কর্ণপুর। রাজপথে প্রজারা এসে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে কেন, বলতে পার? কি চায় ওরা?

বাণী। খাদ্য।

মণিকণ্ঠ। কেউ দিলে না—না?

বাণী। আমি চালের গোলা খুলে দিয়েছি।

মণিকণ্ঠ। দিয়েছ? দিয়েছ? ওরা সাহস ক'রে নিচ্ছে তো? ওদের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে? আমায় একবার দেখাতে পারিস মা আমি দেখ্‌বো আমার প্রজাদের হাসি। অনেক দিন তারা খায় নি, অনেক দিন হাসে নি ; আজ পেট পুরে খাবে, আর মনের আনন্দে হাসবে।

কর্ণপুর। মহারাজ?—

মণিকণ্ঠ। তুমি থাম। কি ব'লে তোকে আশীর্ব্বাদ করবো মা? আমার

ঘরের লক্ষ্মী, কে বলে তুই ছোটজাতের মেয়ে? যা কেউ পারে নি, তুই তাই পেরেছিস্। তুই দেবী, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

কর্ণপুর। অন্নপূর্ণার কাঁধে মাথা থাকলে হয়।

মণিকণ্ঠ। কেন?

কর্ণপুর। একে চালের গোলা খুলে দেওয়া, তার উপর বন্দীশালায় প্রবেশ করা; কোনটাই কম অপরাধ নয়।

মণিকণ্ঠ। তাই তো তুমি কেন এলে মা?

বাণী। বাপের কাছে মেয়ে আসবে না বাবা?

মণিকণ্ঠ। শুনছো মন্ত্রি' শুনছো? ছেলে আমায় বন্দী করেছে, আর এই পরের মেয়ে নিজের প্রাণ তুচ্ছ ক'রে আমায় সম্ভাষণ করতে এসেছে।

কর্ণপুর। না এলেই ভালো হ'তো।

মণিকণ্ঠ। কোথায় তোকে লুকিয়ে রাখি মা আমার? আমার বুকের মধ্যে আয়, আমি আমরণ তোকে আড়াল ক'রে রাখ্‌বো।

কর্ণপুর। ছেড়ে দিন মহারাজ! বৌমা, তুমি চ'লে যাও।

বাণী। আমি যে আপনাদের নিতে এসেছি।

কর্ণপুর। অর্থাৎ আমাদের মুক্তি দিতে এসেছ? রাজাদেশ অমান্য ক'রে? তাতে তোমার নিজের কি দুর্দ্দশা হবে, ভেবে দেখেছ?

বাণী। হ'তে পারে প্রাণদণ্ড।

কর্ণপুর। তোমার মৃতদেহের উপর দিয়ে আমাদের মুক্তির রথ বড় সহজেই চলবে, নয়?

মণিকণ্ঠ। তোমার যদি আজ এই দশা হয়, তোমার ছেলের জীবনের বিনিময়ে তুমি মুক্তি নিতে পার?

বাণী। পারি, যদি বুঝি আমার জীবনের অনেক প্রয়োজন।

মণিকণ্ঠ। তুমি বেটী সত্যি চাষার মেয়ে।

বাণী। আমি আপনারই মেয়ে বাবা।

কর্ণপুর। অতএব আপনি চাষা।

মণিকণ্ঠ। কিন্তু আমাদের দিয়ে কার কি প্রয়োজন মিটবে মা।

বাণী। মিটবে বৈ কি বাবা! সেইজন্যই তো আপনাদের নিতে এসেছি। আমার মন বলছে, উজান গাঁয়ের চাষীদের উপর এইবার চরম অত্যাচার হ'বে।

মণিকণ্ঠ। অ্যাঁ! আরও অত্যাচার হবে? বাড়ী নেই, ঘর নেই. ক্ষেতের ধান তলিয়ে গেছে, তবু নির্য্যাতন ফুরুবে না? কেউ কি নেই যে এদের চাঙ্গা ক'রে তোলে,—এদের মুখে ভাষা দেয়,—এদের বুকে সাহস সঞ্চার করে?

কর্ণপুর। কেউ নেই মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। তবে আমরা যাবো, বলবো তাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে, "মানুষ আমরা নহি তো মেষ।"

কর্ণপুর। মহারাজ এক কথায় যিনি সিংহাসনটা ত্যাগ করতে পারেন, —রাজাদেশ অমান্য করা তাঁর সাজে না। শৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে আপনি যদি বাইরেই যেতে চান, আপনাকে সিংহাসনে বসতে হবে। রাজার অধীনে থেকে আইন অমান্য করা চলবে না।

মণিকণ্ঠ। সিংহাসনে আর আমি বসবো না মন্ত্রি!

কর্ণপুর। তবে আপনার যাওয়া হবে না।

মণিকণ্ঠ। কিন্তু আমার উজান গাঁয়ের প্রজারা—

কর্ণপুর। মরবে।

মণিকণ্ঠ। না—না, আমি তাদের রক্ষা করবো। দেখি, আমাকে হত্যা না ক'রে কেমন ক'রে সুকণ্ঠ তাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করে।

[ প্রস্থানোদ্যত।

সুকণ্ঠের প্রবেশ

সুকণ্ঠ। দাঁড়ান।

মণিকণ্ঠ। কে রাজা?

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ, আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছি, আপনি কি সাধারণ বন্দীর সঙ্গে কারাগারে থাকতে চান, না এই নির্জ্জন কক্ষে সসম্মানে থাকতে চান?

কর্ণপুর। সসম্মানে! বলতে লজ্জা হ'চ্ছে না? এর নাম সসম্মানে থাকা?

সুকণ্ঠ। মনে রাখবেন, আপনি রাজার সঙ্গে কথা বলছেন।

কর্ণপুর। রাজার সঙ্গে নয়, একটা দুগ্ধপোষ্য বালকের সঙ্গে।

সুকণ্ঠ। তার অর্থ?

কর্ণপুর। অর্থ এই, আমার রাজা তুমি নও, আমার রাজা মহারাজ মণিকণ্ঠ।

সুকণ্ঠ। আপনি জানেন, এই মুহূর্ত্তেই আমার পায়ের তলায় আপনার মাথাটা লুটিয়ে দিতে পারি?

কর্ণপুর। পার আমার ছিন্নমুণ্ডটা; যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ এ মাথা আর কারও কাছে নত হবে না।

সুকণ্ঠ। তাহ'লে আপনাকে মরতেই হবে।

কর্ণপুর। মরার ভয় তুমি করবে, আমি নই।

সুকণ্ঠ। সংযত হও বৃদ্ধ।

কর্ণপুর। সংযত হবো মানুষের কাছে। তুমি কি মানুষ? পিতা বর্তমানে তার সিংহাসন যে কেড়ে নেয়, পিতাকে যে কারারুদ্ধ করতে পারে, সংযম শেখাবে সে আমাকে? তুমি এত বড় পাপী যে তোমার মুখের দিকে চাইতেই আমাদের ঘৃণা বোধ হ'চ্ছে।

সুকণ্ঠ। তাহ'লে শোন মন্ত্রি!—

কর্ণপুর। কি শুনবো তোমার কাছে? উপদেশ দিতে হয়, তোমার পিতাকে দাও, আমাকে নয়। তোমার মত নরপশু—

বাণী। মন্ত্রিমশায়!

কর্ণপুর। ও,—হ্যাঁ, তোমার স্বামী। মনে ছিল না মা! সুকণ্ঠ, তুমি যতই অপরাধী হও, তুমি এই মহিয়সী বালিকার স্বামী। এই জন্যই মনটা মমতায় ভ'রে ওঠে।

সুকণ্ঠ। তোমার মমতায় আমার কোন প্রয়োজন নেই। কে আছ? (রক্ষীর প্রবেশ) এই বৃদ্ধকে শৃঙ্খলিত ক'রে কারাগারে নিয়ে যাও।

বাণী। না—না—না।

সুকণ্ঠ। চুপ, এ ব্যবস্থা তোমারও হবে। তোমার সেই আত্মীয়-স্বজনদের তো নির্ম্মূল করবোই, তোমাকেও চরম শাস্তি দেবো। যাও, নিয়ে যাও।

মণিকণ্ঠ। রাজা! আমার একটা কথা ছিল।

সুকণ্ঠ। নিয়ে যাও। (রক্ষীর সহিত কর্ণপুরের প্রস্থান) বলুন কি আপনার কথা?

মণিকণ্ঠ! আমাকে তোমার যা ইচ্ছা হয়, কর; কিন্তু আমার দীন দুঃখী প্রজাদের তুমি শান্তিতে থা'কতে দাও। আর আমার এই মা-লক্ষীকে অনাদর ক'রো না।

সুকণ্ঠ। আমি এদের শান্তিতেই থাকতে দেবো; তবে এপারে নয় ওপারে। ঐ দেখুন তার সূচনা।

বাণী। অ্যাঁ—সে কি? বাবা, এ যে যাকে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা ক'চ্ছে।

মণিকণ্ঠ। সুকণ্ঠ! হত্যা করতে হয়, আমায় কর, ওদের বাঁচতে দাও। আদেশ প্রত্যাহার কর; আমি পিতা হ'য়ে অনুরোধ ক'চ্ছি, ভিক্ষা চাইছি।

সুকণ্ঠ। হবে না। চালাও হত্যা। চালাও হত্যা।

মণিকণ্ঠ। এত অত্যাচার! নিরীহ প্রজাদের উপর এত অত্যাচার? ওরে অভাগার দল, তোরা জেগে ওঠ, অত্যাচারীর বুকে দাঁত বসিয়ে দে! না, আমি যাবো, এগিয়ে ওদের সম্মুখে দাঁড়াবো, দেখি, কে আমার প্রজাদের হত্যা করে। (প্রস্থানোদ্যোগ)

সুকণ্ঠ। দাঁড়ান, আপনার বাইরে যাওয়ার অধিকার নেই।

মণিকণ্ঠ। শুধু একবার। তারপর সারাজীবন বন্দী থাকবো। পথ ছাড়, পথ ছাড় সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। রক্ষি! ( রক্ষীর প্রবেশ ) শৃঙ্খলিত কর।

বাণী। বজ্রাঘাত হবে।

সুকণ্ঠ। হোক, পরাও শৃঙ্খল ( রক্ষী মণিকণ্ঠকে শৃঙ্খলিত করিল। ) নিয়ে যাও কারাগারে।

গীতকণ্ঠে শাসনের প্রবেশ

শাসন। গীত।

ওরে চিনলি না—তুই চিনলি না।
অতুল রতন মাড়ালি পায়, বিনামূল্যে কিনলি না।
উর্দ্ধমুখে হাঁ ক'রে তুই চাইলি মেঘের জল,
শুনলি না তুই সামনে অপার নদীর কলকল,
ওরে অধম, ও অভাগা
আপনারে তুই আপনি ভাগা
তোর তরে যে পরাণ কাঁদে, কেন তারে চিনলি না ?

[ প্রস্থান।

মণিকণ্ঠ। কই তুমি? তুমি যে বলেছিলে,—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।" এস—এস, হে সুদর্শনধারি; পাপের ভার বসুমতী আর বইতে পাচ্ছে না। তুমি এস, তুমি এস।

[ রক্ষীসহ প্রস্থান।

বাণী। ( সুকণ্ঠের হাত ধরিয়া ) সত্যই কি তুমি এত নিষ্ঠুর ?

সুকণ্ঠ। হাত ছাড় বাণী, আমি ভুলে যাবো! আঃ! ছাড় হাত, মা আসছেন; আমায় দুর্ব্বল মনে করবেন। ওরে কে আছিস তোরা,

শৃঙ্খল খুলে দে, ফিরিয়ে নিয়ে আয়,—না—না, ঠিক হয়েছে। এইবার তোমার শাস্তি, কি শাস্তি তোমায় দেবো জান ?

বাণী। না।

সুকণ্ঠ। তোমার শাস্তি—

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। নির্ব্বাসন !

সুকণ্ঠ। মা।—

মন্দাকিনী। দাও আদেশ।

সুকণ্ঠ। কিন্তু মা,—

মন্দাকিনী। কিসের কিন্তু ? আদেশ দাও।

সুকণ্ঠ। বিচার তো করতে হবে।

মন্দাকিনী। বিচার আমি করেছি। আদেশ দেবে তো দাও, নইলে আমি এই মুহূর্ত্তে প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো।

সুকণ্ঠ। তা কি হয় ? তুমি গেলে আমার মনুষ্যত্ব চিবিয়ে খাবে কে ? প্রজাদের জন্য কে এমন নূতন নূতন নির্য্যাতনের পথ আবিষ্কার করবে ? স্বামীকে বঞ্চিত ক'রে ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়েছ, রাজমাতার স্বর্গসুখ কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ কর। যেতে হয় আমরা যাবো, তুমি থাকবে রাজপ্রাসাদ আগ্‌লে জরামরণহীন হিমালয়ের মত। শোন চাষার মেয়ে, রাজদ্রোহের অপরাধে তোমার—

মন্দাকিনী। বল।

বাণী। বল—

সুকণ্ঠ। তোমার নির্ব্বাসন।

মন্দাকিনী। কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই তুমি প্রাসাদ ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে।

সুকণ্ঠ। কাল কেন মা ? এখনি। হোক রাত্রি, চাষার মেয়ের আবার কিসের আলো, কিসের অন্ধকার ? যাও—যাও, এখুনি যাও।

বাণী। যাচ্ছি। ( মন্দাকিনীকে প্রণাম ) যাবার সময় শেষ অনুরোধ ক'রে যাচ্ছি মা, তুমি মনে রেখো, তুমি শুধু একজনের মা নও, তুমি হাজার হাজার সন্তানের মা! (সুকণ্ঠকে প্রণাম) যাবার বেলা তোমাকেও একটা কথা ব'লে যাই; তুমি মনে রেখো—পাপের ভাগী কেউ নয়।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। বাণি! বাণি!—

মন্দাকিনী। চুপ, ও চাষার মেয়ে—অসভ্য, অভদ্র।

সুকণ্ঠ। তাই এক কথায় চ'লে গেল। বুকে দাঁত বসিয়ে দিলে না, অধিকারের কথা তুললে না, ঐশ্বর্য্যের দিকে ফিরেও চাইলে না।

মন্দাকিনী। এক ফোঁটা চোখের জল‌ও পড়লো না।

সুকণ্ঠ। পড়েছিল মা আমি দেখেছি: চোখে নয় মনে।

গীতকণ্ঠে কুমতির প্রবেশ

কুমতি। গীত।

কেন মিথ্যে চোখের জল?
রঙে রঙে রঙীন ধরা, আছে কি তার তল?
চুমুক দিয়ে পান ক'রে নে, যা গেছে তা যাক,
নেচে নে তুই পারিস যত, হোক ধরণী ফাঁক;
দয়া মায়ার মিথ্যে বুলি,
পরিয়ে দেছে চোখের ঠুঁলি,
আপনারে তুই বাঁচা, দিয়ে বাপ-মায়ের নাম রসাতল।

সুকণ্ঠ। ~~আমার কাছে নয়, আমার মার কাছে যাও, পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজো করবে। ( কুমতির প্রস্থান )~~ মা! চাষার মেয়ে মাঝখানে ছিল তাই তোমার মুখ ভালো ক'রে দেখতে পাই নি। এইবার তোমাকে ভাল ক'রে দেখ্‌বো।

[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। অনায়াসে চ'লে গেল, একটা নিঃশ্বাসও ফেললে না। একটীবার ক্ষমাও চাইতে পারতো। অনুতপ্ত হ'য়ে আমার কাছে দুফোঁটা চোখের জল যদি ফেলতো, আমি কি ক্ষমা করতে পারতুম না? আমার নিন্দায় সবাই তোমরা পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছ; একবার আমায় বলে দাও দেখি, দু'হাত ভ'রে আমি শুধু দিয়েই যাবো, পাবো না কিছুই? যাক্ কি করবো? ওর কর্ম্মফল!

[প্রস্থান।

Screen

---

## তৃতীয় দৃশ্য

জনার্দ্দনের গৃহ সম্মুখ

গাতকণ্ঠে কৃষকরমণীগণের প্রবেশ।

রমণীগণ।　　গীত।

বনের ধারে আর যাবো না লুকিয়ে আছে হুমো।
দেখ্‌লে পরে ঝাপটে ধ'রে দিয়ে দেবো চুমো।
শাড়ী কেড়ে পুরবে পেটে থাকবে না আর মান,
কুলের কালি ঘুচাবো না লো, যায় যদি ছার প্রাণ
সোয়ামীদের বলবো এবার, যাসনে কোথাও ঘর ছেড়ে আর,
পেটে দানা থাক কি না থাক্, আঁচল ধ'রে ঘুমো।

জনার্দ্দনের প্রবেশ

জনার্দ্দন। ~~তোমরা এ~~ সন্ধ্যেবেলা এখানে কেন? কি হয়েছে? বাড়ীর সব ভাল আছে তো? মাণিক, লক্ষ্মী, এরা সব—বলি এদের কারও কোন—অর্থাৎ—খবর ভাল?

সকলে ঘোমটা দিয়া সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিল।

জনার্দ্দন। ব্যাপার কি ? কেউ আমার সঙ্গে কথা বলছে না কেন ? সবাই আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। কারণ কি ? আমার মাণিকের কিছু হয়নি তো ?

সকলে পুনরায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

জনার্দ্দন। নিশ্বাস ফেললে যে ? দেখ, আমি বড় ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এসেছি। আমার কেবলি মনে হ'চ্ছে, যা ছিল তা নেই, আমার সুখের ঘরে আগুন লেগেছে। লজ্জা ক'রো না মা-[illegible]। বল—আমার সব ঠিক আছে তো ?

[ প্রবল নিঃশ্বাস ফেলিয়া কৃষকরমণাগণের প্রস্থান।

জনার্দ্দন। কেউ বলছে না। ডাকতেও ভয় হ'চ্ছে। যদি মাণিকের কিছু হ'য়ে থাকে, যদি আমার লক্ষ্মী ম'রে গিয়ে থাকে। কি আশ্চর্য্য, পথে আসতে আসতে দেখলুম, একটা ঝিনুকের দুল প'ড়ে আছে! ঠিক মনে হ'চ্ছে, এ লক্ষ্মীর দুল। কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হবে ? লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! মাণিক! ওরে মাণিক। সব ঘুমিয়ে পড়েছে। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি!

গীতকণ্ঠে মাণিকের প্রবেশ।

মাণিক। গীত।

নাই। নাই! নাই!
গাহিনের পাখী উড়ে গেছে দূরে, রেখে গেছে বুকে ছাই।

জনার্দ্দন। মাণিক ?

মাণিক। গীত।

কত যে ডেকেছি' দেয়নি সে সাড়া,
কত যে কেঁদেছি, মুছালো না ধারা,
করেছে আমারে আবার মা-হারা, তবু আমি মরি নাই।

জনার্দ্দন। কি বলছিস মাণিক ?

মাণিক।　　গীত।

কেন যে সে এলো, কেন গেল চ'লে,
কোথায় গেল সে কিছুই না বলে,
কতই ভেবেছি নয়নের জলে, ভেবে কুল নাই পাই।

জনার্দ্দন। চ'লে গেছে? চ'লে গেছে মাণিক? আমার ঘরের লক্ষ্মী, আমার চোখের তারা, বুকের বল, আমার ভাঙ্গা ঘরের জ্যোৎস্না নিভে গেছে মাণিক? কবে গেল? কি বলে গেল?

মাণিক। কিছুই জানি না দাদা! শুধু সে নাই।

জনার্দ্দন। নাই! আকাশ বলছে নাই, বাতাসও বলছে নাই।

মাণিক। দাদা!—

জনার্দ্দন। সে রত্ন তো হারাবার নয় ভাই! তুই ভুল দেখিস্‌নি তো? সে হয়তো লুকিয়ে মজা দেখছে, তুই লক্ষ্য করিসনি। যা তো মাণিক, একবার ভেতরে গিয়ে ভাল ক'রে খুঁজে দেখে আয়। সে আছে, সে যেতে পারে না।

মাণিক। আমি দেখেছি দাদা! ঘরের কোথাও নেই।

জনার্দ্দন। তবে একবার পুকুরটা দেখে আয় তো, সে হয়তো প'ড়ে মরে গেছে। দুবেলা তো পেট ভ'রে খায়নি; দেহে শক্তি ছিল না হয়তো মূর্চ্ছা হয়েছিল; সে মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে নি।

মাণিক। পুকুরে ডুবলে তো ভেসে উঠতো দাদা।

জনার্দ্দন। বটে—বটে, ওটা আমার মনে ছিল না। তবে একবার ছুটে যা তো ভাই, বাগানটা দেখে আয়, কিছু বলা যায় না—হয়তো সেখানেই আছে।

মাণিক। কদিন সেখানে থাকবে দাদা?

জনার্দ্দন। ওরে, হয়তো ম'রে প'ড়ে আছে। একটা পচা গন্ধ টের পাচ্ছিস না? ওরে সে যায়নি, না খেয়ে মরে গেছে।

মাণিক। ওরা যে বলে পালিয়ে গেছে!

জনার্দ্দন। ওরা যে তাকে চেনে না ভাই, ওরা তো বলবেই। রাজার মেয়ে চাষার ঘরে ক-দিন থাকবে? কিন্তু আমি তো তাকে জানি; সে মরবে, তবু কলঙ্কিনী হবে না।

মাণিক। তোমার হাতে ও কি?

জনার্দ্দন। (দুল বাহির করিয়া) অ্যাঁ—তাইতো।

মাণিক। এ যে বৌদির দুল।

জনার্দ্দন। না—না, তার নয়।

মাণিক। আমি চিনি যে!

জনার্দ্দন। (আর্ত্তস্বরে) ওরে মাণিক, তুই চুপ কর্। তোরা কি সবাই আমার বিরুদ্ধে লেগেছিস? একবার মিথ্যে ক'রেও বল—এ তার নয়। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! ওরে, কে আমার বলে দেবে, লক্ষ্মী আমার ম'রে গেছে?

মাণিক।। হ্যাঁ দাদা, বৌদি বাপের বাড়ী যায় নি তো?

জনার্দ্দন। (সোল্লাসে) তাই হবে, তাই হবে মাণিক! দুঃখকষ্ট আর সইতে না পেরে—না, তাও নয়! ভগবান্, কোনদিকেই কি সান্ত্বনার পথ নেই?

মাণিক। ঘরে চল দাদা!

জনার্দ্দন। ঘরে! না, ঘরে আর যাবো না! যদি সে ফিরে আসে, তবেই যাবো, নইলে এই শেষ। আয় দুজনে গান গাই।

মাণিক। গান?

জনার্দ্দন। হ্যাঁ—হ্যাঁ; বাঁধন কেটেছে, বড় আনন্দের দিন। চাষার ঘরে রাজার মেয়ে—সে বড় জ্বালা! আপদ গেছে, শান্তি হয়েছে। ম'রে গেলে আরও ভাল হ'তো। দেখতো, ঐখানে ঘোমটা পরে কে দাঁড়িয়ে।

মাণিক। শুকনো কলাগাছ।

জনার্দ্দন। ওরে না, ঐ লক্ষ্মি। লক্ষ্মি!—

তিনজন চাষীর প্রবেশ

১ম চাষী। কই হে তোমার লক্ষ্মী?

জনার্দ্দন। ম'রে গেছে!

২য় চাষী। ম'রে গেছে? কি হয়েছিল?

জনার্দ্দন। না খেয়ে ম'রে গেছে, এই আমি পুড়িয়ে এলুম!

৩য় চাষী। চালাকি ক'চ্ছ কেন বাবা? মরেছে যা, সে আমরা জানি।

জনার্দ্দন। কি জানেন?

১ম চাষী। যাই বল বাপু, তোমার বউ সেই যুবরাজটার সঙ্গে কুলে কালি দিয়ে চ'লে গেছে।

জনার্দ্দন। বেশ করেছে।

~~১ম চাষী। বেশ করেছে?~~

২য় চাষী। এত বড় কথা?

৩য় চাষী। গাঁয়ে বাস ক'রে সমাজ মান না?

জনার্দ্দন। না, মানি না। অধীন নিরন্ন জাতের আবার কিসের সমাজ? নির্য্যাতিতা নারীর আর্ত্তনাদ শুনেও পুরুষেরা যেখানে ঘরে ব'সে দুর্গানাম জপ করে, সেখানে আবার কিসের সমাজ?

১ম চাষী। এ বলে কি?

জনার্দ্দন। যা বলি, কান পেতে শোন। এমনি ক'রেই ওরা আমাদের উপর চিরদিন অত্যাচার ক'রে আসছে। ওরা ভুলে গেছে যে আমরা মানুষ, ভুলে গেছে যে আমাদের ঘরের মেয়েদেরও মানসম্ভ্রম আছে। আমরা দুর্ব্বল,—হাতে ওদের মারতে পারবো না, কিন্তু ভাতে তো মারতে পারবো। এস, আমরা সবাই মিলিত হ'য়ে ওদের বর্জ্জন করি।

২য় চাষী। তা বাবাজী কথাটা বলেছে মন্দ নয়। এ নিশ্চয় যুবরাজেরই কাজ।

৩য় চাষী। সত্যি তো, এত অত্যাচার আর কতকাল সইবো ?

জনার্দ্দন। কেন সইবে ? আমাদের হাতে ওদের জীবন-মরণ। একবার আমরা সবাই হাত গুটিয়ে দাঁড়াই এস,—দেখবে, সব আমরা ফিরে পাবো।

১ম চাষী। চল বাবা, সবাইকে ডেকে নিয়ে এই কথাটাই বলিগে।

জনার্দ্দন। তুমি ঠিক বলেছ খুড়ো, এও সেই যুবরাজেরই অত্যাচার। এতক্ষণ আমার কথাটা মনে হয় নি। আমিও এর ভীষণ প্রতিশোধ নেবো। শোন উজান গাঁয়ের চাষি, আজ থেকে প্রতিজ্ঞা কর, যতদিন না এ অত্যাচারের প্রতিকার হয়, ধনীর জাতকে আমরা এককণা চালও বিক্রী করবো না।

১ম চাষী। ওহে, চল, সবাইকে বোঝাই গে। তুমি এস বাবা !

জনার্দ্দন। আমি যাবো না খুড়ো ! যতদিন না লক্ষ্মীকে পাই, ততদিন ঘরে আর আমি ঢুকবো না। আমি ছুটতে ছুটতে যাবো। প্রত্যেক চাষীর দোরে দোরে গিয়ে বলবো,—তোদের ধান তোদের গোলায় পচে গ'লে যাক্, তবুও ওদের দিস্‌নে।

২য় চাষী। চল। [ চাষিগণের প্রস্থান।

জনার্দ্দন। মাণিক, কাঁদছিস্ মাণিক ?

মাণিক। দাদা,—

জনার্দ্দন। আমার সবই সয় ভাই, শুধু তোর চোখের জল সয় না। কাঁদিস নে, চল আমরা যাই।

মাণিক। কোথায় যাবো দাদা ?

জনার্দ্দন। যুদ্ধে।

মাণিক। কার সঙ্গে যুদ্ধ ?

জনার্দ্দন। স্বেচ্ছাচারের সঙ্গে।

মাণিক। তোমার অস্ত্র কই ?

জনার্দ্দন। অস্ত্র তোর বৌদি আমায় দিয়ে গেছে। দেখি, সে অস্ত্রে কত ধার। চল্। হ্যাঁ—মাণিক, বাড়ীর সব দোরগুলো খুলে রেখে আয়। সে যদি ফিরে আসে, যেন চ'লে না যায়।

[ মাণিকের প্রস্থান।

ভগবান্, আমায় দু'হাত ভ'রে তুমি দিয়েছিলে, আমি রাখতে পারলুম না। আমার লক্ষ্মী অনেক দুঃখ পেয়েছে, যেখানেই সে থাক, তাকে শান্তি দিও।

[ চোখের জল মুছিয়া প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের একাংশ

মাতঙ্গের প্রবেশ

মাতঙ্গ। বাপ্ আর একটু হলেই কাবু করেছিল। আমিও একেবারে সটান রাজবাড়ী! এখানে আর আসতে হবে না, সেগুড়ে বালি।

কর্দ্দমের প্রবেশ

কর্দ্দম। এই, কে তুই? রাজবাড়ী ঢুক্‌লি কি ব'লে?

মাতঙ্গ। দুগ্‌গা ব'লে।

কর্দ্দম। বেরিয়ে যা

মাতঙ্গ। কেন বেরুবো ইয়ারকি নাকি?

কর্দ্দম। কত লোকের গর্দ্দান যাচ্ছে, খবর রাখিস্? না গেলে তোরও গর্দ্দান যাবে।

মাতঙ্গ। বল কি হে? গর্দ্দান যাবে!

কর্দ্দম। একেবারে।

মাতঙ্গ। সতীত্ব যাওয়ার চেয়ে গর্দ্দান যাওয়াই ভাল।

কর্দ্দম। কি বলছিস তুই ?

মাতঙ্গ। বলছি আমার কপাল। মশায় গো মশায়, আমি একেবারে গেছি। কোন্ শালা আমার বউকে ভোগা দিয়ে নিয়েছে, আর আমার বরাতে এসে জুটেছে এক পাহাড়ী মাগী। যত বলি, তোকে আমি চাইনে ততই সে আমাকে আঁকড়ে ধরে।

কর্দ্দম। সে তো ভাল কথা।

মাতঙ্গ। ভাল না কচু! যত বলি, আরে মাগি, পরস্ত্রী মায়ের সমান ; ততই বলে, আমায় ফুস্‌লে আনলি কেন ? শোন কথা, আমি ফুসলে এনেছি ! বউয়ের শোকে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমার কি এ সব ভাল লাগে ? তাই পালিয়ে এলুম।

কর্দ্দম। তোমার বউ বুঝি খুব সুন্দরী ছিল ?

মাতঙ্গ। সেটা ঠিক লক্ষ্য করি নি ; বউ—বউ, এই পর্য্যন্ত। এই যে মাগী আসছে যে ! ও কর্ত্তা, এখন উপায় ?

কর্দ্দম। দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়।

মাতঙ্গ। আরে দূর ও যে পরস্ত্রী। আমি ঘোমটা দিয়ে বউ সাজি, তুমি যেন ফাঁস করে দিও না। ( তাড়াতাড়িতে যথাসম্ভব বউ সাজিল। )

কৃশাঙ্গীর প্রবেশ

কৃশাঙ্গী। মিন্‌সে গেল কোথায় ?

কর্দ্দম। এই যে আমি।

কৃশাঙ্গী। তুমি কেন ? যে মিন্‌সে আমায় ভিড়ের ভেতর থেকে হাত ধ'রে টেনে এনেছে, কোথায় গেল সে ? এইখানেই তো ছিল। ওটা কে ?

কর্দ্দম। ও আমার ইস্তিরী।

কৃশাঙ্গী। রাঁড়ী ইস্তিরী!

কর্দ্দম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমাদের দেশে অমন হয়।

কৃশাঙ্গী। তা কাছা দিয়েছে কেন?

মাতঙ্গ কাছা খুলিয়া ফেলিল।

কর্দ্দম। বড্ড সখ হয়েছে।

কৃশাঙ্গিনী। হ্যাঁ গা বউ, তোমার নাম কি?

মাতঙ্গ। (মিহিসুরে) আমার নাম মাতঙ্গিনী।

কৃশাঙ্গিনী। তবে রে পোড়ামুখো, তুমি আমার চোখ এড়িয়ে যাবে। আজ তোমার বাপের শ্রাদ্ধ করবো। (ঘোমটা খুলিয়া ফেলিল।)

মাতঙ্গ। দোহাই, দোহাই দেবি; আমার ধর্ম্ম নষ্ট ক'রো না। না জেনে তোমার হাত ধরেছি, হাতটা আমার কেটে ফেল। আমার যা কিছু আছে, সব তোমায় দিচ্ছি, শুধু আমাকে রেহাই দাও। ওরে আমার বউ, আমার সোণার বউ, আমায় ফেলে তুই কোথায় গিয়ে নিশ্চিন্দি হলি রে?

কৃশাঙ্গিনী। এস ঘরে এস।

মাতঙ্গ। আমি যাবো না—আমি মরবো।

কৃশাঙ্গিনী। আমি তোমার সঙ্গে যমের বাড়ী যাবো।

মাতঙ্গ। ওহে কর্ত্তা, মাগীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তুমি নিয়ে যাও না দাদা। না হয় তোমাদের রাজাকে দিয়ে দাও, তার তো অভ্যাস আছে। ও-ও থাকবে ভাল, তারও বেশ হবে। এই, এই আবার এগোয়, আমি চ্যাঁচামেচি করবো। (পলায়নোদ্যোগ)

কৃশাঙ্গিনী। (মাতঙ্গকে ধরিল।)

মাতঙ্গ। পৃথিবী; তুমি দুফাঁক হও; ওরে আমার বউ, আমার সোণার বউ।

সুকণ্ঠের প্রবেশ

সুকণ্ঠ। কে এখানে?

কর্দ্দম। মহারাজ!

সুকণ্ঠ। এরা কারা? এরাও লুণ্ঠনকারী? নিয়ে যাও জল্লাদের কাছে, মাথা নিয়ে এস।

মাতঙ্গ। তাই নিন মহারাজ, এর চেয়ে মাথা যাওয়াও ভাল।

কৃশাঙ্গিনী। বিচার করুন মহারাজ! রাজ্যের সব মেয়েমানুষ ঘোমটা দিয়ে পালাচ্ছে, আমিও পালাচ্ছিলুম! এই মিন্‌সে বউ মনে ক'রে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে এলো।

মাতঙ্গ। আর আমার বউকে ভোগা দিয়ে নিয়ে গেল। ওরে আমার বউ, আমার সোণার বউ—

কর্দ্দম। চোপরাও।

মাতঙ্গ। চোপরাতে কি পারি দাদা? বউ গেল তো গেলই, এই মাগী আবার ঘাড়ে চেপেছে, কিছুতেই নামে না।

কৃশাঙ্গিনী। আপনিই দেখুন মহারাজ! আমার হাত ধ'রে টেনে এনেছে, তিনকুলে আর কেউ নেই। সোয়ামীকে পেলেও সে আর নেবে না। ওকে বলি, আমাকে নিয়েই ঘর কর; তা করবে না।

কর্দ্দম। কেন হে? এতো বেশ সুন্দর।

মাতঙ্গ। আর সুন্দর হ'লে কি হয়, পরস্ত্রী যে!

কর্দ্দম। তাতে তোমার কি? নিজেই তো বলছে।

মাতঙ্গ। ও যদি অধঃপাতে যায়, আমিও যাবো?

কর্দ্দম। তোমার বউ তো আসছে না।

মাতঙ্গ। নাই এলো। তবু তাকে নারায়ণ সাক্ষী ক'রে আমি বে' করেছিনু; তার কাছে আমি দোষী হবো? তার চেয়ে গর্দ্দানটাই নিন্ মহারাজ!

সুকণ্ঠ। তুমি আমার প্রজা? তোমার নাম কি?

মাতঙ্গ। আমার নাম মাতঙ্গ, আর ওর নাম কৃশাঙ্গী।

সুকণ্ঠ। তোমরা পালাচ্ছিলে কেন ?

মাতঙ্গ। আপনার ভয়ে মহারাজ! সবাই বলে, মেয়েমানুষ দেখলেই আপনি রাণী ক'রে দেন।

সুকণ্ঠ। রাজ্যের সব নারীই কি পালিয়ে গেছে ?

মাতঙ্গ। যারা ভাল, তারা সবাই গেছে। মন্দ যারা, তারাই আপনার জন্যে ধুনি জ্বালিয়ে ব'সে আছে।

সুকণ্ঠ। কারও দোষ নয়, দোষ যার—সে আমি জানি। কিন্তু তুমি তো অশিক্ষিত বর্ব্বর চাষা, তুমি এ ধর্ম্ম কার কাছে শিখলে ?

মাতঙ্গ। কার কাছে শিখবো আবার ? আমি তো মানুষ।

সুকণ্ঠ। আমিও তো মানুষ।

মাতঙ্গ। ( মাথা চুলকাইয়া ) আজ্ঞে মহারাজ, আপনাকে আমরা ঠিক মানুষ ব'লে মনে করি না।

সুকণ্ঠ। তুমি কখনো পরনারীকে স্পর্শ কর নি ?

মাতঙ্গ। রাম—রাম, পরনারী তো মায়ের মত। পরনারীর ধর্ম্ম যে মানে না, সে মায়ের ধর্ম্ম মানে না।

সুকণ্ঠ। কর্দ্দম! এদের নিয়ে যাও; এরা প্রাসাদেই থাকবে।

কৃশাঙ্গিনী ও মাতঙ্গ। মহারাজের জয় হোক।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। কর্দ্দম!

কর্দ্দম। কেন মহারাজ ?

সুকণ্ঠ। ( নিম্নস্বরে ) বৌরাণী চ'লে গেছে ?

কর্দ্দম। হ্যাঁ মহারাজ।

সুকণ্ঠ। তোকে কিছু বলে গেছে ?

কর্দ্দম। বললেন, মহারাজকে দেখিস্।

সুকণ্ঠ। সঙ্গে কিছুই নিলে না কর্দ্দম ?

কর্দ্দম। কি আর নেবেন মহারাজ ? স্বামীই যার রইলো না, তার আর কি চাইবার আছে ?

সুকণ্ঠ। তুই একটা কথা ব'লে আসতে পারিস্ ? সে যদি একবার মায়ের কাছে ক্ষমা চায়—

কর্দ্দম। আপনি তাকে চেনেন না মহারাজ! তিনি বরং জলে ডুবে মরবেন, তবু ক্ষমা চাইবেন না।

সুকণ্ঠ। তা চাইবে না বটে। চাষার মেয়ে কিনা! আচ্ছা, তুই যা।

কর্দ্দম। মহারাজ! শাস্তি আমারও পাওনা আছে। আমিই তাকে বন্দীশালা খুলে দিয়েছি।

সুকণ্ঠ। চুপ—চুপ, মায়ের চর চারিদিকে ঘুরছে। যা—যা—চ'লে যা।

কর্দ্দম। আশ্চর্য্য মানুষ।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। নিঃশব্দে চলে গেল : একটা প্রতিবাদ করলে না, একটা নিঃশ্বাসও ফেল্‌লে না। শাস্তিটা বড় বেশী হ'য়ে গেল; না ? সেও তো একবারও ক্ষমা চাইলে না। চাষার মেয়ে কিনা! যাক্ আমার আর কি। বরং একটা বাঁধন কাটলো। কিন্তু প্রাসাদটা এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে কেন ? সব আছে, তবু যেন কেউ নেই।

গীতকণ্ঠে সুমতির প্রবেশ

সুমতি। গীত।

আমি জানি গো জানি।
গোপন কোণে ব'সে আছে হৃদয়-রাণী।
মিছে মনে আঁখিঠাঁরা, জারীজুরি মাঠে মারা,
মন জানে তোর কারে ছাড়া ঘুরবে না খানি।
মণিমাণিক ফেলে জলে, কি ফল ভেসে আঁখিজলে,
পরের কথায় আপনি জ্বালা নিস্‌নে মানি।

[ প্রস্থান।

স্বকণ্ঠ। সত্যই কি তাই? বাণীকে আনি—না—না, আমি তাকে ঘৃণা করি। তবে প্রাসাদটা বড় শূন্য মনে হ'চ্ছে।

---

## পঞ্চম দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের একাংশ

নীলকণ্ঠের প্রবেশ

নীলকণ্ঠ। কোথাও তো মাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। মা! মা!

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। চীৎকার কচ্ছিস্ কেন?

নীলকণ্ঠ। বেশ করবো, তুমি কানে তুলো দিয়ে থাক; মা! মা।

মন্দাকিনী। আবার?

নীলকণ্ঠ। যাও—যাও, যতদিন রাণী ছিলে, ততদিন তোমার কথা শুনেছি। এখন তুমিও যা আমিও তাই। বরং আমি রাজার ছেলে, তুমি কোথাকার কে?

মন্দাকিনী। কি আমি কোথাকার কে? আমি ইচ্ছে করলে এই এই মুহূর্ত্তে তোকে দূর ক'রে দিতে পারি।

নীলকণ্ঠ। আমি ইচ্ছে করলে, তোমার গর্দ্দান নিতে পারি।

মন্দাকিনী। তবে আজই তোকে ঘর ছাড়া করবো।

নীলকণ্ঠ। আজই তোর মুণ্ডপাত করবো। যাও; জন্মের মত খেয়ে নাও গে যাও।

মন্দাকিনী। দেখ নীলকণ্ঠ —

নীলকণ্ঠ। আমার মা কোথায় ?

মন্দাকিনী। খুঁজে দেখ।

নীলকণ্ঠ। খুঁজেছি, কোথাও মা নেই! আমার মন বলছে, তুমিই তাকে সরিয়েছ।

মন্দাকিনী। আমি সরিয়েছি ? রাজার আদেশ—

নীলকণ্ঠ। রাজা আবার কে ? এদেশে রাজা নেই।

মন্দাকিনী। তোর বাবা তবে কি ?

নীলকণ্ঠ। তোমার হাতের পুতুল।

মন্দাকিনী। চোপরাও বাচাল ;

নীলকণ্ঠ। আমার মা কই ?

মন্দাকিনী। তাড়িয়ে দিয়েছি।

নীলকণ্ঠ। সে আমি বুঝতে পেরেছি! কিন্তু কেন ?

মন্দাকিনী। চাষার মেয়ে ব'লে।

নীলকণ্ঠ। চাষার মেয়ে তুমি। তোমার বাপ চাষা, তোমার মা চাষা। তুমি তার চেয়েও চাষা।

মন্দাকিনী। দূরহ কুলাঙ্গার! ( চপেটাঘাত )

সুকণ্ঠের প্রবেশ

সুকণ্ঠ। ওকে আর মারছো কেন মা ? ও তো আর চাষার ছেলে নয়, তোমারই বংশধর।

মন্দাকিনী। আমার বংশধর এমন নীচ হ'তে পারে না, এ চাষারই বংশধর।

সুকণ্ঠ। ( সগর্জ্জনে ) মা!

মন্দাকিনী। দূর কর, এই মুহূর্ত্তে এই বিষধর সর্পকে বিদায় কর।

সুকণ্ঠ। কোথায় ?

মন্দাকিনী। নির্ব্বাসনে।

সুকণ্ঠ। পুত্রকে যে নির্ব্বাসন দিতে পারে. সে একদিন মাকেও নির্ব্বাসন দিতে পারে, সে কথা কি মনে করেছ মা?

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ!—

সুকণ্ঠ। আজ তোমায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মা। তুমি বোধ হয় প্রয়োজন হ'লে আমাকে হত্যা করতে পার।

মন্দাকিনী। তুমি ওকে দূর করবে কি না?

সুকণ্ঠ। না।

মন্দাকিনী। আমার আদেশেও না?

সুকণ্ঠ। তোমার আদেশে স্ত্রীকে ডালি দিয়েছি, পুত্রকে ডালি দিতে পারবো না!

মন্দাকিনী। তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, এ কুলাঙ্গার।—

সুকণ্ঠ। যতই কুলাঙ্গার হোক আমার উপরে যাবে না!

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ!—

সুকণ্ঠ। মা! তুমি যদি তোমার এমন গুণধর পুত্রকে ত্যাগ করতে না পার, আমি কেন ত্যাগ করবো আমার নিষ্পাপ শিশুকে?

মন্দাকিনী। তাহ'লে আমাকেই ত্যাগ করতে হবে।

সুকণ্ঠ। তাতে আমারই অপমান। না মা, তুমি রাজমাতা হয়ে সুস্থ শরীরে প্রাসাদেই বর্ত্তমান থাক। নীলকণ্ঠকে আমি বিসর্জ্জন দিতে পারবো না, তবে বর্জ্জন করতে পারবো। ও চাষার মেয়ের গর্ভে জন্মেছে মায়ের ভাবেই ও বিকশিত হয়ে উঠুক। রাজা না হ'য়ে ও চাষাই হোক।

নীলকণ্ঠ। বাবা!—

মন্দাকিনী। চুপ, কে তোর বাবা? তুই চাষা।

নীলকণ্ঠ। তোমার বাবা চাষা।

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ।—

সুকণ্ঠ। এই যে জননী—গর্ভধারিণি, তোমার মাতৃভক্ত সন্তান প্রস্তুতই আছে। হে পুত্র নীলকণ্ঠ, তুমি আর আমার কাছে এস না, আমায় ডেকো না, আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রেখো না। চাষার মেয়ের গর্ভে জন্মেছ আর আমি রাজবংশধর। তুমি মায়েরই ছেলে; বাপের কেউ নও।

নীলকণ্ঠ। কেউ নই?

সুকণ্ঠ। না; চোখের উপর দেখছো না, আমার পিতাকে আমি বন্দী করেছি? তুমিও বড় হ'য়ে আমাকে বন্দী করবে! দেখছো না, আমার মায়ের কথায় আমি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি, তুমিও তোমার মায়ের কথায় আগুনে ঝাঁপ দেবে। সংসারে কেউ আপন নয়, আপন শুধু মা।

নীলকণ্ঠ। কোথায় আমার মা?

সুকণ্ঠ। (নীলকণ্ঠের বুকে হাত দিয়া) এইখানে। তাকেই ডাক —আমি তোর কেউ নই।

নীলকণ্ঠ। গীত।

কোথায় লুকুলি মাগো দে না মা সাড়া।
অকুল এ সংসারে আমি যে দিশেহারা!
বহিছে কল কল উছল জলদল,
যেন সে পরিহাসে হাসিছে খলখল,
আমারে দিতে ঠাঁই, জগতে কেহ নাই,
আপন যারা ছিল, ভুলেছে তারা।
এপারে বনরাজি কাজল-মসী-রেখা,
ওপারে ধু-ধু করে ধূসর ছায়ালেখা,
গরজি ফুঁসি জল আমারে করে ছল,
ধোয়ায় নদীজলে নয়ন-ধারা।

[ প্রস্থান

মন্দাকিনী। লুণ্ঠনকারীদের কি করেছ?

সুকণ্ঠ। বন্দী করেছি। যারা বাধা দিয়েছে, তোমার আদেশে তাদের হত্যা করেছি।

মন্দাকিনী। বেশ করেছ!

সুকণ্ঠ। বেশ করেছি? কত লোক নিহত হয়েছে, জান?

মন্দাকিনী। জানবার প্রয়োজন নেই। যারা রাজার সম্পত্তি লুণ্ঠন করতে সাহস করে, তাদের মরাই উচিত।

সুকণ্ঠ। ঠিক বলেছ। তবু মাঝে মাঝে একটা সন্দেহ জাগে। তুমি কার দুধ খেয়ে বড় হয়েছ মা? বাঘের না সাপের?

মন্দাকিনী। বাচালতা ক'রো না সুকণ্ঠ।

বল্লভের প্রবেশ

বল্লভ। বাণি। ও বাণি! বাণি!—

মন্দাকিনী। কে তুমি!

বল্লভ। আমি—আমি—

মন্দাকিনী। কি চাও তুমি?

বল্লভ। চাই না কিছু; তবে এই বাণীর সঙ্গে একবারটি—যদি একবারটি দেখা হয়, এই জন্যই আসা, বুঝলেন না? আপনি বুঝি বাণীর শাশুড়ী হও? হ্যাঁদে নমস্কার।

মন্দাকিনী। (কর্কশকণ্ঠে) তুমি কে?

বল্লভ। আমি কেউ না—এই পাড়াপড়শী আর কি, হাঃ—হাঃ—

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। মা!

বল্লভ। এটি বুঝি আপনার ছাওয়াল? বেশ—বেশ, চোখে তো ভাল দেখতে পাই নে! মুখখানা ভুলে গেছি। বাণীর সোয়ামী—রাজা সোয়ামী—সেই এতটুকু বাণী আজ আমার রাণী হয়েছে। বাঃ-বাঃ-বাঃ-, বেড়ে মুখখানা। (সুকণ্ঠের গায়ে মুখে হাত বুলাইয়া দিল)।

মন্দাকিনী। স'রে যাও :

সুকণ্ঠ। থাক্ না মা, কেড়ে তো নিচ্ছে না ; এ বাণীর দাদু !

বল্লভ। হেঃ-হেঃ-হেঃ, ভায়া চিনে ফেলেছে। রাজার চোখ কিনা। ফাঁকি দেওয়ার কি জো আছে ? ডাক তো ভায়া, বাণীকে একবার ডাক তো, দেখে যাই—( সুরে ) আমার রাই মিলেছে গো শ্যামসনে, হ্যাদে আলো করে নিধুবন রূপের কিরণে—

মন্দাকিনী। স্তব্ধ হও উন্মাদ !

বল্লভ। ( স্বগত ) এ দুর্মুখী মাগী যেন কি !

মন্দাকিনী। বাণীর দেখা পাবে না, চ'লে যাও।

বল্লভ। দেখা পাবো না ?

সুকণ্ঠ। না।

বল্লভ। শুধু একবারটী দূর থেকে দেখবো,—ছোঁব না, তবু পাবো না ? হ্যাদে, এই কাণমলা—আর কখনো আসবো না।

মন্দাকিনী। কেন এসেছ ? জান না, এ রাজবাড়ী ?

বল্লভ। জানি। আমি চাষা, আর সে রাণী, তবু কি জান ? মনটা বোঝে না। বাণী একটা আমগাছ রুয়ে এসেছিল ; আম আর হয় না। ভাবলুম—গাছটা বুঝি বাঁজা। এবারে একটা আম হয়েছে, তারই একফালি ওর তরে এনেছি।

মন্দাকিনী। যাও—যাও, দেখা হবে না

বল্লভ। দেখা নাই হ'লো, বুড়ীকে গিয়ে মিথ্যে ক'রে বলব'খন। তবে এই আমের ফালিটা যদি ওকে—হাঃ—হাঃ—( মন্দাকিনীর হাতে আমের ফালি দিল। )

মন্দাকিনী। ( আমের ফালি ফেলিয়া পায়ে মাড়াইল। )

সুকণ্ঠ। ( সগর্জ্জনে ) মা।

মন্দাকিনী। চুপ।

বল্লভ। মাড়িয়ে দিলে! মাড়িয়ে দিলে! আমি একটা দিন হেঁটে এসেছি; তেষ্টায় ছাতি ফেটেছে, তবু জল খাই নি; পা চলতে চায় নি, তবু চলেছি, পাছে আম প'চে যায়। আমার বাণীর হাতের রোয়া গাছ, সেই গাছের প্রথম আম। যাচ্ছি—যাচ্ছি, আসবো না বড় গাছে নৌকা আর বাঁধবো না। ভাই, তুমি বাণীকে ব'লো—

সুকণ্ঠ। বাণী এখানে নেই, তাকে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছি।

বল্লভ। তাড়িয়ে দিয়েছ? কেন? আমি এসেছিলুম বলো? আর আসবো না ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি ( নতজানু ) আমরা আর কেউ তোমাদের মানে ঘা দেবো না; বাণীকে ফিরিয়ে আন।

মন্দাকিনী। না—না, তা হবে না।

বল্লভ। ওরে বাণি, ওরে আমার বাণি! ( মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। )

মন্দাকিনী। বেরিয়ে যাও চাষা!

বল্লভ। ( উঠিয়া ) চাষা—কিন্তু তোমাদেরই মত মানুষ।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। চাষার হাতের আম বোধ হয় খুব বিস্বাদ, নয় মা? দেখি—

( আমের ফালি কুড়াইয়া লইয়া ভক্ষণ )

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। কি আশ্চর্য্য, এতে তো চাষার গন্ধ নেই।

মন্দাকিনী। তুমি যদি এমন ক'রেই আমার অসম্মান কর, তাহ'লে আমিও একদিন প্রাসাদ ছেড়ে চ'লে যাবো।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। কবে আসবে সে শুভদিন?

সুদর্শনের প্রবেশ।

সুদর্শন। মহারাজ।

সুকণ্ঠ। এস—এস বন্ধু, এস। তোমার বিরহে সোণার গোকুল অন্ধকার!

সুদর্শন। আমি এসেছি—

সুকণ্ঠ। বেশ করেছ। আসবে বৈ কি ? মদ খাওয়াতে পার ?

সুদর্শন। মদ !

সুকণ্ঠ। হ্যাঁ। চেন না ? সাধুপুরুষ ! বল, কি সুসংবাদ নিয়ে এসেছ ?

সুদর্শন। তাকে নিয়ে এসেছি মহারাজ !

সুকণ্ঠ। কাকে ?

সুদর্শন। জনার্দ্দনের স্ত্রীকে।

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মীকে ! সে এসেছে ? জনার্দ্দনকে ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় আমার কাছে এসেছে ?

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। তোমার কি তাই বিশ্বাস হয় ?

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মি !

লক্ষ্মী। চুপ্। বল, কেন আমাকে ছলে ভুলিয়ে স্বামীর ঘর থেকে টেনে এনেছ ? তুমি রাজা; তুমি রূপবান, ঐশ্বর্য্যবান্; একবার তুমি অপাঙ্গে চাইলে শত শত সুন্দরী তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে। তবে আমার উপর তোমার এ নিগ্রহ কেন ?

সুদর্শন। তোমারই মঙ্গলের জন্য। মহারাজ তাঁর ভুল সংশোধন করবেন।

লক্ষ্মী। কে সেধেছে, তোমায় ভুল সংশোধন করতে ? আমি আমার স্বামীর পর্ণকুটীরে পরম সুখে রাজত্ব ক'চ্ছিলাম। তুমি আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ, তবু আমি ভগ্নীর মত তোমার সেবা করেছি। তার কি এই প্রতিদান ? আমাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় জোটে না, শুধু পাতার কুটীরে মাথা গুঁজে থাক্‌বো, তাও তোমার সইবে না ? এই কি তোমার রাজধর্ম্ম ?

সুদর্শন। বাচালতা রাখ নারি! প্রথম প্রথম ওসব বক্তৃতা সবাই করে; তারপর—

লক্ষ্মী। তারপর স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু লক্ষ্মী সে জাতের মেয়ে নয়। আমি বরং মরবো, তবু স্বামীর কাছে অবিশ্বাসিনী হবো না।

সুদর্শন। রাজকন্যা তুমি, একটা চাষার ঘর কর্‌তে তোমার ঘৃণা হ'চ্ছে না?

লক্ষ্মী। না—না। ঘৃণা হ'তো এই পশুর ঘর কর্‌লে!

সুদর্শন। খবরদার নারি!

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। বল, কেন আমায় এনেছ? আজ আমি তোমার সব অপরাধের বিচার করবো।

সুদর্শন। বিচার করবে?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, বিচার। শত শত নারীকে তুমি কলঙ্কের পঙ্কে ডুবিয়েছ। তাদের অসহায় নারীত্ব আমার মধ্যে আর্ত্তনাদ ক'চ্ছে। আমাকে যখন এনেছ, আমি বিচার করবো। বল পশু,—

সুদর্শন। আবার? ( অসি নিষ্কাসনোদ্যোগ )

সুকণ্ঠ। ( সগর্জ্জনে )! সুদর্শন! ঔদ্ধত্য তোমার সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে! এ চাষার স্ত্রী হ'লেও রাজকন্যা, অভিবাদন কর।

সুদর্শন। মহারাজ!

সুকণ্ঠ। অভিবাদন কর। ( সুদর্শন অভিবাদন করিল। ) কার আদেশে তুমি একে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধ'রে এনেছ? আমি শুধু বলেছিলাম, যদি স্বেচ্ছায় আসে, পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে। তার অর্থ কি এই?

সুদর্শন। আমি এইরূপই বুঝেছিলাম রাজা!

সুকণ্ঠ। এমনি ক'রেই তুমি আমার মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছ। আজ আমার ভয়ে রাজধানী থেকে রমণীরা পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু

তুমি বলতে পার—কবে—কোথায়—কখন কোন্ নারীকে আমি বিলাসের সঙ্গিনী করতে চেয়েছি ? তুমি এনে দিয়েছ, আমি গ্রহণ করেছি, কারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয় ; যে ফণা তুলেছে, তাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছি। তবু আমি লম্পট, তবু আমি নারী-সমাজের বিভীষিকা।

সুদর্শন। তাহ'লে একে ফিরিয়ে দিয়ে আসি ?

সুকণ্ঠ। তার অর্থ আমি জানি সুদর্শন! তোমাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু বিশ্বাস করিনা। যাও, ভবিষ্যতে আমার বিনা অনুমতিতে যদি কোন নারীকে তার ঘর থেকে টেনে আন, আমি তোমার শিরচ্ছেদ করবো।

সুদর্শন। তা করবে বই কি রাজা, তা করবে বই কি! সংসারের নিয়মই এই। অপরাধ যদি ক'রে থাকি, দু'জনে মিলেই করেছি। আমার অপরাধটা তোমার মনে আছে, নিজের অপরাধ অনায়াসে ভুলে ব'সে আছ ? কিন্তু শোন রাজা, নরকে যদি যাই, আমি একা যাবো না, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে বন্ধু! আমি অন্যায় করেছি তোমায় জন্য কিন্তু অপরাধ করেছ শুধু নিজেরই জন্য।

[ প্রস্থান।

লক্ষ্মী। রাজা, তাহ'লে অনুমতি কর, আমি ফিরে যাই।

সুকণ্ঠ। না। এসেছ যখন, ফিরিয়ে দেব না।

লক্ষ্মী। দেবে না ?

সুকণ্ঠ। না। তোমার পিতা শৈশবেই তোমাকে আমায় দান করেছিলেন ; কোথায় ছিল তখন জনার্দ্দন ? নিজের ভুলে আমি তোমায় হারিয়েছিলাম। আজ আমি সে ভুল সংশোধন করবো।

লক্ষ্মী। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ?

সুকণ্ঠ। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার পিতা রাজ্যহারা, স্ত্রী নির্ব্বাসনে, পুত্রও হয়েছে পর। সবাই যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমায় এমনি করে নির্য্যাতন করতে পারে, আমিই বা কেন লোকের ইচ্ছার

মর্য্যাদা দেবো ? আমার মুখের আজ যত কলঙ্ক সবই আমার প্রাপ্য নয়, প্রজারা যত অভিযোগ আমার উপর চাপিয়েছে; সবটার জন্যই আমি দায়ী নই। রাজা হ'য়েও যদি আমার কোন স্বাধীন ইচ্ছা না থাকে, প্রজার স্বাধীন ইচ্ছার আমিও কোন মূল্য দেবো না। এস।

লক্ষ্মী। সুকণ্ঠ !—

সুকণ্ঠ। বোন, এস আমরা ঘরে। পত্নীরূপে তোমায় গ্রহণ করিনি, আজ ভগ্নীরূপে সাদরে বরণ ক'চ্ছি। স্পর্শ করবো না, ধূলো লাগতে দেবো না, শুধু দেবীর মত আমার চোখের সম্মুখে সাজিয়ে রাখ্‌বো। জগৎ যাই ভাবুক, তুমি তো জানবে—আমি তোমার ভাই। আজ আমার কেউ নেই, আমার এ শূন্যতা তুমি এসে পূর্ণ কর বোন্।

লক্ষ্মী। চল ভাই ! আমি প্রস্তুত।

[ উভয়ের প্রস্থান।

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

ভূষণের প্রবেশ

নেপথ্যে কামান গর্জ্জন

ভূষণ। আর একটা রাত্রি; তারপর সব শেষ। মরি তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু উজান গাঁয়ের চাষীরা আর সে উজান গাঁয়ে ফিরে গেল না, এ দুঃখ রাখবার স্থান নেই! আমার উপর বিশ্বাস ক'রে তারা রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তারা ম'রে গেল, তবু আমি এখনো বেঁচে আছি! ওঃ— যম, তুমি কতদূরে?

অঙ্কুরের প্রবেশ

অঙ্কুর। ভূষণ!

ভূষণ। রাত্রি কি এখনো ভোর হয়নি অঙ্কুর? কখন ভোর হবে? কখন তারা আমায় মশানে নিয়ে যাবে?

অঙ্কুর। মরবার এত সাধ?

ভূষণ। তুমি বুঝলে না অঙ্কুর! যারা আমার কথায় মরেছে, তারা শুধু আমার গ্রামবাসী নয়, আমার ভাই। উজান গাঁয়ের মাটিতে কোন্ অনাদি কাল থেকে আমাদের সম্পর্ক শিকড় গজিয়ে উঠেছে। একসঙ্গে রৌদ্রে পুড়েছি, জলে ভিজেছি, ফসল উঠলে একসঙ্গে উৎসব করেছি, অজন্মার দিনে একসঙ্গে উপোস করেছি। তাদের কেউ মারেনি, মেরেছি আমি। আমি না ম'রে তাদের কাছে অপরাধী হ'য়ে রয়েছি! বন্ধু, আমার ভাইয়েরা যে পথে গেছে—

অঙ্কুর। তাদের জন্য দুঃখ কি ভূষণ? একটা জাতিকে উন্নত করতে হ'লে দু'দশটা প্রাণ বলি দিতে হয়।

ভূষণ। জাতিটা যদি নিঃশেষ হ'য়েই গেল, তবে উন্নতি হ'বে কার? না অঙ্কুর, জনার্দ্দনের কথাই ঠিক। আমাদের মত নিঃস্ব যারা, প্রবল শত্রুর সঙ্গে তাদের সশস্ত্র যুদ্ধ সাজে না। তাতে শুধু লোক ক্ষয় হয়, জাতি একটুও জাগে না।

অঙ্কুর। হতাশ হ'য়ো না ভূষণ। আজ হোক, কাল হোক, আমি তোমাদের নিয়ে যুদ্ধ জয় করবোই।

ভূষণ। তাই যদি হয়, ফল পাবে তুমি—আমরা নই।

অঙ্কুর। বল কি ভূষণ?

ভূষণ। ঠিকই বল্‌ছি অঙ্কুর! তোমার পথ আর আমার পথ এক নয়। যদি জয়লাভ হয়, তুমিই হবে রাজা, আমরা থাকবো যে তিমিরে, সেই তিমিরে। আজ পরাজিত হয়েছি, তোমাকে এরা ধূলো ঝেড়ে কোলে তুলে নেবো, মরবো শুধু আমরা।

মণিকণ্ঠের প্রবেশ

মণিকণ্ঠ। মরবে কেন উন্মাদ? পৃথিবীতে সবারই বাঁচার অধিকার আছে।

ভূষণ। সবারই আছে, আমাদের নেই? আমরা শুধু মরতেই এসেছি। পৃথিবীকে ফলে ফুলে সাজাবো আমরা, কিন্তু তার একটা ফল ও আমাদের জন্য নয়।

মণিকণ্ঠ। তোমারই যে হাতে ধ'রে আমাদের মুখে তুলে দিয়েছ।

ভূষণ। আবার যদি চাষীর ঘরে জন্ম হয়, পরের জন্য আর মধু সঞ্চয় করবো না, নিজেরা না খেয়ে ধনীর দুলালদের আহার্য্য আর যোগাবো না; নিজেরা দশ হাত পুরে খাবো, আর দু'চোখ ভ'রে দেখবো, ক্ষুধার জ্বালায় তারা কেমন আমাদের মত ছটফট্ করে!

মণিকণ্ঠ। কবে আসবে সেদিন, কত দূরে? ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ থাকবে না, ক্ষুধার জ্বালায় কেউ জ্বলবে না, একজনকে স্পর্শ কর্‌লে আর

একজনের জাত যাবে না ; রাজা হবে রক্ষক, প্রজা হবে মালিক, মানুষ হবে দেবতা, তেত্রিশ কোটি দেবতা মিলিত হবে, এক জন্মভূমির মধ্যে ?

ভূষণ। আপনিই কি আমাদের দয়ালু রাজা মণিকণ্ঠ ?

মণিকণ্ঠ। আমি আর রাজা নই ভাই, আমি তোদেরই মত মানুষ। আয় আমার কাছে আয়, আমায় আলিঙ্গন কর্!

অঙ্কুর। মহারাজ :

মণিকণ্ঠ। তুমি ঠিক বলেছিলে অঙ্কুর! উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হওয়া সাজে না। রাজা হবে সেই, সহস্র সহস্র প্রজার শুভাশুভের ভার যে মাথায় তুলে নিতে পারে। আমি তা পারিনি, তাই রাজ্যব্যাপী এই হাহাকার!

অঙ্কুর। কিন্তু আপনি তো প্রজাদের জন্য অনেক কেঁদেছেন।

মণিকণ্ঠ। কাঁদা যখন উচিত ছিল, তখন তো কাঁদিনি, তা যদি হ'তো, এই কুলাঙ্গার পুত্রকে শৈশবেই হত্যা—

অঙ্কুর। মহারাজ,—

মণিকণ্ঠ। দিন গেছে অঙ্কুর! আর হয় না। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, বিষবৃক্ষ সমূলে উপড়ে ফেলি, রাজ্যটা প্রজাদের হাতে তুলে দিই, তারা নিজেদের হাতে একটা রাজাহীন রাজত্ব গ'ড়ে তুলুক। কিন্তু সময় নেই—শক্তিও নেই।

ভূষণ। রাত্রি কি এখনো ভোর হয়নি অঙ্কুর ? কখন তারা আমায় বলি দেবে ? আর যে পারি না এ জীবনের বোঝা বইতে।

মণিকণ্ঠ। তুমিও কি মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছ ?

ভূষণ। ঐ আসছে জল্লাদ। এস—এস।

কর্ণপুরের প্রবেশ

কর্ণপুর। মহারাজ!

মণিকণ্ঠ। কি কর্ণপুর, অসময়ে জেগে উঠ্‌লে যে ?

কর্ণপুর। একটা অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখেছি মহারাজ! রাজ্যময় চাষীরা সব একজোট হ'য়ে ধনীদের বর্জ্জন করেছে, এককণা শস্যও তারা ধনীর কাছে বিক্রী করছে না। অনশনে অর্দ্ধাশনে ধনীর দুলালেরা কঙ্কালসার হ'য়ে গেছে, রাজার প্রাসাদ পথের ধূলোয় মিশে গেছে।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ।　　গীত।

সেদিন তো দূরে নয়!
আগমনী তার কাছে শোনা যায়,
নাহি ভয়! নাহি ভয়!

ভূষণ। সত্য?

চারণ।　　গীত।

ধূলো ঝেড়ে তারা উঠিয়াছে আজ,
পরিয়াছে তারা সব নব সাজ,
উঠেছে কাঁপিয়া রাজা মহারাজ,
আসিছে মহাপ্রলয়।

মণিকণ্ঠ। ওরে, তোরা শঙ্খ বাজা।

চারণ।　　গীত।

অসি ছেড়ে তারা ধরিয়াছে রাখী
মিলেছে সবাই, কেহ নাই বাকী,
আকাশ বাতাস উঠিয়াছে ডাকি,
এ পথে আসিবে জয়।

কর্ণপুর। তুমি আবার কে?

চারণ। উজান গাঁয়ের চাষী।

ভূষণ। চারণ! তুমিও বন্দী? কি অপরাধ করেছ তুমি?

চারণ। দেশকে ভালবেসেছি। এ কি কম অপরাধ? খুন ক'রেও রেহাই পাওয়া যায়, কিন্তু দেশকে ভালবাসার কি ক্ষমা আছে?

ভূষণ। এ দিন থাকবে না চারণ, আমি জনার্দ্দনের পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। উজান-গাঁ জাগবে,—আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তার নবজীবন আমি দেখে যেতে পারলুম না। তবু পরলোক থেকেই দেখে সুখী হবো—

নীলকণ্ঠ। ( নেপথ্যে ) দোর খোল, খোল দোর।

সকলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

নীলকণ্ঠ। আমার হুকুম। খুলবে না?

নেপথ্যে গুলির শব্দ ও আর্ত্তনাদ।

নীলকণ্ঠের প্রবেশ

নীলকণ্ঠ। দাদু!

সকলে। কে?

নীলকণ্ঠ। কুমার নীলকণ্ঠ। বেরিয়ে এস।

মণিকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ!

নীলকণ্ঠ। বেরিয়ে এস।

অঙ্কুর। তোমার পিতা কি আমাদের মুক্তির আদেশ দিয়েছেন?

নীলকণ্ঠ। না, আমি নিজেই এসেছি।

কর্ণপুর। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

নীলকণ্ঠ। এ বিদ্যে তো তাঁরই কাছে শেখা। তিনি যদি তাঁর পিতাকে না মানেন, আমিই বা তাঁকে মানবো কেন?

মণিকণ্ঠ। ওরে, এসেছে আজ বিচারক এসেছে, ন্যায়দণ্ড এসে আজ স্বেচ্ছাচারের টুঁটি চেপে ধরেছে। নাচ কর্ণপুর, নাচ, ওরে অঙ্কুর, তোরা শাঁখ বাজা, মণিকণ্ঠ তার ভুল সংশোধন করতে আবার এসে জন্মেছে।

ওরে নবীন, ওরে সবুজ, ওরে নবযুগের অগ্রদূত, তোর ভেতর দিয়ে আমি একটা নূতন জগৎ দেখতে পাচ্ছি ; সে জগতে অন্যায় কেউ মাথা পেতে নেয় না, পিঠে চাবুক খেয়ে পায়ে ধ'রে কাঁদে না।

কর্ণপুর। কিন্তু ?

নীলকণ্ঠ। খবরদার! যে কিন্তু বলবে, তাকেই আমি গুলি করবো বেরিয়ে যাও!

কর্ণপূর। কোথায় যাবো ?

নীলকণ্ঠ। চুলোয়।

কর্ণপুর। স্থানটা বিশেষ স্বাস্থ্যকর নয়।

মণিকণ্ঠ। তুই রাজা হ'বি দাদু? তাহ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখি—

নীলকণ্ঠ। রাজা কাউকে হ'তে হবে না দাদু! আকালের দেশ মাথা তুলে উঠেছে ; এককণা শস্যও কেউ আমাদের দিচ্ছে না।

ভূষণ। দিন এসেছে, দিন এসেছে।

মণিকণ্ঠ। বলি, তাদের উপর নির্য্যাতন হ'চ্ছে না তো ?

নীলকণ্ঠ। সে দিন গেছে দাদু! একজনকে মারতে গেলে দশজন পিঠ পেতে দেয়।

মণিকণ্ঠ। ঠিক হয়েছে। ধনী ব'লে এদের বড় অহঙ্কার। মানুষকে এরা মানুষ ব'লে মনে করে না। চাষার মেয়ে ব'লে নিজের স্ত্রীকে পর্য্যন্ত—হ্যাঁ দাদু, তোর মা—

নীলকণ্ঠ। মাকে তাড়িয়ে দিয়েছে দাদু!

মণিকণ্ঠ ও কর্ণপুর। তাড়িয়ে দিয়েছে।

নীলকণ্ঠ। কেন মার কথা তুললে ?

মণিকণ্ঠ। কাঁদিসনে দাদু! যেখানেই থাকুক সে, আমি তাকে খুঁজে আনবো। এস মন্ত্রি!

কর্ণপুর। না মহারাজ, এই বালককে বিপন্ন ক'রে—

মণিকণ্ঠ। মন্ত্রি! পিতাকে হত্যা করা যায়, কিন্তু পুত্রের গায়ে কাঁটার আঁচড়ও দেওয়া যায় না।

[ মন্ত্রিসহ প্রস্থান।

চারণ। আমি বুঝেছি। পিতা তোমার রাজ-বংশধর, মা তোমার চাষীর মেয়ে ; তুমি হবে এই দুই মিলনের যোগসূত্র।

[ প্রস্থান।

নীলকণ্ঠ। তুমি যাবে না ?

ভূষণ। না, আমি মরবো।

নীলকণ্ঠ। অত বড় ধুম্‌সো মানুষটা মরতে চাও, লজ্জা করে না ? মর্‌তে চায় মেয়েরা, পুরুষ কেন মর্‌তে চাইবে ?

ভূষণ। বাঃ-বাঃ, তোমার কথাগুলো তো বেশ। তুমি ঠিক বলেছ। যারা কাপুরুষ, তারাই মরতে চায় ; আমি কেন মরবো ? আমি বাঁচবো, আমার জাতির জন্যও আমায় বেঁচে থাকতে হবে।...কিন্তু আমি এখন কি করবো ?

নীলকণ্ঠ। একটা কাজের মত কাজ ক'রে যাও। সেনাপতি তোমাদের এক চাষী-বৌকে ধ'রে এনেছে। এ বাড়ীতে সে আছে। তাকে নিয়ে যাও।

অঙ্কুর। কে ? কাকে ধ'রে এনেছে ?

নীলকণ্ঠ। তার নাম লক্ষ্মী !

ভূষণ। লক্ষ্মী ! জনার্দ্দনের স্ত্রী ! তাকে এরা ধরে এনেছে ! এত অত্যাচার ! কোথায় সে ? কোথায়, কোনদিকে ? এস তো অঙ্কুর ! লক্ষ্মী—লক্ষ্মী,—

[ প্রস্থান।

অঙ্কুর। চল—চল, শীঘ্র চল।

[ প্রস্থান।

স্দর্শনের প্রবেশ

স্দর্শন। কে এখানে ?

নীলকণ্ঠ। আমি নীলকণ্ঠ।

স্দর্শন। তুমি এখানে কেন ?

নীলকণ্ঠ। আমার সখ হয়েছে।

স্দর্শন। বন্দীরা কোথায় ?

নীলকণ্ঠ। পগার পার।

স্দর্শন। নীলকণ্ঠ,—

নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ তোমার বাপের ঠাকুর। চাকর, চাকরের মত কথা কও।

স্দর্শন। এদের মুক্তি দিয়েছে কে ?

নীলকণ্ঠ। আমি। বোলো ? যাও, তোমার রাজাকে গিয়ে বলো।

স্দর্শন। শুধু বলবো না, তোমায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাবো। ( অগ্রসর )

নীলকণ্ঠ। খবরদার! (আগ্নেয়াস্ত্র তুলিয়া ধরিল। )

স্দর্শন। জান বালক, বিদ্রোহের পরিণাম ?

নীলকণ্ঠ। জানি। আমার হয়তো গর্দ্দান যাবে। কিন্তু তোমার তাতে লাভ নেই। তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ! মরবার আগে তোমাকে যদি না মারতে পারি, আমি ক্ষত্রিয়ের ছেলেই নই।

[ আগ্নেয়াস্ত্র তুলিয়া ধরিয়া প্রস্থান

স্দর্শন। তবে আর তোমার নিস্তার নেই বালক !

[ প্রস্থান

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ

গীতকণ্ঠে চাষিগণের প্রবেশ

চাষিগণ। **গীত**

ও চাষী ভাই, শোন্।
মরিস নে আর পরের তরে,
( ও তুই ) নিজের তরে ফসল বোন।
ওদের হাতে মারা চলবে না ভাই, মারতে হবে ভাতে,
ঘরের ফসল ঘরে রেখে ছাই ঢেলে দে পাতে,
ওদের আকুল হাহাকারে
নামবে স্বর্গ তোদের দ্বারে,
মরবে ওরা দলে দলে, ঘরে বসে তোরা গোণ।

[ প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে চাষী-রমণীগণের প্রবেশ

রমণীগণ। **গীত**

ওলো ভাতার পুতে সাজিয়ে দে।
কারার দুয়ার খুলে দেছে, মরে যদি মরতে দে।
মরার মত মরা, সে বাঁচার চেয়ে ভালো,
কি ফল ঘরে প্রদীপ রেখে, না যদি দেয় আলো?
চারটে হাতে মাগ-ভাতারে
সাঁতার দিতে নাম পাথারে,
মরণপণে সাগরের জল শূন্যে ফুঁয়ে উড়িয়ে দে।

[ প্রস্থান।

জনার্দ্দনের প্রবেশ।

জনার্দ্দন। সার্থক অভিযান, হাজার হাজার চাষী আজ একমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছে। অস্ত্র নেই, শস্ত্র নেই, হুঙ্কার নেই,—তবু এরই ভয়ে রাজার অটল সিংহাসন টলে উঠেছে। তারা ভয় দেখিয়েছে, এরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছে, তারা চাবুক তুলেছে, দশ জন এসে পিঠ পেতে দিয়েছে। সুদিনের আগমনী আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। ওরে আমার চাষী ভাই-বোন, অনেক দুঃখ সয়েছিস্ তোরা, আরও দুদিন হয়তো সইতে হবে ; তবু আমি ঠিক জানি—এ অভিযান নিস্ফল হবে না!

অঙ্কুরের প্রবেশ।

অঙ্কুর। ভুল, তুমি ভুল বুঝেছ জনার্দ্দন! এ পথে জয় কখনো আসবে না।

জনার্দ্দন। আসবে—আস্‌বে, জয়লক্ষ্মীর পদশব্দ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

অঙ্কুর। তুমি ভ্রান্ত। বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ কেউ কখনো শুনেছে?

জনার্দ্দন। জগতের কোন আবিষ্কারের কথাই আগে কেউ শোনে নি।

অঙ্কুর। কেন বৃথা হাজার হাজার নির্ব্বোধ চাষীকে এমনি ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলেছ? এদের হাতের লাঠি পর্য্যন্ত তুমি ফেলে দিয়েছ। আজ যদি সবাইকে ধরে নিয়ে মশানে বলি দেয়, কি করবে তুমি?

জনার্দ্দন। শবদাহ করবো।

অঙ্কুর। খুব শুভাকাঙ্খী তুমি!

জনার্দ্দন। আমি ওদের ভাই, ওদের শুভ আমি বুঝবো না; বুঝবে তুমি?

অঙ্কুর। হ্যাঁ আমি,—আমি রাজবংশধর; রাজনীতি আমিই জানি।

জনার্দ্দন। তোমাদের এই রাজনীতির দায়ে দু-হাজার নিরপরাধ চাষী প্রাণ দিয়েছে।

অক্রুর। না হয় আরও পাঁচ হাজার দেবে।

জনার্দ্দন। চাষীর প্রাণটা বড় সস্তা, না?

অক্রুর। একটা জাতিকে তুলতে হ'লে—

জনার্দ্দন। হাজার হাজার প্রাণ বলি দিতে হয়, কেমন? ওসব বড় বড় কথা আমরাও জানি। কিন্তু বিনা রক্তপাতে যদি জয় হয়, সে কি আরও ভাল নয়?

অক্রুর। তা কখনো হয় না। শোন জনার্দ্দন, দেশের সব চাষীরা আজ একজোট হয়েছে। এদের আমার হাতে তুলে দাও। আমি এদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে আর একবার—

জনার্দ্দন। দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়বে! অর্থাৎ রাজ্যটা তোমার চাই। কিন্তু আমাদের তাতে লাভ? এক রাজার হাত থেকে আমরা আর এক রাজার হাতে গিয়ে পড়বো। সুকণ্ঠ আমাদের লোহার শেকলে বেঁধেছে, তুমি না হয় সোণার শেকলে বাঁধবে।

অক্রুর। জনার্দ্দন! আমায় বিশ্বাস কর। সত্যই আমি রাজ্য চাই না; ঐশ্বর্য্য চাই না, চাই শুধু দেশের শান্তি। শোন জনার্দ্দন,—

জনার্দ্দন। কি আর শুনবো! আমার ঘরখানা হয়তো তুমি সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে দেবে, কিন্তু আমার ভাই বন্ধুদের চোখের জল তো ঘুচবে না, তাদের খড়ের চালের হাজার ফুটো তো বুজবে না।

অক্রুর। তুমি নির্ব্বোধ।

জনার্দ্দন। তাই ভাল। আমি সবাইকে নিয়ে নরকেই থাকবো, তবু একা স্বর্গে যাবো না।

ভূষণের প্রবেশ

ভূষণ। আবার বল, আবার বল ভাই,—"সবাইকে নিয়ে নরকেই থাকবো, তবু একা স্বর্গে যাবো না।"

অক্রুর। ভেবে দেখ জনার্দ্দন,—

ভূষণ। আর ভাবতে হবে না অঙ্কুর! চাষীরা আজ নূতন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। আর এদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিয়ে যাবো না।



অঙ্কুর। এই তোমাদের শেষ কথা?

ভূষণ। হ্যাঁ।

অঙ্কুর। কিন্তু এর জন্য অনুতাপ করতে হবে।

ভূষণ। হোক; তবু বড় গাছে নৌকা আর বাঁধবো না।

অঙ্কুর। জনার্দ্দন! তোমারও এই কথা?

জনার্দ্দন। হ্যাঁ। আমি সাপকে বিশ্বাস করবো, তবু রাজবংশকে নয়।

অঙ্কুর। উত্তম,—এর পরে সহস্র অনুরোধ করলেও আমার সাহায্য আর পাবে না!

[ প্রস্থান।

ভূষণ। তুমি ঠিক বলেছিলে জনার্দ্দন, রাজশক্তির সঙ্গে দুর্ব্বলের সশস্ত্র যুদ্ধ সাজে না!

জনার্দ্দন। এ আমার কথা নয় ভূষণ, আমাকে এ মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে গেছে লক্ষ্মী। দিকে দিকে চাষীদের এই জাগরণে সব চেয়ে যে সুখী হ'তো, সে হয়তো আর জীবিত নেই।

ভূষণ। জীবিত আছে জনার্দ্দন!

জনার্দ্দন। কোথায়? কার কাছে? কত দূরে?

ভূষণ। রাজপ্রাসাদে।

জনার্দ্দন। তবে যা ভেবেছি, তাই? সুকণ্ঠই তাকে ভুলিয়ে এনেছে?

ভূষণ। আর তার কথা তুলো না ভাই! সে আর তোমার নয়!

জনার্দ্দন। ভূষণ!

ভূষণ। কারাগার থেকে পালিয়ে এসে আমি প্রথম তার কাছেই গিয়েছিলাম! পায়ে ধ'রে সেধেছি, সে এলো না।

জনার্দ্দন। তাই সে আমার নয়? তুমি ভুল বুঝেছ ভূষণ! সূর্য্য

পশ্চিমে উঠবে, তবু লক্ষ্মী অবিশ্বাসিনী হবে না! তাকে শুধু আমি জানি, আর কেউ জানে না।

ভূষণ। কিন্তু—

জনার্দ্দন। থাক্ ভূষণ, এখানে তর্ক চলে না. আমি তাকে অন্তর দিয়েই চিনেছি। সে আসবে, আমার কাছেই ফিরে আসবে।

ভূষণ। এলেও সুকণ্ঠ তার ললাটে কলঙ্কের চিহ্ন এঁকে দেবে।

জনার্দ্দন। সে দোষ তার নয়—আমার, আমিই তাকে রক্ষা করতে পারিনি। কলঙ্ক যদি নিয়ে আসে, আমি তা চোখের জলে ধুয়ে নেবো!

ভূষণ। জনার্দ্দন, তুমি মানুষ নও; তুমি দেবতা।

বাণীর প্রবেশ।

বাণী। তোমরা কেউ বলতে পার উজান গাঁয়ের চাষীরা কেমন আছে? তাদের দুঃখের দিন কি ভোর হয় নি? চাষার মেয়েরা কি ক্ষত্রিয়ের হাতে এখনো তেমনি লাঞ্ছনা সহ্য ক'চ্ছে?

ভূষণ। হ্যাঁ! তবে সুদিন আসছে! কিন্তু তুমি কে?

বাণী। আমি? আমি কেউ নই। আমি পথের মেয়ে। কত যে চলি, তবু পথ আমায় ছাড়ে না। বসতে গেলেই টানে। ঘুম পেলে ঘুমুতে দেয় না, ক্ষিদে পেলেও রেহাই দেয় না।

জনার্দ্দন। ওরে ভূষণ, নতজানু হ' অভিবাদন কর, এ আমাদের রাণী! ( অভিবাদন )

ভূষণ। রাণী!

বাণী। জনার্দ্দন, তুমি!

জনার্দ্দন। রাজরাণীরও এই দশা। হতভাগ্য রাজা কি কাউকে আপনার করতে পারবে না?

বাণী। আঃ, এমন স্থান কি কোথাও নেই; যেখানে মানুষের চিহ্ন নেই?

[ প্রস্থানোদ্যোগ।

ভূষণ। দাঁড়াও, যেতে পাবে না ;

বাণী। পাবো না ?

ভূষণ। না। তোমার স্বামী আমাদের ঘরের বউকে চুরি ক'রে নিয়েছে, তার মুখে হয়তো কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়েছে।

বাণী। কে ? কে সে ?

ভূষণ। এই জনার্দ্দনের স্ত্রী।

বাণী। জনার্দ্দন, তোমার উপর এই অত্যাচার ?

জনার্দ্দন ম্লান হাসি হাসিল মাত্র।

ভূষণ। উপকারের বিনিময়ে সে যদি এমনি অত্যাচার করতে পারে, আমরাই বা এত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবো না কেন ? ভগবানই তোমায় এনে দিয়েছে। সে যেমন আমাদের বৌয়ের মাথায় কলঙ্কের ডালি তুলে দিয়েছে—আমরাও তেমনি তোমার মাথায় কলঙ্কের পশরা তুলে দেবো। নাও জনার্দ্দন, প্রতিশোধ নাও !

বাণাকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া জনার্দ্দনের দিকে ঠেলিয়া দিল।

বাণী। ( আর্ত্তকণ্ঠে ) জনার্দ্দন ! জনার্দ্দন !

জনার্দ্দন। ভয় কি দিদি ? আমি ভাই।

ভূষণ। তুমি মানুষ, না কি ?

বাণী। না, দেবতা।

~~গাতকণ্ঠে মাণিকের প্রবেশ।~~

মাণিক। গীত

যে পাখী উড়ে গেল, এল না ফিরে,
আঁধারে ফেলে গেল সোণার খাঁচাটীরে।
প্রভাতে রবিকর কত যে খোঁজে তায়,
আনে সে ফুলরেণু উজাড়ি দিতে পায়,

নাই সে, নাই নাই, অচিনে হ'লো ছাই,
রবির আলো কাঁদে খাঁচাটী ঘিরে।
মুছাতে এলো না সে আপনা গৃহবাসে,
এত যে ভাসে বুক নয়ন-নীরে।

জনার্দ্দন। কাঁদিস নে মাণিক! এই নে দেখ, রাস্তায় একটা বোন কুড়িয়ে পেয়েছি। প্রণাম কর্। এও তোকে তেমনি ক'রে আদর করবে।

মাণিক। (বাণীকে প্রণাম করিয়া) তুমি আমায় দিদি?

বাণী। হ্যাঁ ভাই! আমাকে তোমাদের ঘরে নিয়ে চল।

ভূষণ। চাষা! এরই নাম চাষা! মানুষ এর মাথায় দেয় থুৎকার কিন্তু দেবতারা করে পুষ্পবৃষ্টি!

[ প্রস্থান।

জনার্দ্দন। লক্ষ্মি! লক্ষ্মি! এ সুখের দৃশ্য তুমি একবার দেখ্‌বে না? দেখ্‌বে এস, আমার পাতার ঘরে রাণী এসেছে, আমার বোন—বাণী—বাণী।

[ সকলের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য

### সুকণ্ঠের কক্ষ

সুকণ্ঠের প্রবেশ

সুকণ্ঠ। কে ডাকলে? বাণী—বাণী? তাইতো, আমি দিবাস্বপ্ন দেখছি নাকি। বাণী নেই, বাণী মরেছে। আর কেউ জ্বালাতন করতে আসবে না। মরুক, চাষার মেয়ের কথা আমি কেন চিন্তা করবো?

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। এই যে মা-জননী, আদেশ কর, কার মাথা নিতে হবে?

মন্দাকিনী। রহস্য রাখ নির্ব্বোধ! দিবানিশি বিলাস-ব্যসনে ডুবে

থাকলেই কি রাজকার্য্য চলবে? রাজ্যে কি হ'চ্ছে খবর রাখ? চাষীরা এক জোট হ'য়ে কতখানি প্রবল হ'য়ে উঠেছে, জান কিছু?

সুকণ্ঠ। জানি।

মন্দাকিনী। জেনে কি প্রতীকার করেছ?

সুকণ্ঠ। কিছুই না।

মন্দাকিনী। প্রাসাদে ক-দিনের খাদ্য আছে?

সুকণ্ঠ। এক-পক্ষের।

মন্দাকিনী। তারপর?

সুকণ্ঠ। অনাহারে।

মন্দাকিনী। সইতে পারবে?

সুকণ্ঠ। চেষ্টা ক'রে দেখি। ওরা 'ছোটজাত' হ'য়ে এত অনাহার সহ্য করেছে, আর আমরা 'বড়জাত' হ'য়ে পারবো না? ওদের চেয়ে আমরা ছোট হবো কেন?

মন্দাকিনী। এ শুধু উন্মাদের প্রলাপ।

সুকণ্ঠ। তুমি কি করতে বল্ মা?

মন্দাকিনী। এও আমাকে বলতে হবে? তুমি কি অন্ধ, না অজ্ঞান? তারা ধনীর কাছে শস্য বিক্রী ক'চ্ছে না, এ দেখেও তুমি চুপ ক'রে আছ?

সুকণ্ঠ। কি করবো বল? তাদের শস্য তারা যদি না বিক্রয় করে, আমি তার কি করবো?

মন্দাকিনী। বুঝিয়ে বল।

সুকণ্ঠ। শোনে না।

মন্দাকিনী। রক্তচক্ষু দেখাও।

সুকণ্ঠ। গ্রাহ্য করে না।

মন্দাকিনী। তাহ'লে লুণ্ঠন কর।

সুকণ্ঠ। লুণ্ঠনের শাস্তি না প্রাণদণ্ড, মা? এরই মধ্যে ভুলে গেলে।

এখনও তো অনাহার আরম্ভ হয়নি। ক্ষুধার জ্বালা তো এখনো বোঝনি, মা। যে অপরাধে প্রজাদের মাথা নিয়েছি, রাজা হ'য়ে আমি সে অপরাধ করতে পারবো না।

মন্দাকিনী। প্রাসাদের এতগুলো লোক অনাহারে মরবে।

সুকণ্ঠ। মরুক, তবু এ আমি পারবো না।

মন্দাকিনী। তুমি না পার, আমি সৈন্য পাঠাচ্ছি।

সুকণ্ঠ। শাস্তিটা তাহ'লে তোমাকে নিতে হবে।

মন্দাকিনী। সাধ্য থাকে, দিও আমাকে দণ্ড। তবু অনাহারে এতগুলো প্রাণীর মৃত্যু আমি দেখবো না।

সুকণ্ঠ। মা, তোমার কি দয়া।

সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। মহারাজ! নীলকণ্ঠ জোর ক'রে সব বন্দীদের তাড়িয়ে দিয়েছে। রক্ষী বাধা দিয়েছিল, তাকে গুলি ক'রে পঙ্গু ক'রে রেখেছে।

মন্দাকিনী। কি, সব বন্দীদের তাড়িয়ে দিয়েছে? একটা দুগ্ধপোষ্য বালক? কোথায় সে?

সুদর্শন। প্রাসাদময় ছুটে বেড়াচ্ছে, কিছুতেই বন্দী করতে পারলুম না

মন্দাকিনী। বন্দী কি? কুকুরের মত গুলি ক'রে মার।

সুদর্শন। ( প্রস্থানোদ্যত হইলেন। )

সুকণ্ঠ। দাঁড়াও।

সুদর্শন। মহারাজ!

সুকণ্ঠ। লক্ষ্মীর কক্ষে এইমাত্র কে প্রবেশ করেছিল?

সুদর্শন। আপনি কি বলছেন মহারাজ?

সুকণ্ঠ। আমার পেছনে দুটো চোখ আছে, জান না? দ্বিতীয় বার এ অপরাধ করলে আমি তোমার মাথা উড়িয়ে দেবো। যাও, দূর হও।

সুদর্শন। ( প্রস্থানোদ্যত )

মন্দাকিনী। দাঁড়াও সুদর্শন। উজানগাঁয়ের সমস্ত সঞ্চিত শস্য লুটে আনতে সৈন্য পাঠিয়ে দাও।

সুকণ্ঠ। শোন আজই সব সৈন্যদের বেতন দিয়ে অবসর দাও। আমার কোন সৈন্যের প্রয়োজন নেই।

সুদর্শন। সৈন্য না থাকলে রাজ্যরক্ষা করবে কে?

সুকণ্ঠ। শত্রু যেখানে নিরস্ত্র, সেখানে রাজ্যরক্ষার জন্য সৈন্যের প্রয়োজন নেই।

মন্দাকিনী। তুমি ক্ষিপ্ত হয়েছ। তোমাকে বন্দী ক'রে আমাকেই রাজ্য চালাতে হবে।

সুকণ্ঠ। যতক্ষণ তা না হয়, ততক্ষণ আমার আদেশই বেদবাক্য।

সুদর্শন। আমি মানবো না আর আদেশ, শুনবো না আর বেদবাক্য।

[ তরবারি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ, আমি কি এই জন্যই তোমায় গর্ভে ধরেছিলাম? মা হ'য়ে আজ তোমার হাতে আমার এই অপমান, পদে পদে এই লাঞ্ছনা?

সুকণ্ঠ। তুমি যে আর একজনের মাকে এর চেয়েও লাঞ্ছনা দিয়েছ মা। চাষার মেয়ে ব'লে যখন তার মুখে অহরহঃ থুৎকার দিয়েছ, যখন তারই ঘর থেকে তাকে বেত্রাহত কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছ, তখন তো মনে কর নি যে তারও ছেলে আছে। মায়ের কোন জাত নেই মা! একটা মাকে যে নির্য্যাতন করেছে, ছেলের কাছে সে মায়ের মর্য্যাদা কেমন ক'রে পাবে মা? তোমার প্রশ্রয়ে অসংখ্য অন্যায় আমি করেছি, বাধা পেয়েছি এইখানে। আজ আমার আদর্শের সমাধি, আমার মাতৃঋণ পরিশোধ।

মন্দাকিনী। তাহ'লে রাজত্বও আর তোমায় করতে হবে না।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। রাজত্বের স্বপ্ন আরও আছে? মানুষ আর সে মানুষ নেই।

নূতন আদর্শের বন্যা বাতাসের বেগে ছুটে আসছে। রাজায়-প্রজায়, ধনী-দরিদ্রে কোন বৈষম্য আর থাকবে না।

কৰ্দ্দমের প্রবেশ

কৰ্দ্দম। মহারাজ!—

সুকণ্ঠ। কি কৰ্দ্দম?

কৰ্দ্দম। বৌরাণী বেঁচে আছেন।

সুকণ্ঠ। আছে! বেঁচে আছে রাণী? কোথায়?

কৰ্দ্দম। ( নতমস্তকে ) জনার্দ্দনের ঘরে।

সুকণ্ঠ। মাথা হেঁট করলে যে? ও—বুঝেছি। কিন্তু না; এইতো স্বাভাবিক। ওঃ—এত জ্বালা এ কল্পনায়!

কৰ্দ্দম। মহারাজ, এইবার বোধ হয় বুঝতে পাচ্ছেন, আপনার কলঙ্কে তাঁরও বুকে এমনি বাজতো?

সুকণ্ঠ। তুই ঠিক জানিস?

কৰ্দ্দম। জানি। তাই তিনি আপনাকে তিরস্কার করতেন, আর আপনি তাকে প্রহার করতেন।

সুকণ্ঠ। হুঁ; আচ্ছা, তুই জানিস, সে আমায় ভালবাসতো?

কৰ্দ্দম। সে ভালবাসার কি তুলনা আছে?

সুকণ্ঠ। তবে সে জনার্দ্দনকে—

কৰ্দ্দম। সে দোষ তাঁর নয়, আপনার।

সুকণ্ঠ। তবু আমি একবার জনার্দ্দনকে দেখবো। তুই একবার সুদর্শনকে ডেকে দেতো।

কৰ্দ্দম। মহারাজ, দোহাই আপনার, বৌরাণীকে কোন শাস্তি দেবেন না। বৌরাণী বড় রোগা হ'য়ে গেছেন, দেখলে চেনা যায় না।

সুকণ্ঠ। কেন? কেন? খেতে পাচ্ছে না,—না? তাতে আমার কি? সে চাষার মেয়ে—

কৰ্দ্দম। তবু আপনি তাঁকে ভালবাসেন।

সুকণ্ঠ। ভালবাসি! হাঃ-হাঃ হাঃ! এমন অসম্ভব কথা তোকে কে ব'ললে কৰ্দ্দম?

কৰ্দ্দম। আপনার চোখ। ( সুকণ্ঠ অলক্ষ্যে চোখের জল মুছিলেন। ) আমি যা জানতে এসেছিলাম, জেনেছি। মহারাজ, আমি বৌরাগীকে আনতে চললুম।

সুকণ্ঠ। ( রুক্ষকণ্ঠে ) কৰ্দ্দম!

কৰ্দ্দম। আমি কারও কথা শুনবো না, রাজাই হোক, আর রাজার মা-ই হোক।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। বাণি! বাণি!

মাতঙ্গের প্রবেশ

মাতঙ্গ। মহারাজ, বউ এসেছে।

সুকণ্ঠ। অ্যাঁ! কই, কোথায়?

মাতঙ্গ। আজ্ঞে, আমার ঘরে।

সুকণ্ঠ। ও—তোমার স্ত্রী? তারপর—কোথায় ছিল?

মাতঙ্গ। সে কথা তো জিজ্ঞেস করি নি। তার ধৰ্ম্ম তার কাছে, আমার ধৰ্ম্ম আমার কাছে।

সুকণ্ঠ। যদি সে কলঙ্কিনী হয়?

মাতঙ্গ। সে তো তার দোষ নয়, আমার দোষ।

সুকণ্ঠ। তুমি তোমার স্ত্রীকে ভালবাস, না মাতঙ্গ?

মাতঙ্গ। আজ্ঞে, সেটা ঠিক জানি না। তবে ধৰ্ম্ম সাক্ষী ক'রে বে' করেছি,—কেমন যেন গায়ে গায়ে জড়িয়ে গেছে।

সুকণ্ঠ। ধৰ্ম্ম-সাক্ষী ক'রে সবাই তো বিবাহ করে, কিন্তু তোমার মত ভালতো বাসে না!

মাতঙ্গ। সে শালারা মানুষ নাকি ?

সুকণ্ঠ। তুমি আর কখন কোন স্ত্রীলোককে ভালবাস নি ?

মাতঙ্গ। শোন কথা, পরের বউ মায়ের মত না ?

সুকণ্ঠ। ঠিক বলেছ ভাই! তোমরাই মানুষ,—আমরা মানুষ নামের কলঙ্ক।

মাতঙ্গ। আজ্ঞে, আপনাকে শালারা যত খারাপ বলে, তত খারাপ তো আপনি নন।···আচ্ছা, আমরা তাহ'লে আসি। পেন্নাম হই।

সুকণ্ঠ। যাবে? আচ্ছা, যাও বন্ধু, যাও। জীবনে অনেক বন্ধু পেয়েছিলাম, তারা অনেক নিয়েছে, দেয় নি কিছু। যে শিক্ষা তোমার কাছে পেয়েছি, কোন বন্ধু—কোন গুরুও আমায় তা দিতে পারে নি।

মাতঙ্গ। ও সব বড় বড় কথা আপনি কি বলছেন ?

সুকণ্ঠ। যাও বন্ধু, যাও। অর্থ দিয়ে তোমায় অপমানিত করবো না। চিরদিন এমনি দরিদ্র, আর এমনি পবিত্র হ'য়েই তুমি থেকো ভাই। সংসারে দুর্গম পথে বন্ধুর যদি কখনো প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ ক'রো, আমি যাবো তোমার ঘরে।

মাতঙ্গ। যাবে? বেশ—বেশ, তবে তোমার নেমন্তন্ন রইলো দাদা! আমার বউ যা সুক্ত আর পুঁই শাকের তরকারী রাঁধে—তোফা, খেয়েছ কি মরেছ—হাঁ! আচ্ছা, আসি তাহ'লে।

[ প্রস্থান।

সুকণ্ঠ। ওরে ভদ্রলোকের দল, ভেঙ্গে ফেল তোদের কুশিক্ষার পাঠশালা। মানুষের শিক্ষা যদি নিতে হয়, নেমে আয় এইখানে—এই অভদ্র, অসভ্য, চির নাবালক চাষাদের মাঝখানে।

[ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

কক্ষ

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। কতদিন তাকে দেখিনি। না জানি, তিনি কেমন আছেন। মাণিক হয়তো কত কাঁদছে। কবে আবার আমি উজানগাঁয়ে ফিরে যাবো?

সুদর্শনের প্রবেশ

সুদর্শন। লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। কি চাও তুমি?

সুদর্শন। আমি চাকরী ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি।

লক্ষ্মী। সুবর্ণপুরের সৌভাগ্য। এবার বোধ হয় প্রজারা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। তা আমার কাছে কেন?

সুদর্শন। আমি তোমায় নিয়ে এসেছিলাম, চল—আমিই তোমায় রেখে আসছি।

লক্ষ্মী। কোন প্রয়োজন নেই।

সুদর্শন। প্রয়োজন নেই? তুমি যাবে না?

লক্ষ্মী। যাবো, কিন্তু তোমার সঙ্গে নয়।

সুদর্শন। রাজার সঙ্গে যাবে?

লক্ষ্মী। কোন আপত্তি নাই।

সুদর্শন। বুঝতে পেরেছি।

লক্ষ্মী। তোমার বুদ্ধি খুব প্রখর।

সুদর্শন। একটা লম্পট—তার সঙ্গে যেতে তোমার কোন আপত্তি নেই, আর আমি—

লক্ষ্মী। তুমি তার চেয়েও লম্পট। তাকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু

তোমাকে তোমার নিজের মেয়েও বিশ্বাস করবে না। তাকে লম্পট সাজিয়েছ তুমি। সুবর্ণপুর রাজ্যটাকে শ্মশানে পরিণত করেছে দুটো শয়তান, একটা তুমি—

সুদর্শন। লক্ষ্মি! আমার মুখের দিকে চাও। আমার অতীতকে আমি মুছে ফেলেছি। আজ আর আমি প্রতারক নই।

লক্ষ্মী। বেরিয়ে যাও।

সুদর্শন। আমার সঙ্গে তোমায় যেতে হবে। একটা লম্পটের বিলাসের সঙ্গিনী হবার জন্য তোমাকে আমি কিছুতেই রেখে যাবো না।

লক্ষ্মী। আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না সাধুপুরুষ! আমার স্বামী আছেন—

সুদর্শন। সে স্বামী আর তোমার নেই। সে এখন বাণীকে নিয়ে বিভোর হ'য়ে আছে।

লক্ষ্মী। বাণী!

সুদর্শন। হ্যাঁ। সুকণ্ঠের নির্ব্বাসিতা স্ত্রী তারই কাছেই গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। তোমার কলঙ্কে উজানগাঁ ছেয়ে গেছে। তুমি ফিরে গেলে আর তোমাকে গ্রহণ করবে কি না, সন্দেহ। তবু আমার কর্ত্তব্য আমি করবো।

লক্ষ্মী। তোমার কর্ত্তব্য যদি আমাকে নিয়ে যাওয়া, আমার কর্ত্তব্য তোমার সঙ্গে না যাওয়া।

সুদর্শন। সত্যই আমি এত অবিশ্বাসী?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ, এত অবিশ্বাসী? আমি সুকণ্ঠের হাত ধ'রে নিশীথ রাত্রে নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকেও তোমার পাশে বসতে পারি না।

সুদর্শন। সুকণ্ঠ আজ বড় বন্ধু হয়েছে, না? তোমার স্বামী তার স্ত্রীকে অঙ্কশায়িনী করেছে, আর সে তোমাকে ভগ্নি ব'লে সিংহাসনে

বসিয়ে পূজা করবে—নয় ? আমার কাছে সে কি আদেশ পত্র পাঠিয়েছে জান ? ( লক্ষ্মীর হাতে পত্র দিল। ) পড়।

লক্ষ্মী। “যে ভাবে পার, নিয়ে আসবে, আমি তাকে গ্রহণ করবো তাকে আমার চাই।” কাকে ? কার কথা লিখেছে ?

সুদর্শন। তোমার কথা ; আজ রাত্রেই তার কক্ষে তোমায় পৌছে দিতে হবে।

লক্ষ্মী। চল, নিয়ে চল।

সুদর্শন। আমি আর তার ভৃত্য নই।

লক্ষ্মী। ভগবান্! ভগবান্! রক্তের সম্বন্ধটাই কি সব ? মানুষের গড়া সম্পর্কটা কিছুই নয় ? হা রে অভাগা রাজা, এমন মধুর সম্বন্ধ তুমি এমনি ক'রেই বিষময় ক'রে তুলতে চাও ? বুঝেছি, সংসারে একজন ছাড়া আর কেউ আপনার হ'তে পারে না।

সুদর্শন। সেও আর তোমার আপনার নয়।

লক্ষ্মী। যদি তাই হয়, আমি একবার তাকে জিজ্ঞাসা ক'রেই মরবো।

সুদর্শন। তবে এস আমার সঙ্গে।

লক্ষ্মী। না—না, কারও সঙ্গে নয়। সংসারে সবাই অবিশ্বাসী। আমি আপন ভাইকেও এত ভালবাসিনি যত ভাল বেসেছিলাম এই অভাগা রাজাকে। আজ সে আমারই মাথায় ছোবল মারতে চায় ? স্বামী—যাকে এক মুহূর্ত্তও ভুলে থাকতে পারিনি, সেও আজ আমার ভুলে—ওঃ, বাবা, তোমার অভিশাপ এতদিনে সফল হলো ? না—না—আমি যাই।

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। তুমি নাকি জনার্দ্দনের স্ত্রী ; সেই জনার্দ্দন যে আমাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার শত্রু লেলিয়ে দিয়েছে ?

লক্ষ্মী। শুধু সেই কথাটাই মনে করে রেখেছ ? একদিন যে সে

তোমার পুত্রকে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছিল, সে কথা বুঝি মনে নেই?

মন্দাকিনী। সে জন্য যে পুরস্কার চাইতো, আমরা দিতুম। তাই ব'লে হাজার হাজার চাষীদের এমনি ক'রে ক্ষেপিয়ে তুলবে?

লক্ষী। আত্মরক্ষার নাম তো বিরোধিতা নয়। তাদের শস্য তারা বিক্রী করবে না, তোমার তাতে কি?

মন্দাকিনী। এর নাম রাজদ্রোহ।

লক্ষী। রাজার মেয়ে আমি রাজদ্রোহ কাকে বলে, আমি জানি। আত্মরক্ষার নাম বিদ্রোহ নয়, দেশকে ভালবাসার নামও রাজদ্রোহ নয়।

মন্দাকিনী। কিন্তু এ আমি হ'তে দেবো না। আমরা থাকবো অনাহারে তোমরা দু'হাত পুরে খাবে, এ হ'তে পারে না।

লক্ষী। কেন পারে না? আমরা যখন অনাহারে ছিলাম, তখন তো তোমরা দু'হাত পুরে খেয়েছ। তোমাদের ঘরে এত চাল থাকতেও আমাদের একমুঠো দাওনি। আজ তোমরা মর, আমরা দাঁড়িয়ে দেখবো।

মন্দাকিনী। সবাই বলছে, বিদ্রোহের এই মন্ত্র তুমিই ছড়িয়ে এসেছ। ইচ্ছা করলে তুমিই বিদ্রোহ বন্ধ করতে পার।

লক্ষী। হয়তো পারি. কিন্তু কেন করবো?

মন্দাকিনী। কারণ তুমি নারী।

লক্ষী। তুমিও তো নারী। অনাহারে এতগুলো মানুষের মৃত্যু তুমি যদি সইতে পার, হাজার হাজার ক্ষুধিত মানুষকে যদি কুকুর ছাগলের মত বলি দিতে পার, আমি কেন পারবো না? তুমি রাণী ব'লেই তোমাকে সব সাজে, আর আমি চাষার বউ ব'লে—

মন্দাকিনী। দেখ, এ বিদ্রোহ আমি একদিনেই দমন করতে পারি, কিন্তু বাদী হ'চ্ছে আমার ছেলে। শোন লক্ষ্মি,—( হাত ধরিলেন। )

লক্ষী। মহারাণি! আমায় ছুঁয়ে ফেললে? আমি যে চাষার বউ।

সুদর্শন। তাহ'লেও তুমি রাজকন্যা।

লক্ষ্মী। ও অপরাধটা তাহ'লে চাষার মেয়ের, চাষার বউয়ের কোন অপরাধ নেই? শোন রাণি, আমি এ বিদ্রোহ বন্ধ করতে পারি, এক সর্ত্তে।

মন্দাকিনী। কি সর্ত্তে।

লক্ষ্মী। সিংহাসনটা প্রজাদের হাতে তুলে দিতে হবে।

মন্দাকিনী। বল কি?

লক্ষ্মী। ভেবে নাও, অনাহার চাও, না জনশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে চাও? এর মাঝামাঝি কোন পথ নেই।

মন্দাকিনী। লক্ষ্মি, একবার অনুরোধ করেছি ব'লে মনে ক'রো না, আমরা একেবারেই শক্তিহীন। তোমার স্বামীকে ধ'রে এনে তোমার চোখের উপর বলি দেবো।

লক্ষ্মী। চোখের উপর কেন, বুকের উপর রেখে বলি দাও, তবু এ আগুন নির্ব্বাপিত হবে না।

মন্দাকিনী। সুদর্শন! তুমি নিজে গিয়ে জনার্দ্দনকে ধ'রে নিয়ে এস।

সুদর্শন। চেষ্টা করেছিলাম মহারাণি! দু'হাজার চাষী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইলো, আমি তার কাছে যেতে পারলুম না। আর এখন তো আমি যাবোই না।

মন্দাকিনী। ওর পত্র নিয়ে যাও! লক্ষ্মি জনার্দ্দনকে তুমি—

লক্ষ্মী। আস্‌তে লিখবো? কোন প্রয়োজন নেই। আমি নিজেই তাঁর কাছে যাবো।

মন্দাকিনী। লিখবে না।

লক্ষ্মী। না।

কন্দাকিনী। বল প্রয়োগে বাধ্য করবো।

লক্ষ্মী। তাই কর, আমি চল্লুম।　　( প্রস্থানোদ্যোগ )

মন্দাকিনী। সুদর্শন। ( ধরিতে ইঙ্গিত )

সুদর্শন। আমি তাই চাই। ( লক্ষ্মীকে ধরিল )

এমন সময় নীলকণ্ঠের নিক্ষিপ্ত গুলি আসিয়া সুদর্শনের পায়ে বিদ্ধ হইল

সুদর্শন। উঃ—

নীলকণ্ঠের প্রবেশ, সুদর্শন লক্ষ্মীকে ছাড়িয়া দিয়া নীলকণ্ঠের দিকে অগ্রসর হইল ; ইত্যবসরে লক্ষ্মী প্রস্থান করিল।

মন্দাকিনী। ধর—ধর সুদর্শন !

সুদর্শন লক্ষ্মীর পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, যুগপৎ নীলকণ্ঠ ও কর্দ্দমের গুলি তাহাকে ধরাশায়ী করিল !

সুদর্শন। উঃ !

কর্দ্দমের প্রবেশ

কর্দ্দম। মর্—মর্, এইবার দেশের লোকগুলো বাঁচবে।

সুদর্শন। ( উঠিয়া ) মরবার আগে তোকে আমি—( স্খলিত হস্তে তরবারি ধারণ করিয়া অগ্রসর হইল,—তৎক্ষণাৎ কর্দ্দমের আরও একটী গুলি ছুটিল। ) উঃ—জীবনের শেষ, আকাঙ্ক্ষার সমাধি ভগবান ? শাস্তি দিয়েছ—দাও, কিন্তু আমার সাথীটীকেও তুমি ক্ষমা করো না।

[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। ওরে প্রাসাদে কি কেউ নেই, যে এই শিশু-শয়তানকে চূর্ণ করে ? রক্ষি ! রক্ষি ! কে আছ এখানে ? হত্যা কর, আশাতীত পুরস্কার দেবো।

নীলকণ্ঠ। আমার মাকে তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছ। তার ঘরে তাকে ঠাই দাও নি। আজ তার শোধ নিতে এসেছি।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করিয়া দাঁড়াইল

মন্দাকিনী। নীলকণ্ঠ !

নীলকণ্ঠ। আমাকে নয়, ভগবানকে ডাক।

মন্দাকিনী। ভগবানকে ডাকবো?

থপ করিয়া নীলকণ্ঠের হাত হইতে আগ্নেয়াস্ত্র কাড়িয়া লইতে গেল, সহসা গুলি ছুটিয়া নীলকণ্ঠের বক্ষ ভেদ করিল।

নীলকণ্ঠ। উঃ।

মন্দাকিনী। একি! নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!—

নীলকণ্ঠ। মা—মা—মা! ( মৃত্যু )

মন্দাকিনী। নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ! নীরব—নীরব! অ্যাঁ—একি হ'লো? ম'রে গেল?

মণিকণ্ঠের প্রবেশ

মণিকণ্ঠ। কে মরেছে? কে মরেছে?

মন্দাকিনী। নী—নীলকণ্ঠ।

মণিকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ মরেছে! সত্যই তো নীরব। নিঃশ্বাস পড়ছে না। নীলকণ্ঠ! দাদু!

মন্দাকিনী। এ পারে আর সাড়া দেবে না।

মণিকণ্ঠ। অ্যাঁ, ম'রে গেছে! কে মারলে?

মন্দাকিনী। আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম, কে মারলে? সত্যই কি আমি মেরে ফেললুম?

মণিকণ্ঠ। তুমি! অ্যাঁ, তুমি রহস্য ক'চ্ছ। নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ! ওঠ দাদু, ওঠ। এযে সত্যি নড়ছে না, নিঃশ্বাস পড়ছে না। তবে কি সত্যই মেরে ফেলেছে? কেন, কি অপরাধ করেছিল এ দুধের শিশু?

মন্দাকিনী। তাইতো—

মণিকণ্ঠ। কি করলে তুমি, রাজমাতা? এই একটা মাত্র বংশধর, তাকেও তুমি রাখতে পারলে না? আমার উপর নির্য্যাতন করেছ, পুত্রকে নিজের হাতে পশু তৈরী করেছ, তবু একটা সান্ত্বনা ছিল—এই শিশুর

মধ্যে রাজবংশের গুপ্ত গৌরব আবার সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠবে। তাও তুমি হ'তে দিলে না? এই নির্ম্মল কুসুম এমনি ক'রে নখাঘাতে ছিন্ন করলে?

মন্দাকিনী। হ্যাঁ গা, তবে কি সত্যই আমি হত্যা করেছি।

মণিকণ্ঠ। জগতে স্বামীহত্যার দৃষ্টান্ত আছে, পুত্রহত্যার কথাও শুনেছি,—কিন্তু পৌত্রহত্যা করলে একমাত্র তুমি! আমার হাতে আজ যদি শাসন ভার থাকতো, আমি তোমায় জীবন্ত দেহ ক্ষুধিত বাঘের মুখে তুলে দিতাম।

মন্দাকিনী। তাই দাও, তাই দাও! নীলকণ্ঠ! দাদু!

মণিকণ্ঠ। যাচ্ছি রাজার কাছে। দেখি রাজার বিচার। ওঠ দাদু, ওঠ; চল যাই বিচার সভায়, দেখি তোমার পিতা, জীবিত না মৃত। ( মৃত দেহ তুলিয়া লইলেন। ) ওরে আকালের দেশ, শক্তির অহঙ্কারে আমি তোমার শাসনের ভার নিয়েছিলাম; সে ভার আমি বহন করতে পারি নি। আমারই পাপে তোমার অসংখ্য ক্ষুধিত সন্তান অকালে প্রাণ দিয়েছে। তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমার নীলকণ্ঠকে চিতায় তুলে দিচ্ছি; তুমি শীতল হও। [ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। দাঁড়াও রাজা, দাঁড়াও; আমি তোমার সঙ্গে যাবো। ও কে? রক্তচক্ষু মেলে আমার দিকে চাইছে? মানুষ না রাক্ষস? কে তুমি, কি চাও।

গীতকণ্ঠে নরকের প্রবেশ

নরক।

গীত।

আমি মেলিয়া রেখেছি 'হাঁ'।
বৈতরণীর পারের ঘাটে ভাসিয়ে দে তোর 'না'
আস্ত তোরে ভেজে খাবো, মুণ্ড নেবো ছিঁড়ে,
খুব্‌লে নেবো চক্ষু দু'টো—উগ্‌রে দেবো ফিরে,
সাঁড়াশী দিয়ে খুলবো দাঁত,
দেখ্‌বি চোখে দিন রাত,
দুঃখে রে তোর শেয়াল-কুকুর কাঁদবে মেলে পা।

[ প্রস্থান।

মন্দাকিনী। ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর!

[ প্রস্থান।

# পঞ্চম অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

পথ

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। কোন্ দিকে পথ? কোন্ পথে উজানগাঁ? ওরে আকাশের পাখি, আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্। আমি তাঁর সুখের পথে ব্যাঘাত হবো না। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করবো—এ কি সত্য?

বাণীর প্রবেশ

বাণী। অসময়ে কাক ডাকছে কেন? কোথায় যেন কি মহাপ্রলয় হ'য়ে গেছে। বুকটা যেন কেঁপে উঠছে! আবার! আবার! ওরে অমঙ্গলের অগ্রদূত, আর ডাকিস নে। কিন্তু কোথায় এলুম? কোন্ দিকে সুবর্ণপুর?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ গা, তুমি উজান গাঁয়ের পথটা আমায় ব'লে দিতে পার?

বাণী। উজান গাঁয়ের পথ? হ্যাঁ—তা—না, কোন্ পথে এসেছি, কিছুই তো মনে নেই? কে যেন আমায় "মা মা" ব'লে ডাকলে, আমি পাগল হ'য়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছি, পথঘাট তো মনে নেই। কোন্ দিকে যাচ্ছি, তাও জানি না। তুমি জান সুবর্ণপুরের পথ?

লক্ষ্মী। আমিও তো সুবর্ণপুর থেকেই আসছি, কিন্তু কোন্ পথে এলাম; তা তো লক্ষ্য করি নি।

বাণী। তোমাকেও কি কেউ "মা মা" ব'লে ডেকেছিল?

লক্ষ্মী। না, ও সম্বোধন করতে আমার কেউ নেই। তুমি উজানগাঁ

থেকে আসছো ? বলতে পার, তারা সব কেমন আছে ? খুব সুখে আছে, না ? আমার কথা ভুলেও কেউ বলে না ?

বাণী। কাদের কথা বলছো ?

লক্ষ্মী। যারা আমার ছিল, আজ আর নেই। আমি তাদের প্রাণ ভ'রে ভালবেসেছি, তবু তারা আমায় ভুলে গেছে। হ্যাঁ গা, তুমি কাউকে ভালবেসেছ ?

বাণী। বেসেছি আমার স্বামীকে। ভেবেছিলাম, ঘৃণাই করবো, কবে যে ভালবেসেছি, তা আমি জানি না ভাই ! আজ মনে হ'চ্ছে, শুধু একটিবার তাঁকে দেখতে পেলে দশবার আমি মরতে পারি।

লক্ষ্মী। আমারও তাই মনে হ'চ্ছে। যতই কলঙ্ক থাক তাঁর গায়ে, আমি তাঁকে ঘৃণা করার কথা মনেও করতে পারি না।

বাণী। তুমি ঠিক বলেছ। আমার মনে হ'চ্ছে, আমার যে দুঃখ, সে আমারই অদৃষ্টের দোষ।

লক্ষ্মী। সত্যি ভাই ! সবই নিজের কর্ম্মফল।

বাণী। কি আশ্চর্য্য, আমাদের দুজনের অদৃষ্টই কি এক ? তুমি কি চাষার মেয়ে ?

লক্ষ্মী। না, আমি রাজার মেয়ে, চাষার বউ।

বাণী। আমি চাষার মেয়ে, রাজার বউ।

লক্ষ্মী। ( বিস্ময়ে ) তুমি কে ?

বাণী। ( বিস্ময়ে ) তুমি কে ?

লক্ষ্মী। তুমি কি বাণী ?

বাণী। তুমি কি লক্ষ্মি ?

লক্ষ্মী। কই, তোমার মুখে তো কলঙ্কের ছাপ নেই !

বাণী। তোমারও তো নেই। ( উভয়ে উভয়ের হাত ধরিল ; চারি চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ) ভাই ! তুমি ভুল বুঝেছ। চাঁদে

কলঙ্ক আছে, তবু তোমার স্বামীর মধ্যে কলঙ্ক নেই। তিনি শুধু আমার ভাই নন, আমার গুরু।

লক্ষ্মী। বাণি!

বাণী। তুমি জান না, তুমি তাঁর কে; তাঁর মনের কতখানি জুড়ে তুমি ব'সে আছ। তোমার চিন্তায় তাঁর চোখে ঘুম নেই। আমার মত মন্দভাগিনী তুমি নও লক্ষ্মি!

লক্ষ্মী। বাণি, তোমার স্বামীর মুখে যত কলঙ্ক, সবই তার প্রাপ্য নয়। তুমি দেখতে পাওনি, কত বড় একটা মানুষ তার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তুমি ফিরে যাও বাণি! গিয়ে দেখবে, সুকণ্ঠ আর সে সুকণ্ঠ নেই তার সমস্ত আবিলতা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে।

বাণী। কিন্তু—

কর্দ্দমের প্রবেশ

কর্দ্দম। বৌরাণি! বৌরাণি!—

বাণী। কে? কর্দ্দম এসেছিস্?

কর্দ্দম। খুব ঘোড়দৌড় করিয়ে নিলে। চল।

বাণী। কোথায়?

কর্দ্দম। যমের বাড়ী। একেবারে—

বাণী। তুমি কি আমায় নিতে এসেছ কর্দ্দম?

কর্দ্দম। তবে কি সখ ক'রে ঘোড়দৌড় ক'চ্ছি? চল—চল, তোমায় নিয়ে রাজার কাছে পৌছে দিয়ে তবে আমার ছুটি। একেবারে—

বাণী। কিন্তু—

কর্দ্দম। আর কিন্তু নেই, সব কিন্তুর শেষ ক'রে দিয়েছে তোমার ছেলে। একেবারে—

বাণী। কি বলছো তুমি?

কর্দ্দম। দেখ বৌরাণি, রাজাকে তুমি দোষ দিও না। তাঁর কোন

দোষ নেই। সব দোষ ঐ সুদর্শন ব্যাটার। দিয়েছে ব্যাটাকে এক গুলিতে শেষ ক'রে। একেবারে—

লক্ষ্মী। ম'রে গেছে?

কর্দ্দম। মরতে কি চায়? গুলির উপর গুলি চাপান দিলুম, তবে না ম'ল। চল।

বাণী। রাজা কি আমায় গ্রহণ করবেন?

কর্দ্দম। হাত ধুয়ে ব'সে আছে। বিশ্বাস হ'চ্ছে না বুঝি? আহা হা, সে পত্রখানা যদি আনতুম,—সুদর্শনকে লিখেছিল। একেবারে তোমাকে—

লক্ষ্মী। পত্র?···এই পত্রের কথা বলছো? ( পত্র প্রদান )

কর্দ্দম। এই যে, একেবারে ছিঁড়ে গেছে। আচ্ছা, যা আছে পড়।

বাণী। যে ভাবে পার, নিয়ে আসবে, আমি তাকে গ্রহণ করবো, তাকে আমার চাই।"

লক্ষ্মী। কাকে চাই? বাণীকে; ভগবান্! মানুষ মানুষকে এত হীন করতে পারে? যাও বাণি, যাও; আমার ভাইকে আমার অভিবাদন জানিও!

বাণী। জনার্দ্দনকে আমি ব'লে আসি নি, তাকে ব'লো আমাকে যেন ক্ষমা করে।

কর্দ্দম। খবরদার, জনার্দ্দনের কথা তুলো না বলছি। আমি ওকে খুন করবো। একেবারে—

বাণী। কর্দ্দম জনার্দ্দন আমার ভাই।

কর্দ্দম। তোমার ভাই? বল কি বৌরাণি? আমি যে তাকে ছলে ভুলিয়ে রাজবাড়ী পাঠিয়ে দিলুম। সেখানে তার একেবারে—দূর শালা!

লক্ষ্মী। তিনি সুবর্ণপুর গেছেন?

কর্দ্দম। ইনি আবার কিনি।

বাণী। জনার্দ্দনের স্ত্রী;

কর্দ্দম। অ্যাঁ—তুমি। তুমিই সে!

লক্ষ্মী। কে?

কর্দ্দম। যে হাজার হাজার চাষীকে আজ নূতন প্রাণ দিয়েছে? আরে,—তুমিই সেই! তোমার নাম যে আজ লোকের মুখে মুখে। উজানগাঁয়ে গিয়ে দেখলাম—লোকে ছবি আঁকিয়ে তোমার পূজো ক'চ্ছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করি। একেবারে—( প্রণাম )

বাণী। কর্দ্দম—

কর্দ্দম। পায়ের ধুলো নাও বৌরাণি, পায়ের ধুলো নাও। আমাদের মহারাজকে উনি মানুষ করেছেন। ছিল পশু, হয়েছে দেবতা। একেবারে—

বাণী। দিদি!

লক্ষ্মী। দিদি! ( পরস্পরকে আলিঙ্গন )

বল্লভ। ( নেপথ্যে ) ও বাণি। বাণি।

বাণী। কে ডাকছ? কার কণ্ঠস্বর?

বল্লভ। ( নেপথ্যে ) ও বাণি।

বল্লভের প্রবেশ

বাণী। দাদু! ( বল্লভের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। )

বল্লভ। অ্যাঁ—তুই আছিস্? সত্যি তোকে ফিরে পেলুম দিদি? কতদিন ধ'রে রাস্তায় ঘাটে তোকে খুঁজেছি, কেউ তোর কথা বলতে পারেনি, কেন ভাই এমনি ক'রে ঘুরে মরছিস্? তুই তো জানিস্ সবাই তোকে তাড়িয়ে দিলেও আমার ঘর খোলা আছে?

বাণী। জানি।

বল্লভ। তবে আয়। কাজ নেই তোর রাজভোগে। আমার শালি ধানের চাল, আমার কাজল দীঘির মাছ এখনো ফুরিয়ে যায় নি। আয় দিদি, আয়। কতদিন পরে তোকে দেখলুম। তোর রোয়া গাছে ফল ধরেছে, তোর সাজানো বাগানে ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। আয় দিদি, আয়।

বাণী। না দাদু, আমি রাজবাড়ী ফিরে যাচ্ছি।

বল্লভ। না—না—যাস্ নে দিদি, যাস্ নে। তাঁদের অনাদরের রাজভোগ তুই মুখে তুলিস্ নে।

কর্দ্দম। অনাদর আর নেই কর্ত্তা! রাজা নিজেই আবার আদর ক'রে ডেকেছেন।

বল্লভ। ডেকেছে? ও, আচ্ছা, তবে যা।

বাণী। তুমিও চল দাদু!

বল্লভ। ওরে না, তোর ঘরে আমি যাবো না।

বাণী। কেন দাদু?

বল্লভ। তুই তো সব বুঝিস্ দিদি! আমি যাবো না। তুই সুখে থাক, তুই নাতী-নাতনী নিয়ে ঘর কর্। দাদুকে আর ডাকিস্‌নে।

বাণী। তবে এই শেষ দেখা দাদু?

বল্লভ। শেষ—হ্যাঁ, শেষ। আর আছিই বা ক'দিন? চোখের জল ফেলিস নে। তোর দাদী এক কৌটো সিঁদুর পাঠিয়ে দিয়েছে, তুই নে,—তার মত তুই পাকা চুলে সিঁদুর পর, এই আমাদের আশীর্ব্বাদ।

(কৌটা দিল।)

লক্ষ্মী। (কৌটা খুলিয়া বাণীর ললাটে সিঁদুর পরাইয়া দিল) তুমি অমোঘ বর পেয়েছ বাণি, আর ভয় নেই।

কর্দ্দম। চল বৌরাণি! একেবারে।

বাণী। চল দাদু, আসি দাদু! (প্রণাম)

বল্লভ। আচ্ছা, এসো।

[বল্লভ লক্ষ্মী ব্যতীত সকলে প্রস্থান। বল্লভ নিমিমেষে চাহিয়া রহিল।]

ভগবান্! যত দুঃখ দেবে আমাদের দাও, বাণীকে আমার সুখী কর।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মী। তবে আর উজানগাঁয়ে যাবো না, সুবর্ণপুরেই ফিরে যাই।

দূতের প্রবেশ



দূত। আপনিই কি আমাদের রাজকন্যা ?

লক্ষ্মী। কে তুমি ? কোথা থেকে আসছো

দূত। নন্দীপুর থেকে।

লক্ষ্মী। কেন ?

দূত। আপনাকে নিয়ে যেতে মহারাজ মন্ত্রিমশায়কে পাঠিয়েছেন।

লক্ষ্মী। একটা চাষার বউকে নিয়ে যেতে স্বয়ং মহামান্য মন্ত্রী এসেছেন ? কোথায় তিনি ?

দূত। আপনার কুটীরে অপেক্ষা কচ্ছেন।

লক্ষ্মী। নন্দীপুরের মন্ত্রী আমার কুটীরে! ছি-ছি-ছি ; জাতিভ্রষ্ট হবে যে। চাষার ঘরে মন্ত্রী! কেন বল তো ?

দূত। রাজ্যময় চাষীরা বিদ্রোহ করেছে। কেউ আর আমাদের শস্য বিক্রী ক'চ্ছে না। রাজপ্রাসাদে এককণা খাদ্য নেই, স্বয়ং মহারাজ পর্য্যন্ত উপবাসী।

দূত। বিদ্রোহীরা সবাই লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

লক্ষ্মী। তাহলেও আমি যাবো না।

দূত। না গেলে আপনার পিতামাতা অনাহারে মরবেন।

লক্ষ্মী। সিংহাসনটা প্রজাদের হাতে তুলে দিলেই তাঁদের প্রাণ রক্ষা হবে।

দূত। তবু একবার যেতে হবে।

লক্ষ্মী। তা হয় না দূত! আমাকে যদি নিয়ে যেতে হয়, তোমাদের রাজাকে আমার স্বামীর ঘরে মাথা হেঁট ক'রে প্রবেশ করতে হবে।

দূত। রাজকুমারি!

লক্ষ্মী। রাজকুমারী মরেছে ; আমি চাষার বউ।

[ প্রস্থান।

দূত। এই জন্যই তোমার পায়ে হাজার হাজার লোক মাথা নত করেছে।

[ প্রস্থান।

---

## দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপ্রাসাদের একাংশ

সমস্ত প্রাসাদ জুড়িয়া একটা করুণ সুর উঠিতেছিল

ধীরে ধীরে সুকণ্ঠের প্রবেশ। সুকণ্ঠ যেন আজ তাঁর অতীতের প্রেতাত্মা।

সুকণ্ঠ। কারও দোষ নেই—আমার নিজের দোষ। সুদর্শন তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে গেছে, আমি এখনও বেঁচে রইলুম কেন? এত বড় প্রাসাদে একটা রক্ষীও রাখি নি, তবু তো কেউ আসছে না। যারা আমার হাতে এত লাঞ্ছনা সহ্য করেছে, তারা কি কেউ প্রতিশোধ নিতে আসবে না? সবাই কি আমায় অভাগা ব'লে ক্ষমা করবে?

মণিকণ্ঠের প্রবেশ

মণিকণ্ঠ। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। কে? বাবা! আমায় দণ্ড দিতে এসেছ?

মণিকণ্ঠ। না।

সুকণ্ঠ। কেন? তোমরা কি সবাই আমায় অভাগা ব'লে ক্ষমা করবে?

মণিকণ্ঠ। সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। বাবা! পুত্রশোকের এত জ্বালা। যাদের ছেলে-মেয়ে অনাহারে মরেছে, তাদের বুকেও কি এমনি আগুন জ্বলেছিল?

মণিকণ্ঠ। এর চেয়ে বেশী। তোমার ছেলে আততায়ীর হাতে মরেছে, এক মুহূর্ত্ত মৃত্যু-যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আর তারা না খেয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মরেছে। তাদের অসহায় পিতামাতা দিনের পর দিন সন্তানের ক্ষুধিত কণ্ঠের কাতর আর্ত্তনাদ শুনেছে।

সুকণ্ঠ। ওঃ, এর চেয়েও জ্বালা! সে যে আমি কল্পনাও করতে পাচ্ছি না একটা নয়, দুটো নয়, এমন শত শত মরেছে। বাবা, সেই সব পুত্রহীন পিতামাতাদের আমার কাছে নিয়ে আসতে পার? আজ আমি একবার তাদের মুখ দেখে মিলিয়ে নেবো।

মণিকণ্ঠ। কি বলবো তোমায় পুত্র? তোমাকে দেখে আমার দুঃখ হ'চ্ছে না, বড় আনন্দ হচ্ছে। এই শাস্তিরই তোমার প্রয়োজন ছিল। নীলকণ্ঠ নিজের প্রাণ দিয়ে সুবর্ণপুরকে বাঁচিয়া গেছে।

সুকণ্ঠ। বাবা।

মণিকণ্ঠ। তবু আমি বিচার চাই রাজা! যে রাক্ষসী একটা নিষ্পাপ শিশুকে এমনি ক'রে হত্যা করেছে, আমি চোখের উপর তার চরম শাস্তি দেখতে চাই।

সুকণ্ঠ। শাস্তি! কার শাস্তি? কে বুঝবে শাস্তির মর্ম্ম? বাবা, একটা দৃশ্য দেখবে? ঐ দেখ। চিনতে পার ও কে? ওঁর চোখদুটো কি দেখ্‌ছো জান? নরক! ঐ আসছে বাবা, দোহাই তোমায়! কাছে যদি অস্ত্র থাকে, লুকিয়ে ফেল। যা বলতে হয়, আমাকে বল, ওকে কিছু ব'লো না।

মণিকণ্ঠ। তোমার পুত্রকে যে হত্যা করেছে, তার উপর তোমার রাগ হ'চ্ছে না?

সুকণ্ঠ। না—না, তুমি বুঝতে পাচ্ছনা, ওঁর দুঃখ আমাদের কারও চেয়ে কম নয়। আমরা তবু খাড়া দাঁড়িয়ে আছি, ওঁর সে শক্তিও নেই।

মন্দাকিনীর প্রবেশ

মন্দাকিনী। সুকণ্ঠ! নরক দেখেছিস্? দেখ্‌বি আয়? একটা গুলি করতে পারবি?—পারবি না? নীলকণ্ঠ পারতো! সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কে ঘুম পাড়ালে?

সুকণ্ঠ। আমি।

মন্দাকিনী। তবে নাকি আমি ঘুম পাড়িয়েছি?

সুকণ্ঠ। মিছে কথা মা!

মন্দাকিনী। তবে নরকটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে কেন?

সুকণ্ঠ। আর আসবে না মা! তুমি আমার কাছে এস, আমার ভয়ে কেউ তোমার কাছে আসবে না।

মন্দাকিনী। ঐ দেখ—ঐ দেখ, সুকণ্ঠ!

সুকণ্ঠ। মা!—( মন্দাকিনীকে জড়াইয়া ধরিল। )

মণিকণ্ঠ। ( তরবারি বাহির করিয়া ) ছেড়ে দাও সুকণ্ঠ! তুমি নিজে না পার, আমি অপরাধীর শাস্তি দেবো।

সুকণ্ঠ। বাবা! এ যে আমার মা।

মণিকণ্ঠ। কে তোর মা? এ বেঁচে থাক্‌লে আবার তোর মনুষ্যত্ব চিবিয়ে খাবে!

সুকণ্ঠ। সে শক্তি ওঁর নেই বাবা!

মণিকণ্ঠ। ছাড় সুকণ্ঠ।

সুকণ্ঠ। না।

মণিকণ্ঠ। তাহ'লে আমি দুজনকেই হত্যা করবো।

সুকণ্ঠ। তাই কর।

বাণী। ( নেপথ্যে ) নীলকণ্ঠ! নীলকণ্ঠ!—

সুকণ্ঠ। ঐ আসছে, বাণী আসছে। মাকে অভিশাপ দেবে। মা! মা! কোথায় তোমায় লুকিয়ে রাখবো মা?

মন্দাকিনী। আবার কি নরক হাঁ ক'রে আসছে ?

সুকণ্ঠ। না—না, তুমি যাও।

বাণী। ( নেপথ্যে ) নীলকণ্ঠ।

সুকণ্ঠ। বাবা, দোঁহাই তোমার, মাকে নিয়ে চলে যাও—অনেক দূরে দৃষ্টির অন্তরালে আর যেন দেখা না হয়! নীলকণ্ঠের মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, দায়ী আমি। জ্বলতে হয় আমি একাই জ্বলবো, তোমাদের জীবন সুখের হোক। যাও—যাও,—আঃ!

ঝড়ের বেগে বাণীর প্রবেশ

বাণী। নীলকণ্ঠ কই ? আমার নীলকণ্ঠ কই ?

সুকণ্ঠ। দেখবে এস। ( বাণীকে কাছে টানিয়া লইলেন ; আকাশের দিকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন—) ঐখানে, ঐ যে একটা তারা দেখ্‌ছো না ? ঐ তোমার নীলকণ্ঠ।

মণিকণ্ঠ। বাণি!—

বাণী। বাবা! কে এমন নিষ্ঠুর, যে আমার নীলকণ্ঠকে হত্যা করলে ?

মণিকণ্ঠ। ঐ রাক্ষসী।

বাণী। তুমি ? মা! আমিই না হয় চাষার মেয়ে। কিন্তু আমার নীলকণ্ঠ তো তোমারই বংশধর! তাকে তুমি হত্যা করতে পারলে ?

মন্দাকিনী। চুপ—চুপ, চিৎকার করিসনে ; নীলকণ্ঠ ঘুমুচ্ছে।

বাণী। রাজা!—

সুকণ্ঠ। পাগল হ'য়ে গেছে বাণি! যতই অপরাধিনী হোন,—মনে কর, এ আমাদের মা। মনে কর, সেই অসীম শক্তিময়ী রাণী আজ শিশুর মত অসহায়। ভগবান যাকে এমন শাস্তি দিয়েছেন, তুমি আর তাকে দগ্ধ ক'রো না।

বাণী। রাজা!—

মণিকণ্ঠ। প্রতিশোধ নে মা, প্রতিশোধ নে। তোর ছেলেকে যেমন গলা টিপে মেরেছে, তুই ওকে তেমনি গলা টিপে মার!

সুকণ্ঠ। তার আগে মনে কর, এমনি কত মাতাপিতাকে আমিও পুত্রহীন করেছি। নীলকণ্ঠ প্রাণ দিয়ে তাদের দুঃখ আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তুমি তোমার পুত্রকে হারিয়ে স্বামীকে ফিরে পেয়েছ, হাজার হাজার সন্তানকে বলির মুখ থেকে বাঁচিয়েছ।

মণিকণ্ঠ। কারও কথা শুনিসনে মা! নে, অস্ত্র নে, রাক্ষসীর শিরশ্চেদ কর। ( বাণীর হাতে অস্ত্র দিলেন। )

সুকণ্ঠ। বাণি! বাণি!—

মণিকণ্ঠ। চুপ; কর হত্যা।

সুকণ্ঠ। তার আগে আর একটা কথা ভাব। তোমার ছেলের নাম তুমিই রেখেছিলে নীলকণ্ঠ। মহেশ্বর জগৎকে অমৃত দিয়ে নিজের কণ্ঠে বিষ ঢেলেছেন—তাই তিনি নীলকণ্ঠ। তোমার ছেলে একা প্রাণ দিয়ে গোটা সুবর্ণপুরকে বাঁচিয়েছে, তাঁর নাম সার্থক করেছে।

বাণীর হাত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল।

মন্দাকিনী। নরক—নরক, ওই নরক আসছে। ওরে, কে আমায় আশ্রয় দেবে?

বাণী। আমি আশ্রয় দেবো! এস মা।

[ মন্দাকিনীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

মণিকণ্ঠ। সুকণ্ঠ! এইবার ইচ্ছা হ'চ্ছে তোমায় পুত্র ব'লে আলিঙ্গন করতে। এতদিনে তুমি যথার্থই রাজা হয়েছে। আর আমার আক্ষেপ নেই। নীলকণ্ঠ মরেনি, তোমার মধ্যেই আশ্রয় নিয়েছে। আমি আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি, আজ হতে সহস্র প্রজার মধ্যে তুমি তারই রূপ দেখতে পাবে।

সুকণ্ঠ মণিকণ্ঠকে প্রণাম করিলেন।